গ্লোবাল ডায়ালগ

১২.২

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান
শ্রুতি মজুমদারের সাথে একটি সাক্ষাৎকার — সেবাস্তিয়ান গ্যালেগুইলোস

ইউক্রেন যুদ্ধ-সংক্রান্ত নোট
সারি হানাফি

পুঁজিবাদের তত্ত্বসমূহ
উইলিয়াম আই. রবিনসন
প্যাট্রিসিয়া ভেস্ট্রিসি
ইস্তেবান টরেস
ফেব্রিসিও মেসিএল

উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ
জোহানা গ্রুবনার
স্টিফেন রোজ
লেরি সেভেজ
কা হো মোক
এলিজাবেথ বাল্বাচেভস্কি
ইউসেফ ওয়াগিদ

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি
মাইকেল বুরাভয়

তুরস্কের সমাজবিজ্ঞান
এন. বেরিল ওজার টেকিন
আসলি টেলসেরেন
ডিক্লে কওইলান
ওজকান ওজতুক
ইলকনুর হ্যাসিসফটওগলু

উন্মুক্ত বিভাগ
> হাইপার-গ্লোবালাইজেশন থেকে টেকসই সহযোগিতায় রূপান্তর কোনো পথে?
> প্রকৃতি ফিরে আসে : ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ভলকলিংগার হুট
> কেন উপরে দেখেন ? ডানপন্থী 'জনতুষ্টিবাদ' প্রসঙ্গে কার্ল পোলানি
> নরঘাতকদের গল্প থেকে শেখা
> ব্রাজিলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডেলিভারি কাজ

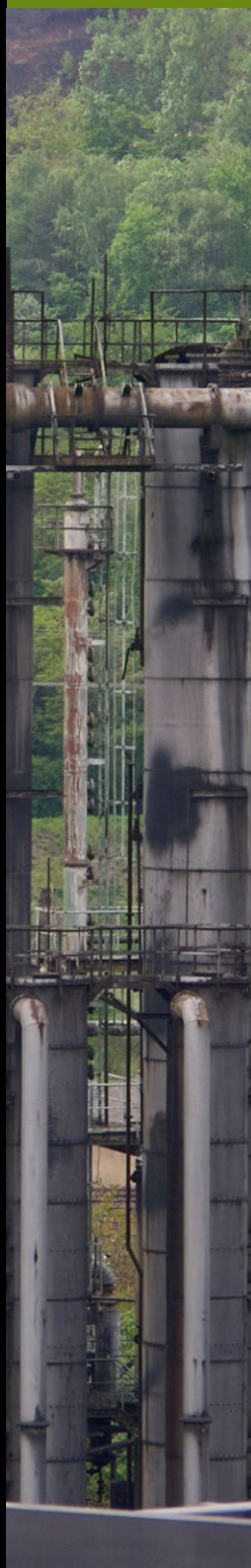

জিডি

ভলিউম ১২/ সংখ্যা ২/ আগস্ট ২০২২
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

> সম্পাদকীয়

গ্লোবাল ডায়ালগ এর এ সংখ্যায় 'আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান' অধ্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতিসংঘের ট্রাস্ট ফান্ডের জেন্ডার সহিংসতা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী শ্রুতি মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার রয়েছে। সেবাস্তিয়ান গ্যালেগুইলোস এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি জাতিসংঘে কর্মরত অবস্থায় তাঁর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করতে সুফল বয়ে এনেছে তা ব্যাখ্যা করেন এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে একত্রে গবেষণা এবং তার প্রয়োগ করতে আগ্রহী সমাজবিজ্ঞানীদের পরামর্শ দেন।

ইতিমধ্যে, আমরা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ছয় মাসেরও অধিক সময় ধরে চলমান যুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাজনীতিতে গভীর ধারাবাহিক পবিরর্তন পর্যবেক্ষণ করেছি। উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর এ সংখ্যায় গ্লোবাল ডায়ালগ এর আমন্ত্রণে আইএসএ সভাপতি সারি হানাফি বিগত দশকগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যুদ্ধবিগ্রহ ও তাদের বিধ্বংসী প্রভাবের ওপর নজর রেখে ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাশিয়ার আগ্রাসী যুদ্ধে সৃষ্ট বিপর্যয়ের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিফলন প্রদান করেছেন।

প্রথম সিম্পোজিয়ামটি সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজকে বোঝার জন্য বিস্তৃত পদ্ধতি এবং যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক পুঁজিবাদের তত্ত্বসমূহকে বিশদ করে। বৈশ্বিক শ্রেণি কাঠামোর ক্রমবর্ধমান জটিলতা বিশ্লেষণের জন্য একদিকে যেমন প্যাট্রিসিয়া ভেন্ট্রিসি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, নিরাপত্তাহানীকরণ এবং ইউ-নিয়নিকরন এর মধ্যেকার সংযোগের সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের প্রস্তাব পেশ করেন; অন্যদিকে তেমনি, ইস্তেবান টরেস পুঁজিবাদের তত্ত্বে 'মন্ডিয়ালাইজেশন' ধারণাটির প্রবর্তন করেন। ব্রাজিলীয় সমাজের উদাহরণ টেনে ফ্যাব্রিসিও ম্যাসিয়েল দেখান কিভাবে কর্তৃত্ববাদী ও ডানপন্থী আন্দোলনের উত্থানকে আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি অসম্মান এবং অবক্ষয়কেও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। উইলিয়াম আই. রবিনসন কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যে ভৌগলিক স্তরবিন্যাসের বিবর্তন এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের দিকে বিশ্বব্যাপী এর ধীর স্থানান্তর দেখানোর জন্য একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

১৯৯০-এর গোড়ার দিক থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী খাতের নব্য-উদারনৈতিক পুনর্গঠন দ্বারা প্রভাবিত এবং ক্রমবর্ধমানভাবে বাজারমুখীকরন হয়েছে। জোহানা গ্রুবনার আয়োজিত আমাদের দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই চলমান রূপান্তরগুলো বিশ্লেষণ করে। স্টেফানি রস এবং ল্যারি স্যাভেজ কর্মক্ষেত্রের পণ্যায়ন এবং পুনর্গঠনের আলোকে কানাডিয়ান উচ্চশিক্ষা সেক্টরের চলমান নব্য-উদারনীতিকরনের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন। কা হো মোক পূর্ব এশীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপকতা এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চ শিক্ষিত স্নাতকদের চাকরির সুযোগের দিকে আলোকপাত করেন। এলিজাবেথ বালবাচেভস্কি নব্য-জনপ্রিয় সরকারব্যবস্থার সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন এবং কিভাবে ব্রাজিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রে আধা-স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে তা দেখান। ইউসেফ ওয়াঘিদ কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে ত্বরান্বিত দূরশিক্ষণ প্রবণতাকে সমালোচনামূলকভাবে নিরীক্ষা করেন এবং উবান্টুর আফ্রিকান নীতিমালার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের জন্য যুক্তি দেখান। এই অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার পাশাপাশি সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত ও সহাবস্থান করা উচিত।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভাগে পুঁজিবাদী ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে মাইকেল বুরাভয় এরিক অলিন রাইট এঁর প্রকৃত ইউটোপিয়া ধারণাটিকে কার্ল মার্কস এবং কার্ল পেলানি এঁর চিন্তার সঙ্গে পদ্ধতিগতভাবে সম্বন্ধযুক্ত করেন। এই তিনটি পদ্ধতি বিবেচনায় রাখা হলে কী পাওয়া যেতে পারে তা দেখার সত্ত্বেও তিনি তাদের মধ্যেকার অভিন্ন অপূর্ণতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন এভাবে : 'মানবতাকে পুঁজিবাদের হাত থেকে রক্ষা করতে কে যৌথ-কর্মক গঠন করবে? এই সমস্যাটি মার্কস, পোলানি এবং রাইট আমাদের সমাধান করার জন্য রেখে গেছেন।'

এই সংখ্যার নির্দিষ্ট দেশকেন্দ্রিক আলোচনার আলোচ্য বিষয় হলো তুরস্কের সমাজবিজ্ঞান। এন. বেরিল ওজার টেকিন এঁর প্রবন্ধ বিবিধ বিষয় যেমন লিঙ্গ বৈষম্য থেকে শুরু করে হোয়াইট কলার শ্রমিক এবং মহামারী চলাকালীন তাদের কর্মজীবনের অভ্যাস, বয়স্কদের ওপর মহামারীর প্রভাব এবং পরিবেশ বিপর্যয় ইস্যুতে তুর্কি সরকারের বর্তমান কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে।

'উন্মুক্ত বিভাগ'-এ হ্যান্স ইয়ুর্গেন আরবান এঁর নিবন্ধ এবং গ্লোবাল ডায়ালগ-এ মনোনীত একটি ফটো সিরিজ শিল্প উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করে। অন্যদিকে ব্রুনা ডি পেনহা এবং আনা বিট্রিজ বুয়েনো ডিজিটাল প্লাটফর্মে কর্ম সম্পাদনার ওপর সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রয়োগ করেন। এই অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ মূলত ডানপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের একটি পোলানিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি এবং নরহত্যার অপরাধীদের ওপর সমাজতাত্ত্বিক প্রতিফলন। ■

ব্রিজিট অউলেনব্যাকার এবং **ক্লাউস ডুর**
সম্পাদক
গ্লোবাল ডায়ালগ

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।
> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ : globaldialogue.isa@gmail.com.

ISA International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Raphael Deindl, Johanna Grubner, Walid Ibrahim.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ:
আরব বিশ্ব: (তিউনেশিয়া) Mounir Saidani, Fatima Radhouani; (লেবানন) Sari Hanafi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার ,খায়রুল চৌধুরী, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, মুমিতা তানযীলা, আবদুর রশীদ, সাবিনা শরমীন, এম ওমর ফারুক, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সরকার সোহেল রানা, মোঃ সহিদুল ইসলাম, হেলাল উদ্দীন, এ বি এম নাজমুস সাকিব, ইসরাত জাহান ইয়ামুন, একরামুল কবির রানা, মাসুদুর রহমান, রুমা পারভীন, সালেহ আল মামুন, শামসুল আরেফীন, শারমিন আক্তার শাপলা, সায়কা পারভীন, ইয়াসমিন সুলতানা, মোঃ শাহীন আক্তার।

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Rakesh Rana, Manish Yadav.

ইন্দোনেশিয়া: Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sayyed Muhamad Mutallebi, Elham Shushtarizade.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov.

পোল্যান্ড: Urszula Jarecka, Joanna Bednarek, Marta Blaszczynska, Anna Turner, Alesksandra Biernacka.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Irina Elena Ion, Bianca Mihăilă, Ruxandra Păduraru, Ana-Maria Rențea, Maria Vlasceanu.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Yu-Wen Liao, Po-Shung Hong, Yi-Shuo Huang, Chien-Ying Chien, Yu-Chia Chen, Mark Yi-wei Lai, Yun-Jou Lin, Yun-Hsuan Chou.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

এই সিম্পোজিয়ামটি শ্রেণী, আধুনিকায়ন ও সামাজিক বৈষম্যের মতো বিষয়গুলিসহ কীভাবে সেগুলি পুঁজিবাদ তত্ত্বের জন্য ব্যাখ্যা করা যায় তা নিয়ে চলমান বিতর্ক এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে একত্রিত করেছে।

এই সিম্পোজিয়ামের নিবন্ধগুলি উচ্চ শিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমান রূপান্তর প্রক্রিয়া ও তাদের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছে।

দেশ ভিত্তিক আলোচনায় রয়েছে তুরস্কের সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা যা লিঙ্গ, প্রযুক্তি এবং পরিবেশগত সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জিডি

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকীয় ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলায় সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগঃ
শ্রুতি মজুমদারের সাক্ষাৎকার
সেবাস্তিয়ান গ্যালেগুইলোস, আমেরিকা ৫

> ইউক্রেন যুদ্ধ-সংক্রান্ত নোট

ইউক্রেন, পুতিনের সাম্রাজ্যবাদী প্যারাডাইম এবং ইউরো-আমেরিকা
সারি হানাফি , লেবানন ৮

> পুঁজিবাদের তত্ত্বসমূহ

পুঁজিবাদ ও বৈশ্বিক অসমতা
উইলিয়াম আই. রবিনসন, আমেরিকা ১০
ল্যাটিন আমেরিকায় প্লাটফর্ম পুঁজিবাদ
প্যাট্রিসিয়া ভেন্ট্রিসি, আর্জেন্টিনা ১২
আন্তঃপুঁজি ব্যবস্থা : আণবিক এবং জৈব শ্রেণি
ইস্তেবান টরেস, আর্জেন্টিনা। ১৪
অসম্মানিত পুঁজিবাদ
ফেব্রিসিও মেসিএল, জার্মানি ১৬

> উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ

নব্য উদারীকরণ, বাজারীকরণ এবং
উচ্চশিক্ষায় ঝুঁকি সৃষ্টিকরন
জোহানা গ্রুবনার, অস্ট্রিয়া ১৮
অতিমারী-পরবর্তী উচ্চশিক্ষায় নব্য-উদারনীতিকরন
স্টিফেন রোজ এবং লেরি সেভেজ, কানাডা ১৯
উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থান : পূর্ব এশিয়ার প্রবণতা
কা হো মোক, হংকং। ২১
জনতুষ্টিবাদের অধীনে ব্রাজিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকে থাকার লড়াই
এলিজাবেথ বাল্বাচেভস্কি, ব্রাজিল ২৪
একটি উবুন্টু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনার বিষয়ে
ইউসেফ ওয়াগিদ, দক্ষিণ আফ্রিকা ২৬

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রকৃত ইউটোপিয়ার প্রয়োজনীয়তা
মাইকেল বুরাভয়, যুক্তরাষ্ট্র ২৮

> তুরস্কের সমাজবিজ্ঞান

তুর্কি সমাজবিজ্ঞান : প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনা
এন. বেরিল ওজার টেকিন, তুরস্ক ৩১
তুরস্কে লিঙ্গগত বৈষম্য বা সমতা এবং নারীবাদ
আসলি টেলসেরেন, তুরস্ক ৩২
কোভিড-১৯ এবং তুরস্কের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভোগকৃত দ্রব্যের ব্যবহার
ডিক্লে কওইলান, তুরস্ক। ৩৪
তুরস্কের পরিবেশবাদের সমাজবিজ্ঞান
ওজকান ওজতুর্ক, তুরস্ক ৩৬
তুরস্কের মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের ফাঁদে নারীর শরীর
ইলকনুর হ্যাসিসফটওগলু, তুরস্ক ৩৮
তুরস্কে মহামারী এবং 'ডিজিটাল অভিবাসী'
এন. বেরিল ওজার টেকিন, তুরস্ক ৪০

> উন্মুক্ত বিভাগ

হাইপার-গোবালাইজেশন থেকে টেকসই সহযোগিতায়
রূপান্তর কোনো পথে?
হ্যান্স-ইয়ুর্গেন আরবান, জার্মানি ৪২
প্রকৃতি ফিরে আসে :
ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ভলকলিংগার হুট
ম্যাক্স অলেনবাচার, জার্মানি ৪৪
কেন উপরে দেখেন? ডানপন্থী 'জনতুষ্টিবাদ' প্রসঙ্গে কার্ল পোলানি
স্যাং হুন লিম, দক্ষিণ কোরিয়া ৪৭
নরঘাতকদের গল্প থেকে শেখা
মার্টিন হারনান ডি মারকো, নরওয়ে ৪৯
ব্রাজিলে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডেলিভারি কাজ
ব্রুনা দ্যা পিনহা এবং এ্যানা বেত্রিজ ব্যুনো, ব্রাজিল ৫১

"নবীন সমাজবিজ্ঞানীদের প্রতি আমার পরামর্শ হবে পুরো ডিসিপ্লিন ও সকল তত্ত্ব ও অনুশীলনের উপর ব্যাপক ভাবে পড়াশুনা করা। আর জটিল প্রশ্ন করতে ভয় না পাওয়া।"

শ্রুতি মজুমদার

> নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলায় সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ

শ্রুতি মজুমদারের সাক্ষাৎকার

শ্রুতি মজুমদার বর্তমানে ইউএন উইমেনস আফগানিস্তানের কার্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতার অবসান দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত আছেন। ভারত, বাংলাদেশ, সার্বিয়া, জর্ডান, উজবেকিস্তান ও অন্যান্য দেশে নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচির ওপর প্রোগ্রামিং ও গবেষণার সংযোগস্থল বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই ফিল্ডে তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। শ্রুতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি শ্রীরাম কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞানে বি.এ (সম্মান) এবং ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এম.এ এবং পিএইচ.ডি অর্জন করেছেন।

জন জে কলেজ অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস এর ডক্টরেট ছাত্র **সেবাস্তিয়ান গ্যালেগুইলোস** এখানে শ্রুতি মজুমদারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সেবাস্তিয়ান গ্যালেগুইলোস উল্লিখিত কলেজ থেকেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ও বিচার বিভাগে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি ইউনাইটেড ন্যাশনস-এ ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএসএ)-এর যুব প্রতিনিধি এবং চিলির ইউনিভার্সিদাদ দে তালকা সেন্ট্রো ডি এস্টুডিওস ডি ডেরেচো পেনাল-এ গবেষণা সহযোগী। তাঁর গবেষণার আগ্রহের মধ্যে রয়েছে তুলনামূলক অপরাধবিদ্যা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অপরাধ এবং কারাবাসের বিকল্প।

সেবাস্তিয়ান গ্যালেগুইলাস (এসজি) : আপনি বর্তমানে জাতিসংঘের কোন পদে আছেন? আপনি কতদিন থেকে সেই পদে আছেন এবং আপনার প্রধান দায়িত্ব কী কী?

শ্রুতি মজুমদার (এসএম) : আমি ২০১৮ সাল থেকে ইউএন উইমেন-এ নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করতে জাতিসংঘের ট্রাস্ট ফান্ডে কাজ করছি। আমরা বিশ্বব্যাপী নারীদের প্রতি সহিংসতা দূর করার জন্য কাজ করে এমন সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোতে সহায়তা ও বিনিয়োগ করি। জাতিসংঘের ট্রাস্ট ফান্ডের কার্যক্রমের বয়স ২৫ বছর এবং নারী অধিকার সংগঠন ও নারী আন্দোলনের সঙ্গে এই ফান্ডের কাজ করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। শুধু ২০২০ সালে আমরা ৭১টি দেশে ১৫০টি সুশীল-সমাজের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে সহয়তা প্রদান করেছি। এই প্রকল্পগুলো বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করেছে। যেমন, সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদান করা; নারীর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত আইন; নীতি ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন জোরদার করা; এবং সহিংসতা ও লিঙ্গ বৈষম্যের মূল কারণগুলো মোকাবেলা করে সহিংসতাকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করা।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ হিসাবে, আমার কাজ ব্যাপকভাবে দু'টি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত; আমি সিভিল সোসাইটি সংগঠনসমূহের সঙ্গে কাজ করি এবং তাদের গবেষণা ও মূল্যায়ন দক্ষতা তৈরি এবং প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ডাটা সেন্ট্রাল করতে। আমি তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, নৈতিক ও নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করতে তাদেরকে সহায়তা করি। দ্বিতীয়ত; আমি ইউএন উইমেন-এ নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ওপর অভ্যন্তরীণ গবেষণা কার্যাবলি এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কাজ করি। নারী ও মেয়ে শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ার কারণে কাজটি খুব জটিল –বিশ্বব্যাপী প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন নারী ঘনিষ্ঠ বা সম্পর্কহীন সহযোগী দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হয় এবং গত দশকে এই সংখ্যাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। একই সময়ে, আমরা জানি যে, সহিংসতা প্রতিরোধযোগ্য। তবে, কয়েক দশক ধরে ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছে এমন সংস্থাসমূহের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, বিষয়টি প্রতিরোধ করা খুবই ঝামেলাপূর্ণ। আমি ফ্রন্ট লাইন সংগঠনসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বে গবেষণা প্রস্তাব লেখা, সংস্থান সংহত করা, বিদেশি গবেষকদের দল পরিচালনা করা এবং জ্ঞান সহ-উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। এই গবেষণাটি তখন এই সংগঠনসমূহের প্রতি আমার পক্ষ থেকে নিয়মিত সহায়তায় কাজ করে থাকে। সংক্ষেপে, আমার কাজটি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এবং উন্নয়ন

>>

অনুশীলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু যা সম্পর্কে আমি সর্বদা কাজ করতে আগ্রহী।

এসজি : আপনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জনসহ সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে অতিবাহিত করেছেন বেশ কয়েক বছর। আপনি কিভাবে ইউএন উইমেন-এ আপনার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা প্রয়োগ করেন?

এসএম: আসলে, আমি প্রায় দশ বছর যাবত আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছি এবং এখনো এই শাখার শিক্ষার্থী। আমি ২০০০ সালের গোড়-ার দিকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেছি। অনেক তরুণ ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানীদের মতো আমিও এম এন শ্রীনিবাস এর কাজ এবং এই শাখার ওপর তার দৃঢ় বিশ্বাসে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। জ্ঞানের এই শাখা, আমরা যে সমাজে বাস করি তা বোঝার জন্য; বিশেষ করে, সামাজিক কাঠামো ও পরিবর্তন বোঝার ক্ষেত্রে, যে ধরনের উপকরণ ও পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে সেটিও আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমি খুব দ্রুত অনুধাবন করতে সমর্থ হই যে, আমি সমাজবিজ্ঞান অনুসরণ করতে চাই এবং আমি বিশ্বের বাস্তব সমস্যাসমূহের জন্য একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে চাই। এ কারণে বি.এ ডিগ্রী সম্পন্ন করার ঠিক পরেই, আমি ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ.ডি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসি; যেটি উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উন্নয়ন সমাজবিজ্ঞান এবং আন্তঃবিভাগীয় কাজ উভয় ক্ষেত্রেই একটি চমৎকার কেন্দ্র। আমি ব্রাউনে থাকাকালীন কাঠামোগত সহিং-সতা ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলাম এবং কেন কিছু গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট সময় ও স্থান বনাম অন্যদের তুলনায় প্রান্তিক (বা সংহত) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি প্রশ্নে। অধিকন্তু, গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আমি আসলে নৃতাত্ত্বিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আমার পিএইচ.ডি এবং অবশেষে বিশ্বব্যাংকে একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে ভারত, বাংলাদেশ, সার্বিয়া, উজবেকিস্তান, জর্ডান, লাইবেরিয়া এবং অন্যান্য দেশে বড় পরিসরে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সঙ্গে জড়িত নৃতাত্ত্বিক বিষয়গুলো পরিচালনা করার সৌভাগ্য হয়েছে।

জাতিসংঘে আমার বর্তমান কাজে এই দক্ষতাগুলো প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি। কারণ, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বিষয়টির জন্য সম্যকরূপে গুরুত্বপূর্ণ; সমস্যার মূল কারণ নির্ণয়ের জন্য অর্থাৎ সেসব সামাজিক কাঠামো এবং নিয়ম-নীতি যা সহিংসতার ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখে; সরকার ও সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহের সঙ্গে বিষয়গতভাবে প্রাসঙ্গিক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য; মূল্যায়নের জন্য যে এই প্রকল্পগুলো যাদের জন্য নেওয়া হয়েছে তাদের জন্য কার্যকর হয়েছে কি না এবং যদি হয়ে থাকে, কিভাবে এবং কেন? আপনি এখানে আমার সাম্প্রতিক কিছু কাজ খুঁজে পেতে পারেন; যা গবেষণা সিরিজ হিসাবে নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিশ্বজুড়ে ১০০+ অনুশীলনকারী ও সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে যৌথভাবে কোনো ধরনের সমাধানগুলো সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে তা উল্লেখ করে তিনটি ভাষায় লেখা হয়েছে। গুণগত ও মিশ্র পদ্ধতির গবেষণার এটি নতুন ধরনের পদ্ধতিগত পর্যালোচনা যা বাস্তবিক অর্থে কিছু কঠিন প্রশ্নের উন্মোচন করেছে। যেমন, ভঙ্গুরতা হ্রাস করা, কেন কিছু নারী ও মেয়েদের অন্যদের তুলনায় সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেশি, সমাজ কিভাবে সহিংসতা প্রতিরোধ করতে পারে, সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো তাদের কাজের বিরুদ্ধে কী ধরনের প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় এবং কিভাবে তারা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কৌশলগুলো গ্রহণ করে। ক্ষেত্রটি এখনো জনস্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদদের আওতাধীন এবং এর ফলে, সহিংসতা নির্মূলে কী কাজ করে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কিভাবে এবং কেন কৌশলগুলো কাজ করে সে সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং কালিমালেপন ক্ষমতা ও কাঠামোগত সহিংসতার ওপর গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী, সামগ্রিক ও টেকসই সমাধান তৈরি করার জন্য আরও কাজ করা প্রয়োজন।

এসজি : আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার সময় সমাজবিজ্ঞানীরা কোন কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন? আপনি কিভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেন?

এসএম : আমার মতে চ্যালেঞ্জের চেয়ে সুযোগ বেশি। সমাজবিজ্ঞানীদের উন্নয়ন কর্মসূচির আপস্ট্রিম অ্যানালাইসিস, নকশা প্রণয়ন ও ডাউনস্ট্রিম ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু দেওয়ার আছে এবং বিভিন্ন শাখায় ফলপ্রসূ সহযোগিতার জন্য প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তবুও কিছু চ্যালেঞ্জ যা আমি মনে করতে পারি তথাপি (কিছুটা সকল গবেষকদের জন্য সত্য এবং কিছু কিছু হয়তো সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য সত্য) শুধু কোনো শাখার সীমানা নয় বরং উন্নয়ন গবেষণা এবং উন্নয়ন অনুশীলনের মধ্যকার সীমানাকেও ছাড়িয়ে গেছে। অন্য কথায়, কিভাবে সামাজিকতত্ত্বকে কার্যকরভাবে অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করা যায় এবং তারপরে, তত্ত্ব নির্মাণে অনুশীলনকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এবং কিভাবে উভয়ের মধ্যে সংলাপের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করা যায়?

গবেষণা ও অনুশীলনের সাধারণত বিভিন্ন ব্যাপ্তি থাকে; সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়া এবং ঝুঁকিপূর্ণ নারী ও মেয়েদের চাহিদার ভিত্তিতে ফ্রন্ট লাইনে সম-াধান তৈরি করার জন্য আমরা কার্যকরভাবে সংলাপ করতে পারি এমন উপায় খুঁজে বের করা গুরুত্বপূর্ণ। আরও অধিক গবেষকদের দ্রুত বাস্তবায়ন গবেষণায় জড়িত হতে হবে যা মনোনিবেশ করবে সেসব সমস্যার দিকে; যার বিরুদ্ধে সরকার ও সুশীল সমাজ প্রতিনিয়ত লড়াই করছে। তবে, তা এখনো তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমি সৌভাগ্যবান যে বিশ্বব্যাংকের সামাজিক পর্যবেক্ষক নামক একটি দলের সদস্য; যেখানে আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় চমকপ্রদ কাটিং-এজ এমবেডেড গবেষণা করেছি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ; বিশেষ করে, নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে শিখি এবং নথিভুক্ত করি। যে সংগঠনগুলো কয়েক দশক ধরে ফ্রন্ট লাইনে কাজ করে চলছে কিন্তু তাদের কাজ নথিভুক্ত করার জন্য লড়াই করে এবং এটি সামাজিক তত্ত্বসমূহ পরিব্যাপ্ত করার অনুমোদন দেয়।

সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য নির্দিষ্ট দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে যে, উন্নয়ন অনুশীলনে জিজ্ঞাসা করা কিছু প্রধান প্রশ্ন পুনর্বিবেচনার ভিত্তি হিসাবে যথাযথ নৃতাত্ত্বিক গবেষণাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়। কয়েক বছর আগে, দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস একটি চমৎকার, চিন্তা-প্ররোচণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল; যার শিরোনাম ছিল "কী হবে যদি সমাজবিজ্ঞানীরা অর্থনীতিবিদদের মতো প্রভাব ফেলে?" মিশেল ল্যামন্ট যেমন প্রবন্ধে যুক্তি দিয়েছেন, প্রায়শই প্রকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলো অর্থনীতিবিদরা উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকে; এক্ষেত্রে আরও সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে যে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তা ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হবে। তারা কিভাবে এবং কেন অর্থাৎ সুশীল সমাজ সংগঠন বা সরকারের নেতৃত্বে প্রকল্পসমূহ কিভাবে বিস্তৃত সামাজিক ব্যবস্থা এবং কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলছে সেদিকে স্থানান্তরিত হবে।

এসজি : মহামারী চলাকালীন নারীর অধিকার জোরদার করতে আপনি ইউএন উইমেন-এ কোন নীতিসমূহ প্রচার করেছেন? আপনার মতে আমরা কোন ক্ষেত্রগুলো উপেক্ষা করেছি?

এসএম : বিশ্বব্যাপী দেশগুলোতে মহামারী এবং পরবর্তী লকডাউন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষত; অন্তরঙ্গ সঙ্গীর সহিংসতা (যেহেতু অধিক নারীদেরকে তাদের সঙ্গে থাকতে হয়েছে; যাদের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার)। যেমন, অ-সঙ্গী যৌন সহিংসতা, অনলাইন যৌন হয়রানি এবং নির্দিষ্ট কিছু দেশে এমন ক্ষতিকারক ঐতিহ্যবাহী অভ্যাস যেমন নারীর যৌনাঙ্গচ্ছেদ এবং জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ। জাতিসংঘের ট্রাস্ট ফান্ডে অনেক সুশীল সমাজ সংগঠনের সহযোগিতায় নীতিনির্ধারক ও দাতাদের নজরে আনতে আমি নিয়মিত এই প্রবণতাগুলো সম্পর্কে লিখছি। যেহেতু লকডাউন অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকে বা পুনরায় আরোপ করা হয়। বিশ্বব্যাপী সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো পরিস্থিতিটিকে একটি দীর্ঘস্থায়ী

>>

সংকটের সঙ্গে তুলনা করছে এবং তাদের জরুরি প্রস্তুতি ও স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করতে চায়। তাদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও তৃণমূল সংগঠনগুলোর, নমনীয় ও মূল তহবিল প্রয়োজন; বেতন, স্বাস্থ্যবীমা, যোগাযোগ ও পরিবহণের জন্য তাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করতে। লকডাউন সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর সামর্থকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করেছে এবং তাদের টিকে থাকাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তাদের বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পরিবর্তন করতে হয়েছে। কোভিড-১৯ টেস্ট, অফিসের কার্যপরিধি হ্রাস, অফিস বন্ধ ও কর্মীদের ছাটাঁই করতে হয়েছিল; যখন তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। তাদেরকে দরকার কারণ নারীরা এখনও তাদের স্থানীয় নারী অধিকার সংস্থা ও সম্প্রদায়-ভিত্তিক কাঠামোর কাছে সাহায্যের জন্য আসছেন। হোয়াটসঅ্যাপ, সোশ্যাল মিডিয়া, হেল্পলাইন, মৌখিক বা সরাসরিভাবে মহিলারা তাদের স্থানীয় আশ্রয়কেন্দ্র, সেলফ-হেল্প গ্রুপের নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার, ধর্মীয় নেতা, কমিউনিটি ভিত্তিক কাউন্সিলর ও প্যারালিগালের কাছে সাহায্যের জন্য আসছেন।

এর আলোকে, ইউএন উইমেনে আমরা সুশীল সমাজের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছি এবং আরও প্রসারিত করেছি; আরও সংস্থান সংগ্রহ করেছি এবং এই সংগঠনগুলোকে নমনীয় তহবিল সরবরাহ করেছি। আমরা তাদের কাছ থেকেও শুনছি এবং শিখছি । কারণ, এই মুহূর্তে এই সংগঠনগুলোর প্রথম তথ্যদাতা হিসাবে প্রচুর পরিমাণে পাঠ্যক্রম ও রিয়েল-টাইম ডাটা আছে। আমাদের অবশ্যই নীতিনির্ধারক ও গবেষক দরকার; তাদের কাছ থেকে শুনতে এবং তাদের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে এই ডাটা উন্মোচন ও এর ওপর কাজ করার জন্য। সংক্ষেপে, টিকে থাকা ও তৃণমূল নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোর কণ্ঠস্বরকে নীতি-নির্ধারণের সূচনা বিন্দু হতে হবে এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করার নীতিসমূহ এই সময়ে উপযোগী ও অত্যন্ত স্থানীয়করণ করতে হবে।

এসজি : অবশেষে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার শুরু করা জুনিয়র সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য আপনার কি কোনো পরামর্শ আছে? চাকরির সুযোগ খুঁজে বের করার বিষয়ে আপনার কাছে কি কোনো সুপারিশ বা তথ্য আছে?

এসএম : আমার পরামর্শ হবে পুরো ডিসিপ্লিন এবং সকল তত্ত্ব ও অনুশীলনের ওপর ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করা। আর জটিল প্রশ্ন করতে ভয় না পাওয়া। সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও পদ্ধতিগত দিকগুলোর মাধ্যমে চিন্তাশীল ও সমালোচনামূলকভাবে উন্নয়ন অনুশীলনের সঙ্গে জড়িত থাকতে এবং ক্ষেত্রটিকে আরো এগিয়ে নিতে প্রস্তুত। কোভিড-১৯ মহামারীর অভিজ্ঞতা লিঙ্গ সমতার অগ্রগতির ভঙ্গুরতা ও চ্যালেঞ্জগুলোর মাত্রা প্রকাশ করেছে। আমরা এখন একটি জটিল সন্ধিক্ষণে আছি; যেখানে একটি জোরালো স্বীকৃতি রয়েছে যে রূপান্তরমূলক পদ্ধতির জন্য ডোমেন জুড়ে ক্ষমতার গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের আরও সামগ্রিক প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে যা পিতৃতন্ত্র ও গভীর-মূলে লিঙ্গ বৈষম্যকে কাটিয়ে ওঠার চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার যে কোন কোন ব্যবস্থা, মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলো পিতৃতন্ত্র তৈরি করে, মূর্ত করে এবং স্থায়ী করে? কিভাবে আমরা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট ও সময়ে টেকসই উপায়ে তাদের রূপান্তর করতে পারি? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা ও অনুশীলন–উভয় ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে অবদান রাখতে পারেন।

আমি তরুণ সমাজবিজ্ঞানী যারা তাদের কর্মজীবন শুরু করেছে; তাদেরকেও যতটা সম্ভব এই ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে উৎসাহিত করি। জাতিসংঘের দেশ পর্যায়ের প্রোগ্রামসমূহ যেখানে কেউ জটিল উন্নয়নমূলক চ্যালেঞ্জগুলোর অন্তর্নিহিত বোঝাপড়া পেতে পারে। এই পোস্টগুলো জাতিসংঘের ক্যারিয়ার ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়াও, যখন উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহে সমসাময়িক থাকা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ; তখন এই ফিল্ডে পাশাপাশি কাটিং-এজ গবেষণা থাকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, আপনি যদি একই সঙ্গে উভয় দিক থেকে পরিকল্পনা করেন। এই বিষয়ে, আইএসএ-এর মতো সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে শেখার সম্ভাবনার ওপর আমি যথেষ্ট জোর দিতে পারি না। এটি সমসাময়িক বিষয়ে অবগত থাকার, আপনার নিজস্ব গবেষণা ছড়িয়ে দেওয়ার এবং প্রাসঙ্গিক সহযোগিতা তৈরি করার জন্য একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম।

পরিশেষে, সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছাতে দ্বিধা করবেন না যারা উভয় মতাদর্শে আছেন। আমি দেখেছি যে, স্নাতক স্কুল থেকে প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে পৌঁছানো কাজের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বোঝার একটি দুর্দান্ত উপায়। তারা এখনও উন্নয়নের জটিল ও সর্বদা বিকশিত ক্ষেত্র নেভিগেট করার জন্য সমর্থন সিস্টেম হিসাবে রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
শ্রুতি মজুমদার : <shruti.majumdar@gmail.com>

১. United Nations Women (2020). Voices from the ground: Impact of COVID-19 on violence against women.

> ইউক্রেন, পুতিনের সাম্রাজ্যবাদী প্যারাডাইম এবং ইউরো-আমেরিকা

সারি হানাফি, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুত, লেবানন এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট (২০১৮-২০২৩)।

কৃতজ্ঞতাঃ পিক্সাবে/ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স

ইউক্রেনে রাশিয়ার অপরাধমূলক আক্রমণ যা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে তা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন যুদ্ধই নয়; এটি একটি ব্যতিক্রমী যুদ্ধও বটে। এটি একটি ব্যতিক্রমী যুদ্ধ কারণ এটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়ার সক্ষমতা রাখে এবং আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, পারমাণবিক যুদ্ধে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিও আছে। ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ উস্কানিমূলক বা অন্তত যাকে ফিলিস্তিনি দার্শনিক আজমি বিশারা (২০২২) 'যুদ্ধের রাস্তা এড়াতে না পারার দৃঢ় সংকল্প' বলেছেন। তবুও, একটি দেশের ওপর এই ক্ষিপ্ত আক্রমণ এবং এর সার্বভৌমত্বের ওপর একতরফা পদক্ষেপকে সমর্থন করা যায় না। আর্ন্তজাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ) এই যুদ্ধের শুরুতে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক আক্রমণ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি বিবৃতি[১] প্রকাশ করেছে । আইএসএ'র জন্য এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য, যুদ্ধ কখনই গ্রহণযোগ্য সমাধান নয় এবং আমরা যে সকল মূল্যবোধকে সমর্থন করি তার বিরুদ্ধে। আইএসএ ইউক্রেনীয় সমাজ বিজ্ঞানী, রাশিয়ান ফেডারেশন এবং বেলারুশ সহ অন্যত্র আমাদের সহকর্মী; যারা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার্থে কথা বলেছে তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে[২]।

> পুতিনের সাম্রাজ্যবাদী প্যারাডাইম

পুতিনের রাশিয়া ক্রমাগতভাবে উদার গণতান্ত্রিক আদর্শকে ক্ষুণ্ন করছে যা মানবতা দীর্ঘদিন ধরে বিকাশ করছে। ২০০০ সাল থেকে পুতিন কেবল কার্যকরভাবে ক্ষমতায়ই নয়; তিনি অন্যান্য দেশের (জর্জিয়া, সিরিয়া, ইউক্রেন ইত্যাদি) গণতন্ত্রীকরণের যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আংশিকভাবে আমেরিকার একতরফা ক্ষমতা প্রদর্শনের কিছু অনুকরণ করেছেন (যেমন, ইরাক আক্রমণ), কিন্তু পার্থক্য হলো ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের শাসন ছিল প্রকৃতপক্ষে একনায়কতান্ত্রিক। ইউক্রেন একটি গণতান্ত্রিক দেশ। যদিও, ন্যাটোতে যোগদান নিয়ে দেশটি দ্বিধাবিভক্ত। সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে, অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা ইইউতে যোগদানের পক্ষে আর মাত্র ৪০% থেকে ৫০% ন্যাটোতে যোগদানের পক্ষে (বিশারা ২০২২)। এই দ্বিপক্ষীয় অবস্থানটি বুদ্ধিমানের কারণ এটি রাশিয়ার করুণ 'মহান শক্তি জাতীয়তাবাদ'কে বিবেচনা করে; যা মূলত তিনটি ভেক্টরের ওপর নির্ভর করে: রাশিয়ান আইডেনটিটি গঠিত হয়েছে অর্থোডক্স চার্চ এবং জারদের দ্বারা; স্লাভিক জাতিসত্তা (রাশিয়া, বেলারুশ এবং ইউক্রেনকে একই স্থান মনে করে); এবং একটি নিম্নস্তরে ইউরেশিয়া (সাবেক এশিয়ান সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র এবং চীনের সঙ্গে একটি জোটের মাধ্যমে রাশিয়ার মহিমার জন্য প্রয়োজনীয়)। মার্কস ঊনবিংশ শতাব্দীর জারবাদী রাশিয়াকে ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখ করলেও, পুতিনের জনপ্রিয়তাবাদী রাশিয়া তার যুগের অর্থনৈতিক সাফল্য সত্ত্বেও, এই করুণ ভূমিকা[৩] পালন করছে। সিরিয়ায় রাশিয়ান (এবং ইরানী) যুদ্ধের সময় এটি এমন একটি ভূমিকা যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি (এবং এর মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেছি): এটি বিশ্বদর্শনের ভিত্তিতে গঠিত জাতি-রাষ্ট্রে এবং 'পরিচয়মূলক গণতন্ত্রের' বাইরে একটি 'মহান স্থান' শক্তি প্রক্ষেপণের একটি অনুশীলন যা পুতিনের (গার্হস্থ্য ও সাম্রাজ্যিক) প্যারাডাইমে (লুইস ২০২০) কার্ল শ্মিটের বিভাগগুলোকে প্রতিফলিত করে এবং রাশিয়ান দার্শনিক আলেকসান্দ্র ডুগিন তাঁর কাছে জনপ্রিয় করে তোলে।

> চারটি শিক্ষা

এই লেখায় আমি শুধু একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে নয়; মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী একজন হিসেবেও আমার বিশ্লেষণ শেয়ার করছি, এই যুদ্ধ থেকে আমরা চারটি শিক্ষা নিতে পারি।

প্রথমত; ইউরো-আমেরিকান আর্ন্তজাতিক সম্পর্কের ডিসকোর্স এবং এর অনুশীলনে দুইটি মানদণ্ড রয়েছে। গ্লোবাল সাউথ-এ, প্রতিরোধ, বয়কট এবং সংহতি যোদ্ধাদের মতো শব্দগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে; যখন ইউক্রেনের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার সময় এই একই পদগুলোর একটি ইতিবাচক অর্থ রয়েছে। ইসরায়েলি সোসিওলজি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট লেভ গ্রিনবার্গ[৪] স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, 'এটা কিভাবে সম্ভব যে ইসরায়েল ৫৫ বছর ধরে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সামরিক দখলদার চালাচ্ছে যা আর্ন্তজাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, তবুও কোনো পশ্চিমা দেশ এটার বিরুদ্ধে কখনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি?' একই ভাবে, যখন কিছু পশ্চিমা দেশে ফিলিস্তিনিদের বয়কট, বিতাড়ন এবং নিষেধাজ্ঞা (বিডিএস) আন্দোলনকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করেছে; তখনই অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়ান পণ্ডিতদের সম্পূর্ণ বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত; এটা কিভাবে হয় যে, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের যুদ্ধের বর্বরতা ইউক্রেন যুদ্ধের মতো একই ইউরো-আমেরিকান প্রতিক্রিয়া পায়নি? সিরিয়ায় বেড়ে উঠা একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে আমার জীবনকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করাতে পারি। তাদের মধ্যে একটি হলো আমার জীবনকে এমন একটি অঞ্চলের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাপন করেছি; যেখানে কেবল অল্প সময়ের শান্তি রয়েছে যা ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ; ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ইসরায়েলি যুদ্ধ দ্বিতীয় ইন্তিফাদা, ২০০০-২০০৫; ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০২১ সালে গাজায় ইসরায়েলি যুদ্ধ; ১৯৮২, ২০০৬ সালে লেবাননে ইসরায়েলি যুদ্ধ; ১৯৮০-৮৮ সালে ইরাকি-ইরানি যুদ্ধ; কুয়েত আক্রমণ, ১৯৯১; ১৯৯১, ২০০৩ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ; সিরিয়া যুদ্ধ, ২০১১-বর্তমান; ইয়েমেনে যুদ্ধ, ২০১৪-বর্তমান; এবং লিবিয়া যুদ্ধ, ২০১৪-২০২০। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলোতে ইউক্রেনের তুলনায় ব্যাপক ধ্বংস, দুর্ভোগ,

>>

বাস্তুচ্যুতি এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে। পশ্চিমা শক্তিগুলো স্থিতিশীলতার নামে এবং অর্থনৈতিক কারণে ঔপনিবেশিক শক্তি (ইসরায়েল) বা স্বৈরশাসকদের (উপসাগরীয় অঞ্চল ও মিশর) সমর্থন করার জন্য প্রায়শই অল্প প্রতিক্রিয়া জানায় এবং তা অব্যাহত রাখে।

তৃতীয়ত; কিছু উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচকের মতে, ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদ বা বর্তমান ইউরো-আমেরিকান নব্য ঔপনিবেশিকতা অন্যান্য উদীয়মান সাম্রাজ্যের প্রভাব এবং আনুগত্যের স্থানগুলোকে জয় করার ক্ষেত্রে নৃশংসতার মাত্রা দেখতে অক্ষম হয়েছে। রাশিয়া, ইরান, ইসরায়েল, তুরস্ক এবং উপসাগরীয় রাজতন্ত্রগুলো মধ্যপ্রাচ্যে পরিচালিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্য; যাদের কিছু সামরিক পদক্ষেপ ঔপনিবেশিকতা, দুর্দশা এবং কর্তৃত্ববাদের জন্ম দিয়েছে। এই বিষয়ে, লরা ডয়েলের 'আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদ' ধারণাটি সহায়ক। কারণ, তিনি দেখিয়েছেন যে, আমাদের সাম্রাজ্যগুলো শুধু ধারাবাহিকভাবে নয় বরং প্রায়শই তারা সমান্তরালভাবে কাজ করে যা 'সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের পারস্পরিক উৎপাদিত, অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইন্টারেক্টিভ রাজনীতি কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত এবং বিদ্রুপাত্মক প্রভাব তৈরি করে।' (ডয়েল, ২০১৪) এইভাবে, বহু-ভেক্টর গতিবিদ্যা বা রাইজোম্যাটিক সাম্রাজ্যে কেবল লহরী প্রভাব নেই; তবে, তারা প্রায়শই সহিংসভাবে ইন্টারেক্টিভ, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অবস্থিত এবং কৌশলগতভাবে অনুসরণ করা হয়।

চতুর্থত; রাশিয়ান বা বেলরুশিয়ানদের একাডেমিয়ায় সম্পূর্ণ বয়কটের আহ্বান একাডেমিয়া যে মূল্যবোধের প্রচার করতে চায় তার বিরুদ্ধ। ঔপনিবেশিক বা কর্তৃত্ববাদী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন যেকোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বয়কট করার নৈতিক বাধ্যবাধকতায় আমি বিশ্বাস করি কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। সংঘাতের বিভিন্ন পন্থা ে শোনার জন্য এবং জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে খোলামেলা ও সক্রিয় কথোপকথনের উন্নীত করার জন্য তাদের সাথে অলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হলো উদার গণতান্ত্রিক আদর্শ যাদের আছে; শুধু তাদের সমর্থন করাই যথেষ্ট নয়, আমাদের একাডেমিয়ায় যারা এই আদর্শগুলোকে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাদের মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এবং একটি সংবেদনশীল, নৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল তৈরি এবং প্রচার করতে মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করতে হবে। একটি রেডিক্যাল সমালোচনামূলক সামাজিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমি এমন একটি সমালোচনামূলক অবস্থানের জন্য আহ্বান জানাই যা, ক্ষমতার সমালোচনা করার সময়, একই সঙ্গে যার এটি সমালোচনা করে; সেই শক্তিগুলোর সঙ্গেও একটি সংলাপের দ্বার খুলতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, একাডেমিক বক্তৃতা বুদ্ধিবৃত্তিক সততা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত কিছু নিয়মের সঙ্গে করা উচিত। এই দায়িত্ব যা প্রচার, উসকানি, অন্যের সংস্কৃতিকে নিন্দা এবং ঘৃণাত্মক বক্তৃতাকে প্রতিরোধ করে এবং একাডেমিক স্বাধীনতাকে সাধারণ মত প্রকাশের স্বাধীনতার চেয়ে আরও সূক্ষ্ম করে তোলে। একাডেমিয়ার ভূমিকা হলো বন্ধু ও শত্রুর শ্মিটিয়ান ধারণা থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করা-যেখানে জোটের চূড়ান্ত মাত্রা হলো নিজের দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে লড়াই করে মারা যাওয়ার ইচ্ছা; এবং বিচ্ছিন্নতার সর্বোচ্চ মাত্রা হলো যারা একটি শত্রু দলের সদস্য; তাদের হত্যা করার ইচ্ছা। আমি ইতিহাসবিদ অমিত ভার্শিজকির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, রাজনৈতিক উদারতাবাদ যদি টিকে থাকতে চায়, তবে এটিকে তার প্রতিপক্ষ সমালোচকদের ধারণাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের ঘৃণ্যভবে বাদ দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান দার্শনিক আর্নস্ট ক্যাসিরার যা লিখেছিলেন তা তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন : 'শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে তাকে অবশ্যই চিনতে হবে। এটি একটি সঠিক কৌশলের প্রথম নীতিগুলোর মধ্যে একটি। তাকে জানা মানে শুধু তার ত্রুটি-বিচ্যুতি জানা নয়; এর অর্থ তার শক্তি সর্ম্পকেও জানা। আমরা সকলেই এই শক্তিকে দূর্বলভাবে মূল্যায়ন করতে দায়বদ্ধ। [...] আমাদের রাজনৈতিক মিথের উৎস, গঠন, পদ্ধতি এবং কৌশলগুলো যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করা উচিত। প্রতিপক্ষকে কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় তা জানার জন্য আমাদের মুখোমুখি হওয়া উচিত[৫]।'

> উপসংহার : সংহতির মাত্রা বাড়ানো

পরিশেষে, দৃঢ়ভাবে সামাজিক যন্ত্রণার মোকাবেলায় আত্মীয়, প্রতিবেশী, জাতি এবং সামগ্রিকভাবে মানবতার প্রতি বিভিন্ন স্তরের সংহতি তৈরি করার জন্য এবং সামাজিক ভালোবাসার জন্য আমাদের সহজাত মৌসিয়ান উপহারের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবিক নৈতিক যুক্তি অনুশীলন করতে হবে। যদিও আমাদের সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত সংহতির সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ, অর্থাৎ এই মানবতার প্রতি এবং যাকে জান-ক্রিস্টোফ হেইলিংগার (২০১৯) 'কসমোপলিটান বাধ্যবাধকতা' বলেছেন; আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইউক্রেনের যুদ্ধের পরিণতির প্রতি ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে সংহতির একটি স্তর প্রদর্শন করে যা সাংস্কৃতিক, ইহুদি-খ্রিস্টান সখ্য এবং শেষ পর্যন্ত মহাজাগতিক ব্যক্তিদের বিপরীতে জাতীয়তাবাদী পরিচয় দ্বারা অনেক বেশি প্রজ্বলিত হয়। শরণার্থীদের প্রতি ভিন্নতামূলক আচরণ, যেমন সিরিয়ান, আফগানি এবং আফ্রিকান শরণার্থীদের ইউক্রেনীয়দের তুলনায় কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা নিয়ে আমরা একাডেমিক কাজের পাশাপাশি মূলধারা এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সমালোচনা শুনেছি তার কিছুটা গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমি এটিকে সামনে নিয়ে এসেছি। এই ভিন্ন নৈতিক যুক্তিগুলোকেও স্বীকার করা উচিত যা যেকোনো সরলীকরণকে অগ্রাহ্য করে যেমন শুধু জাতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে ডিফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্টের দিকে তাকানো অথবা এটিকে বিশুদ্ধ বর্ণবাদের[৬] প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা। এই কথা বলে, পশ্চিমা পণ্ডিতদেরও আরব বা মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় সখ্য মেনে নিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং এটিকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিপজ্জনক সাম্প্রদায়িক অনুভূতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : সারি হানাফি : <sh41@aub.edu.lb>

তথ্যসূত্রঃ

Bishara, A (2022) "Russia, Ukraine and NATO: Reflections on the Determination to Not Avoid the Road to War." The Arab Center for Research and Policy Studies.

Doyle, L (2014) "Inter-Imperiality: Dialectics in a Postcolonial World History." Interventions 16(2): 159–96.

Heilinger, J-C (2019) Cosmopolitan Responsibility: Global Injustice, Relational Equality, and Individual. Berlin ; Boston: de Gruyter.

Lewis, DG (2020) Russia's New Authoritarianism: Putin and the Politics of Order. First edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.

১. https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/isa-human-rights-committee/isa-statement-on-the-russian-military-offensive-happening-in-ukraine.

২. এছাড়া আইএসএ তার ওয়েবসাইটে ইউক্রেনীয় সমাজতাত্ত্বিক সমিতিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (জাতীয় সমজতাত্ত্বিক সমিতি ও গবেষণা কমিটি এবং অন্যান্য একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন) যুদ্ধ-বিরোধী বিবৃতির একটি তালিকা যুক্ত করেছে।

৩. https://litci.org/en/once-again-bastion-of-reaction/.

৪. https://www.972mag.com/ukraine-lebanon-russia-israel/?fbclid=IwAR0Qq6eemWkOmPJPfjzlPOl5VAeOmCppHmYQUKew7RwXHO1vDjZ6LDxttss.

৫. https://www.haaretz.com/world-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-to-understand-putin-you-first-need-to-get-inside-aleksandr-dugin-s-head-1.10682008.

৬. অবশ্যই এইরকমের কিছু সমালোচনার বৈধতা আছে। উদাহরণসরূপ দেখুনঃ এইচ. এ. হেলিয়ারের প্রবন্ধ "Coverage of Ukraine has exposed long-standing racist biases in Western media" https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/02/28/ukraine-coverage-media-racist-biases/.

> পুঁজিবাদ ও বৈশ্বিক অসমতা

উইলিয়াম আই. রবিনসন, ইউনির্ভাসিটি অব ক্যালিফর্নিয়া, সান্তা বারবারা, ইউএসএ।

ঘানার একটি শহুরে পরিবেশে রাস্তার দৃশ্য যেখানে দারিদ্র্য সর্বব্যাপী।
কৃতজ্ঞতাঃ জেনা/ফ্লিকার, ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অক্সফামের মতে, ২০১৮ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১% মানুষ বিশ্বের সম্পদের ৫২% অর্জন করেছে এবং শীর্ষ ২০% ধনী পুরো সম্পদের ৯৫% অর্জন করেছে আর বাকি ৮০% মানুষ, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরা মাত্র ৫% সম্পদ অর্জন করেছে। অক্সফাম রিপোর্ট প্রকাশের সময় যদি এই অসমতাগুলো শঙ্কা হিসাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে তা পরের বছরগুলোতে আরও তীব্রতর ছিলো বলে ধরে নেওয়া যায়। ২০২১ সালে অক্সফামের একটি ফলো-আপ রিপোর্ট অনুসারে করোনা ভাইরাস মহামারীর প্রথম ছয় মাসে, বিশ্বব্যাপী ধনীরা তাঁদের সম্পদের পরিমাণ ১০ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়িয়েছে, যখন বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই সংক্রামণের সময় এই অসমতার মাত্রাটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

> পুঁজিবাদী আগ্রাসন ও অসম উন্নয়ন

র‍্যাডিক্যাল সমাজবিজ্ঞানী যারা এই ধরনের বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করেন; তাঁরা দেখেন যে, দেশের প্রশাসন ব্যবস্থার বিপরীতে এই ধরনের সামাজিক মেরুকরণ পুঁজিবাদে অন্তর্নিহিত রয়েছে। কারণ, এই পুঁজিবাদী শ্রেণিই সম্পদ তৈরির উপায়সমূহের মালিক এবং এখান থেকে যতটা সম্ভব মুনাফা তৈরি করে যা সমাজ কর্তৃক সামষ্টিকভাবে উৎপাদিত সম্পদের থেকেও পরিমাণে বেশি। সমাজবিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করে যে, পুঁজি অর্জনের নতুন পন্থা অনুসন্ধানে (মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য) সিস্টেমটি তার অস্তিত্বের ৫০০-এর বেশি বছর ধরে ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে। ঔপনিবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও অতি সম্প্রতি বিশ্বায়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদ তার মূল উৎপত্তিস্থল পশ্চিম ইউরোপ থেকে সরে এসে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করা শুরু করেছে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এমন কোনো জাতি বা এমন মানুষ আর ছিলো না; যা এই পুঁজিবাদী সিস্টেমের বাইরে ছিলো।

>>

সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অসমতার দু'টি অন্তর্নিহিত রূপ তৈরি করে। একটি বিশ্বব্যাপী ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অসমতা অর্থাৎ মানুষে মানুষে অসমতা যেমনটি অক্সফাম তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। অন্যটি হলো জনগণকে বিশ্বের ধনী এবং দরিদ্র দেশে অনুযায়ী বিন্যস্ত করা বা দেশগুলোর মধ্যে অসমতা তৈরি করা। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, কঙ্গোতে গড় বার্ষিক আয় দাঁড়ায় মাথাপিছু ৮৭৮৫; যেখানে বেলজিয়ামে দাঁড়িয়েছে ৮৪৭,৪০০ যারা নাকি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কঙ্গোকে উপনিবেশ করেছিল। আভিধানিক অর্থে, ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং জাপানের দেশগুলোকে নিয়ে 'প্রথম বিশ্ব' কেন্দ্র অন্যদিকে বহু শতাব্দী ধরে উপনিবেশবাদের শিকার এবং কেন্দ্র দেশগুলোর আধিপত্যের শিকার হওয়া ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার অঞ্চলগুলো নিয়ে 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে বিশ্বকে মেরুকরণ করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষাবিদ এবং পণ্ডিতরা সাবেক 'তৃতীয় বিশ্ব'কে 'গ্লোবাল সাউথ' এবং সাবেক প্রথম বিশ্বকে 'গ্লোবাল নর্থ' বলে উল্লেখ করেছেন।

কার্ল মার্ক্সের পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ ও বলশেভিক বিপ্লবের নেতা ভি.আই. লেনিন ও তাঁর সময়কার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কর্তৃক প্রণীত সাম্রাজ্যবাদের ধ্রুপদী তত্ত্বের ওপর ভর করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের র‍্যাডিক্যাল রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিদগণ নির্ভরতা, বিশ্ব-ব্যবস্থা এবং অনুন্নয়নের নতুন তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, ঔপনিবেশিকতা বিশ্ব অর্থনীতিকে এমনভাবে সজ্জিত করেছিল যে পেরিফেরিতে উৎপাদিত সম্পদ পুনরায় কেন্দ্রে ফিরে আসে যার ফলে পেরিফেরিতে দরিদ্রতা আর কেন্দ্র দেশগুলো আরো বিত্তশালী হতে থাকে। এটি গ্লোবাল সাউথ এবং গ্লোবাল নর্থের মধ্যকার অসমতাকে ব্যাখ্যা করে। তারা যুক্তি দিয়েছিল, এভাবে বিশ্বে পুঁজি অসমভাবে জমা হয় এবং কিছু মানুষকে উন্নত এবং বাকিদেরকে অনুন্নত করে।

> বৈশ্বিক অসমতার পরিবর্তিত ধরন

যাই হোক, শতাব্দীর শুরুতে, বেশ কয়েকটি নতুন ধারনা জনগণ ও দেশগুলোর এমন সহজ বিভাজনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রথমত; পূর্ববর্তী তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশ বিশেষকরে; পূর্ব এশিয়ার কিছু দেশ, শিল্পোন্নত হয়ে ওঠে এবং অর্থনৈতিক সহযোগী ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) -এর মতো ধনী দেশের ক্লাবে যোগ দেয়। দ্বিতীয়ত; এমনকি দরিদ্রতম দেশগুলোতেও শক্তিশালী পুঁজিবাদী শ্রেণি এবং উল্লেখযোগ্য উচ্চ ভোগকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে যা বিশ্ব ভোক্তা সংস্কৃতির সঙ্গে একীভূত হয়েছে। এবং তৃতীয়ত; ঐতিহ্যগতভাবে ধনী দেশগুলোতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যে শ্রমিকশ্রেণি সমৃদ্ধি দেখেছিল, তাঁরা সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের ফলে দ্রুত নিম্নমুখী পতন, আর্থ-সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং তাঁদের একসময়ের আরামদায়ক জীবনযাত্রার মানের অবনমন অনুভব করেছে। এটাকে কিছু সমাজবিজ্ঞানী এই শ্রমিক শ্রেণির 'তৃতীয় বিশ্ব অন্তর্ভুক্তিকায়ণ' বলেছেন।

সুইস ব্যাংক ইউবিএস একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে বিশ্বের বেশিরভাগ বিলিয়নেয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে। তবে দ্রুত-ধনী হওয়া লোকের সংখ্যা এশিয়াতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ধনকুবেরদের সংখ্যার তালিকায় প্রথম পাঁচের মধ্যে অন্যতম হলো চীন যেখানে প্রতি সপ্তাহে সেখানে দুইজন নতুন বিলিয়নিয়ার তৈরি হচ্ছে। ব্রাজিলীয়, মেক্সিকান, ভারতীয়, সৌদি, মিশরীয় এবং অন্যান্য পুঁজিপতি যাদেরকে আমি বহুজাতিক পুঁজিবাদী শ্রেণি বলে আখ্যায়িত করেছি; তারা এখন বিশ্ব অর্থনীতিতে ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। ফোর্বসের আরেকটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্য জায়গার তুলনায় সাবেক তৃতীয় বিশ্বের অতি ধনীদের মধ্যে সম্পদ দ্রুত বাড়ছে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে '২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে, বাংলাদেশে অতি-ধনী ক্লাব ১৭.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে', । 'একই সময়ের মধ্যে, চীনের বৃদ্ধি ছিল ১৩.৪% যখন ভিয়েতনামে তা ১২.৭% ছিল। কেনিয়া এবং ভারতে যথাক্রমে ১১.৭% এবং ১০.৭% দ্বি-অঙ্কের বৃদ্ধি রেকর্ড হয়েছে'।

কেউ কেউ এই প্রবণতাগুলোর ওপর ভিত্তি করে যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন যে, ভৌগলিক অঞ্চল বা ভূখণ্ড প্রেক্ষিতের মাধ্যমে গ্লোবাল নর্থ এবং গ্লোবাল সাউথকে কম ব্যাখ্যা করা এবং বহুজাতিক মানব সম্প্রদায় প্রেক্ষিতে বরং ব্যাখ্যা করাটা বেশি গ্রহণযোগ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, গ্লোবাল সাউথ প্রাক্তন তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগণের পাশাপাশি প্রতীকীভাবে বিশ্বের ধনী অঞ্চলের দরিদ্র এবং বঞ্চিত লোকদেরও বোঝায়। অন্যদিকে গ্লোবাল নর্থ বলতে ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রগুলোকে বোঝায় যা এখন প্রথাগত ধনী দেশগুলোতে অসমভাবে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ও সমগ্র বিশ্বের ধনী ও ক্ষমতাবান যারা ক্ষমতার এই কেন্দ্রগুলোকে টিকিয়ে রাখে, পরিচালনা করে এবং ব্যবহার করে। যখন সমাজবিজ্ঞানীরা এই বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন। একটা বিষয় পরিষ্কার যে, কোনো সামাজিক ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বিশ্বের দরিদ্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে সম্পদের আমূল পুনর্বন্টন প্রয়োজন। এবং এটি আমরা চাই বা না চাই, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় থাকা শক্তিগুলোর সঙ্গে একটি মুখোমুখী অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ আন্তর্জাতিক কর্পোরেট এলিট যারা বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে –অক্সফাম রিপোর্ট অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত এক শতাংশ মানুষ -এঁরা তাঁদের সম্পদ এবং ক্ষমতার প্রতি যেকোনো চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
উইলিয়াম আই. রবিনসন :<w.i.robinson1@gmail.com>

> ল্যাটিন আমেরিকায় প্লাটফর্ম পুঁজিবাদ

প্যাট্রিসিয়া ভেন্ট্রেসি, শ্রম অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র (সিইআইএল–সিওএনআইসিইটি), বুয়েনস আইরেস বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা।

উরুগুয়ের একজন অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী। খাদ্য বিতরণ পরিষেবাগুলি আধুনিকায়ন ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সংযোগের একটি বিশেষ উদাহরণ। কৃতজ্ঞতাঃ টেড ম্যাকগ্রাথ/ফ্লিকার, ক্রিয়েটিভ কমন্স

প্রযুক্তিগত কর্পোরেশনসমূহের অবাক করা প্রবৃদ্ধি যা কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে দ্রুতগতিতে বেড়েছে, ল্যাটিন আমেরিকায় প্ল্যাটফর্ম পুঁজিবাদের বিকাশকে প্রশস্ত করেছে এবং বৈশ্বিক দক্ষিণে (গ্লোবাল সাউথ) পুঁজি, শ্রম এবং তাদের পরিব্যক্তি বিষয়ক নানা বিতর্ক ও ঘটনাকে গভীরতর করেছে।

> ডিজিটাল মেধাতন্ত্র ও 'উন্নয়নের উল্লম্ফন'

এ অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশে–আর্জেন্টিনা এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ–একটি সুসংহত গণ আলাপ (পাবলিক ডিসকোর্স) জারী আছে যা এমন একটি ধারণাকে সমর্থন দেয় যে 'জ্ঞানের অর্থনীতি' বহু আকাঙ্ক্ষিত 'উন্নয়নের উল্লম্ফন' অর্জনের জন্য এবং আন্তর্জাতিক কাঠামোতে একটি নতুন স্থান পেতে এক ঐতিহাসিক সুযোগ প্রদান করে। এ অঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু দেশের–আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো–বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিকতা আছে এমন ডিজিটাল কর্পোরেশন (যেগুলোকে ইউনিকর্ণ বলা হয়। কেননা, এরা আমেরিকান স্টক মার্কেটে হাজার মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যবসা করে) তৈরি করার ক্ষমতা আছে এবং এটিই এ আখ্যানের ভিত্তি।

>>

তদুপরি এই গুণগত উল্লম্ফনের নেতৃত্ব দেবে একটি নতুন অভিজাত উদ্যোক্তা শ্রেণি; যারা ক্যালিফোর্নিয়ার চেতনায় সামাজিকীকৃত, যা স্থানীয় ও বনিয়াদি অলিগার্কির (যারা প্রধানত কৃষি-ব্যবসায়ের সাথে এবং অল্প পরিমাণে ভারী পুঁজিবাদের কিছু মৌলিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত) বিরোধী। তরুণ নেতাদের এ নতুন অংশ একটি বৈশ্বিক কারবার ও চেতনা দ্বারা চালিত এবং এ কালের প্রভাবশালী ভাষায় অভ্যস্ত। এরা নিজেদেরকে বনিয়াদি 'জাতীয় বুর্জোয়াদের' বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে যারা রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির ওপর চিরকাল নির্ভরশীল এক অভিজাত শ্রেণি এবং প্রতিযোগিতায় অনাগ্রহী, প্রাদেশিক, রক্ষণশীল, অত্যধিক অনমনীয় এবং সর্বদা সামান্য সেকেলে।

এইভাবে, শুম্পেটারিয়ান অর্থনীতির স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত ডিজিটাল মেধাতন্ত্রের জাদুতে এই অক্ষাংশে অবতরণ করতে পারে। ডিজিটাল অর্থনীতির ইকোসিস্টেম পুরানো রেন্ট-ভিত্তিক অলিগার্কিকে পরাস্ত করে। স্টার্টআপ এবং ইউনিকর্ণ হলো পুঁজিবাদী অগ্রগতির নতুন নাম যা আমাদের মত প্রান্তিক দেশগুলোর জন্য কাম্য।

> দ্বিমুখী ভবিষ্যত : ডিজিটালাইজেশন এবং অনিশ্চয়তা

যাই হোক, এ অঞ্চলে এ ধরনের ব্যবসার দ্রুত কিন্তু এখনও জায়মান বিকাশ একটি খণ্ডিত এবং বিপরীত বাস্তবতা তুলে ধরে অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশন এবং অনিশ্চয়তার মধ্যকার আন্তঃসংযোগ প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতি বিকাশের একটি বস্তুগত ভিত্তি। সামাজিক দ্বৈততার গভীরতার দিকে এই পরিবর্তন, অন্য স্তরে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো শ্রমের জগতে যে পুনর্বিন্যাস তৈরি করেছেতা স্পষ্ট। বর্তমানে, এই অঞ্চলে 'কাজের ভবিষ্যত' বিষয়ক বিতর্কে দু'টি দৃশ্যত বিপরীত ধারণার আধিপত্য দেখা যায়। একদিকে, সফটওয়্যার শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নতুন চাকরির পরিশীলিততা এবং অন্যদিকে, প্লাটফর্মের কর্মীদের অতি-অনিশ্চিয়তা যারা অ্যাপের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে (উবার,গ্লোভো, রাপ্পি ড্রাইভার, গার্হস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি)। একদিকে, পিরামিডের শীর্ষে আছে অত্যন্ত যোগ্য কর্মী, এমনকি ডলারে তাদের বেতন বিবেচনা করলে তারা উল্লেখযোগ্যভাবে সস্তা হলেও। মূলত; তাদের কাজের জন্য (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েব ডিজাইনার, তথ্য বিজ্ঞানী, সিস্টেম বিশ্লেষক) কর্মীর অভাবের কারণে তারা স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কাজের পরিবেশ উপভোগ করে। এই ঘাটতি স্থানীয় কোম্পানিগুলোর জন্য মূল সমস্যা তৈরি করে; যাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কর্মী প্রয়োজন। বিপরীত দিকে, ছোট চাকুরীর চরম অস্থিরতা কর্মসম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং চরম নমনী-য়তার মডেলের একীকরণ বোঝায়; যা কিছু দেশে যেমন আর্জেন্টিনা; কাজের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অর্জনের মোক্ষম বিনির্মাণকে বোঝায়। এভাবে, কাজের প্ল্যাটফর্মাইজেশনের প্রসার শ্রমবাজারে অতি মাত্রার অনানুষ্ঠানিকতার দানা বাঁধার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে; যেখানে অভিনবত্ব হলো এই নতুন ধরনের 'স্বতন্ত্র' চাকরিগুলো।

> যুগান্তকারী বয়ান : শিল্প উদ্যোগ

প্রতীকী ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে একটি পথনির্দেশক সুত্র এই সব বস্তুগতভাবে দূরবর্তী দিকগুলোকে সংযুক্ত করে শিল্প উদ্যোগের বয়ান। এটি বহুলাংশে কর্পোরেট ভিত্তির একটি প্রতীকী নির্মাণ যা এক ধরনের অফিসিয়াল মতাদর্শে পরিণত হয়েছে; যার মধ্যে প্ল্যাটফর্ম কোম্পানিগুলো হচ্ছে সেরা এবং সবচেয়ে দক্ষ অবতার। এটি সামাজিক শর্তাবলি থেকে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতার মোহের তাড়নায় এবং স্বাধীনতা, সাহসিকতা, উদ্ভাবন, স্বশাসন, ঝুঁকি এবং অতি-উৎপাদনশীলতার বিস্তৃত ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি অতি-স্বতন্ত্র নাগরিকের অবয়বে মেধার যথার্থতা প্রতিপন্ন করে। এই বয়ানের কৌশলে এ অঞ্চলের বৃহৎ প্রযুক্তিগত কর্পোরেশনগুলো এমন একটি হাতিয়ার খুঁজে পেয়েছে যেটি তাদের স্বার্থের জন্য সহায়ক একটি কাণ্ডজ্ঞান নির্মাণে অত্যন্তদক্ষ, যা সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে দূরবর্তী সেক্টরগুলোর বিশ্বদর্শনকে প্রবলভাবে প্রসারিত করে। ল্যাটিন আমেরিকার বর্তমান গভীর সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে, শিল্পউদ্যোগ তার টেকনো-লিবারেল-ডিজিটাল চেতনার আলোকে মৃত নব্যউদারতাবাদকে, যা স্পষ্টতই ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ক্ষয়িষ্ণু, বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য কাজ করে।

ন্যূনতম সামাজিক সহায়তা ধসে যাওয়ার এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রগুলোর, এমনকি প্রান্তিক পুঁজিবাদের 'ব্যর্থ' রাষ্ট্রগুলোর আরও বেশি, দুর্বলতার প্রেক্ষিতে কর্পোরেশনগুলোর অপ্রত্যাশিত পুঁজির কেন্দ্রীভবনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলত; বাজারের স্বাধীনতার একটি বিকীর্ণ ধারণার বিরক্তিকর যথার্থতা প্রতিপন্নের মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য প্যারাডক্স তৈরি হয়েছে। শিল্প উদ্যোগ বিষয়ক বয়ানের ক্রিয়াকলাপ নিত্যদিনের সয়ে যাওয়া অস্থিরতার বেদনাকে ঝুঁকির দাওয়াইয়ে এবং চরম দুর্দশাকে অনুমিত ব্যক্তিগত সুযোগে রূপান্তর করতে চায়। 'ক্ষমতায়ন' নিয়ে এই জুয়া, অবশেষে সামাজিক ক্লেশের বেসরকারীকরণে ও নিঃস্ব বস্তুগত অবস্থা এবং অতি-উৎপাদনশীলতার অপূর্ণ আদেশে দ্বিগুণ কবলিত ব্যক্তির ওপর উচ্চ মাত্রার দোষারোপে বিবর্তিত হয়।

এই নতুন সামাজিক রূপরেখার প্রসার আমাদের সময়ের বড় চ্যালেঞ্জে নতুন জটিলতা যোগ করেছে যা কাণ্ডজ্ঞান এবং যৌথ সংগঠনের নতুন দিগন্ত সৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়। প্রতিরোধের প্রধান চরিত্র তথা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সাম-াজিক আন্দোলন এই চ্যালেঞ্জের প্রধান এজেন্ট কিন্তু তাদের সম্ভাবনা যা একটি সংকটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; নির্ভর করছে সেকেলে বা পুরোনো ধ্যানধারণা নির্ভর যুক্তি বিনির্মাণ করার এবং যৌথ স্বরূপকে নতুনরূপে (যা বিদ্যমান দ্বিধা মোকাবেলায় সমকক্ষ) উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতার ওপর। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
প্যাট্রিসিয়া ভেন্ট্রিসি : <patriciaventrici@gmail.com>

> আন্তঃপুঁজি ব্যবস্থা : আণবিক এবং জৈব শ্রেণি

ইস্তেবান টরেস, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব করদোবা-কনিসেট, আর্জেন্টিনা।

সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ব্যাখ্যা করার জন্য world appropriation game (WAG)-এর ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন–যা একই সঙ্গে বিশ্ব সমাজের[১] জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে। আমি WAG ev world power game -কে সংজ্ঞায়িত করতে পারি, মিথস্ক্রিয়ার পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র হিসাবে যা ছয়টি ঐতিহাসিক ব্যবস্থার সমন্বিত আকার ধারণ করেছে। যথা : পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাতিগত ব্যবস্থা, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। উনিশ শতক থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশ্ব সমাজের কেন্দ্রীয় বস্তুগত রূপ ধারণ করেছে। সরল ভাষায় এই কেন্দ্রীয় বস্তুগত রূপ ধারণই পুঁজিবাদকে প্রভাবশালী সিস্টেম হিসেবে গড়ে তোলে।

WAG-এর বিবর্তনের ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীয় রূপান্তর ঘটেছে তা হলো একটি নতুন বিশ্ব শ্রেণি কাঠামো প্রতিষ্ঠা। মার্কস এবং ওয়েবারের মতে, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথম ইউরোপীয় শিল্প অঞ্চলগুলোর দলীয়করণের ফলে সামাজিক শ্রেণির বিষয়গুলোর মধ্যে খুব কমই সম্পর্ক ছিল। যদি মার্কসীয় শ্রেণি কাঠামোর মূলে পুঁজিবাদী এবং শ্রমিক শ্রেণির একটি সরলীকৃত বৈরী সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়। তবে, প্রাথমিকভাবে আজকের বিশ্ব শ্রেণি কাঠামো আণবিক এবং জৈব শ্রেণির মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যদি উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা লাভের উপায় হয় পূর্বের ঝুঁকির মুখে পড়া ব্যবস্থা; তবে তা প্রথম আয়ের উৎস হিসেবে পরবর্তী কাঠোমোকে নির্ধারণ করে।

> আণবিক শ্রেণি

আণবিক শ্রেণিকে ব্যক্তির নির্ভরতা এবং অর্থনৈতিক বিস্তৃতি একটি দশা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে প্রাথমিকভাবে যা তাঁর আয় কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট। আণবিক শ্রেণির বিষয় ব্যক্তি কেন্দ্রিক, গোষ্ঠী কেন্দ্রিক নয়। অন্তত বিংশ শতাব্দীর পর থেকে বিশ্বের প্রতিটি জাতির কাঠামো আণবিক শ্রেণি কাঠামো দ্বারা গঠিত হয়েছে।

বাহ্যিক গঠন অনুযায়ী চার ধরনের শ্রেণির অস্তিত্বকে আলাদা করা সম্ভব। যথা : লাভ-নির্ভর শ্রেণি (PDC), শ্রম-নির্ভর শ্রেণি(LDC), সহায়তা-নির্ভর শ্রেণি(ADC) এবং অপরাধ-নির্ভর শ্রেণি(CDC)। যেকোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট আণবিক শ্রেণিতে একজন ব্যক্তির অর্ন্তভূক্তি তাঁর আয়ের প্রধান উৎসের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। যদি আয়ের মূল উৎস পরিবর্তিত হয়, তাহলে ব্যক্তিকে 'পুনঃশ্রেণিবদ্ধ' করা হয়। ফলে, একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে শুধু একটি নির্দিষ্ট আণবিক শ্রেণির অন্তর্গত নয় বরং সেই শ্রেণির একটি নির্দিষ্ট স্তরের সদস্য হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

আয়ের পরিমাণের সঙ্গে যুক্ত অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির শ্রেণি স্তর নির্ধারিত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে, বিশ্বের জাতিগুলোর পাঁচটি শ্রেণি স্তরে ভাগ করা যায়। উপর থেকে নীচে, আমি তাঁদের সুউচ্চ, উচ্চ, মধ্য, নিম্ন এবং নিকৃষ্ট শ্রেণি বলে থাকি। সুউচ্চ শ্রেণির স্তরের একজন ব্যক্তি সুপার-এলিট, যার মধ্যে বিলিয়নিয়ারদের ক্রমবর্ধমান হার এবং নেক্কারজনক জগত। উচ্চ স্তরের অন্তর্গত ব্যক্তি ইনফ্রা-এলিট শ্রেণি। শীর্ষ শ্রেণির এই ধাপটি অভিজাত ক্ষেত্র তৈরি করে। অন্যদিকে, মধ্য, নিম্ন এবং নিকৃষ্ট শ্রেণি স্তরের ব্যক্তিরা জনমুখি ক্ষেত্র তৈরি করে। শেষ ক্ষেত্রটির গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পার্থক্য আছে।

শ্রেণিতত্ত্বের আধুনিক ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলা হয় যে, শ্রেণি কাঠামো স্তরবিন্যাসের ক্ষুদ্রতম সূচক নয়। প্রতিটি শ্রেণি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত এবং প্রতিটি স্তর হলো শ্রেণিগুলোর একটি অংশ। একটি আণবিক শ্রেণির একাধিক স্তর থাকে এবং একটি স্তর একাধিক শ্রেণিকে একটি ধারাতে আনতে পারে।

> জৈব শ্রেণি

যদি আণবিক শ্রেণি সম্পর্কগুলো প্রতিটি জাতির ব্যক্তি শ্রেণির মধ্যকার কাঠামোগত এবং মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয়, তাহলে জৈব শ্রেণি সম্পর্কগুলো বৈশ্বিক পরিসরে দেশ ও অঞ্চলের শ্রেণিগুলোর মধ্যে কাঠামোগত এবং মিথস্ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়। একটি জৈব শ্রেণি আণবিক শ্রেণির জাতীয় এবং আঞ্চলিক কাঠামোর সমতুল্য। জৈব শ্রেণি হলো একটি জাতীয় ব্যবস্থার বিষয়ভিত্তিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি দশা যা প্রাথমিকভাবে আয়ের কাঠামোর ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। জৈব শ্রেণির বিশ্ব জালের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মাধ্যমেপুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাধারণ এবং একক ধারণা থেকে আন্তঃপুঁজি ব্যবস্থার ধারণায় যাওয়া সম্ভব হয়। একইভাবে, আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা যাকে সাধারণত 'পুঁজিবাদী ব্যবস্থা' বলি তা হলো একটি মেটাসিস্টেম, অপ্রতিসম মিথস্ক্রিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি প্রক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণভাবে তার গাঠনিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলাদা কিন্তু সর্বাধিকীকরণের বিমূর্ত যুক্তিতে আলাদা নয়।

আন্তঃপুঁজি ব্যবস্থায় তিন ধরনের দৃষ্টান্তমূলক জৈব শ্রেণি রয়েছে। যথা : (i) জ্ঞান-নির্ভর শ্রেণি (তথ্যভিত্তিক পুঁজিবাদ); (ii) শিল্প-নির্ভর শ্রেণি (শিল্প পুঁজিবাদ); এবং (iii) পণ্য-নির্ভর শ্রেণি (পণ্য পুঁজিবাদ)। ফলে, দু'টি পারস্পরিক নির্ভরশীল জৈব শ্রেণির স্তরের অস্তিত্ব শনাক্ত করা সম্ভব হয়–কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তিক। একটি উপ-অঞ্চল, দেশ বা মহাদেশ এই স্তরগুলোর একটিতে অবস্থান করে। আর এই অবস্থান উক্ত দেশ বা অঞ্চলের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে যা তার অর্থনীতির আকারের ওপর নির্ভর করে।

উনিশ শতকে আন্তঃপুঁজি ব্যবস্থার বিস্তৃতির[২] (mundialization) পর থেকে KD এবং ID জৈব শ্রেণিগুলো কেন্দ্রীয় স্তরে নিজেদের পুনস্থাপন করেছে; যখন CD জৈব শ্রেণি প্রান্তিক স্তরে নিজেদের পুনঃস্থাপন করেছে। এইভাবে, দেশ

>>

"আমরা যাকে সাধারণত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলি তা হল একটি মেটাসিস্টেম, অপ্রতিসম মিথস্ক্রিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি ব্যবস্থা"

বা অঞ্চল ভিত্তিক শ্রেণি একটি জৈব শ্রেণির এবং একটি স্তরের দ্বৈত রূপ লাভ করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, জৈব শ্রেণিগুলো আণবিক শ্রেণির বৈশ্বিক ম্যাটারিয়ালিটিকে নির্ধারণ করে। এটি বোঝায় যে, প্রতিটি ব্যক্তি বা সমস্ত ব্যক্তি শ্রেণিসমূহ একটি কেন্দ্রীয় বা প্রান্তিক ব্যবস্থা থেকে পুনরায় তৈরি হয়েছে। এই ধরনের স্থানীয়করণ বস্তুগত ধারণার ও সুপ্রা-ইন্ডিভিজুয়াল বৈশিষ্টের অতিরিক্ত উৎসকে নির্দেশ করে। এইভাবে, বিশ্বে প্রতিটি শ্রেণির ব্যক্তিকে দ্বৈত বশ্যতা এবং দ্বৈত বিস্তারের মাধ্যমে রূপায়ণ করা হয়েছে, আণবিক এবং জৈব।

১৯৮০ সাল থেকে সম্প্রসারিত হওয়া সমসাময়িক বিশ্ব সমাজের বিস্তৃতির (mundialization) প্রক্রিয়াটিও আন্তঃপুঁজি ব্যবস্থার শ্রেণি কাঠামোর ক্রমবর্ধমান বিশ্বায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সম্প্রসারণের সাথে সাথে শ্রেণি বৈষম্যগুলো বিভিন্ন জাতি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থানরত ব্যক্তি শ্রেণির মধ্যকার বৈষম্যের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু এছাড়া, কেন্দ্রীয়ভাবে এই শ্রেণি বৈষম্যগুলো বিশ্ব শ্রম বিভাজনের দেশসমূহের (এবং অঞ্চলগুলির) শ্রেণিগুলোর মধ্যকার বৈষম্যকেও তুলে ধরেছে।

এটি লক্ষনীয় যে, এই নতুন পদ্ধতিতে আণবিক শ্রেণি এবং জৈব শ্রেণিগুলো ভূমিকা পালনকারী হিসাবে বিবেচিত হয় না। আধুনিক সামাজিক শ্রেণি তত্ত্ব দ্বিমত পোষণ করে যে, শ্রেণিতে কর্মের কোনো যুক্তি (logic of action) অন্তর্নিহিত নেই। ব্যক্তি শ্রেণি এবং দেশের শ্রেণি সামাজিক ভূমিকা পালনকারী নয়; তাছাড়া পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যও নেই। অন্তত বোর্ডিউ থেকে এই সামাজিক প্রপঞ্চটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যখন তারা প্রকৃতপক্ষে ভূমিকা পালন করে; তখন বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র কর্মী হয়ে উঠে এবং যখন তারা কোম্পানি, রাষ্ট্র, ট্রেড ইউনিয়ন, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদি তৈরি করে বা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে তখন তারা যৌথ কর্মী হয়ে ওঠে। এই বিশ্ব শ্রেণি কাঠামোকে বিবেচনায় না নিয়ে সামাজিক কর্মকে কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না[৩]।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : ইস্তেবান টরেস : <esteban.torres@unc.edu.ar>

১. এখানে 'বৈশ্বিক' ও 'জাগতিক'–এর মধ্যে পার্থক্যই আসল বিষয়। আমি বুঝেছি যে, বৈশ্বিক হলো সেই একক ক্ষেত্র যা বিশ্ব সমাজের প্রতিটি জাতীয় অবস্থান থেকে একটি বিস্তৃত বা প্রত্যাহারযোগ্য উপায়ে রূপায়িত। অন্যদিকে জাগতিক ক্ষেত্রটি বৈশ্বিক ক্ষেত্র থেকে তৈরি হয়। আরো স্পষ্টভাবে, জাগতিক বিষয়টি জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রের সেট থেকে তৈরি (আরো দেখুন: Torres E., "World Paradigm. A New Proposal for Sociology", Global Dialogue 11.1, https://globaldialogue.isa-sociology.org/the-world-paradigm-a-new-proposal-for-sociology/.)
২. বিশ্বায়ন থেকে সতন্ত্র একটি বিশ্ব সমাজের বিস্তৃতি।
৩. পুঁজিবাদের এই তত্ত্বটি আমার বই–দ্য ইন্টারক্যাপিটাল সিস্টেম: দ্য নিউ ইকোনমি অফ ওয়ান্ড সিস্টেম (সামনে প্রকাশিত হবে) থেকে গৃহীত।

> অসম্মানিত পুঁজিবাদ

ফেব্রিসিও মেসিএল, ভিসিটিং প্রফেসর, ফ্রেডিরিক শিলার ইউনিভার্সিটি, জেনা, জার্মানি

পুঁজিবাদকে বোঝা একটি সহজ ব্যাপার নয়। এর সুনির্দিষ্ট কারণ হচ্ছে, এটা একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটি জীবনযাত্রা প্রণালী যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। বিংশ শতাব্দী ধরে অনেক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল পুঁজিবাদের ধাপসমূহকে সংজ্ঞায়িত ও ভাগ করার। এখন, একবিংশ শতকে এই ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত ধরন এর কুৎসিতরূপ ইতিমধ্যে তুলে ধরেছেএবং বিশ্বে ডিজিটাল কর্মহীন শ্রেণির একটি নতুন ধরন সৃষ্টি করছে। এই প্রেক্ষাপটে, পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে যে অসমতা আছে করোনা ভাইরাস মহামারি তা শুধু স্পষ্টই করছে না; বরং তা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

আমরা কিভাবে এই অবস্থায় পৌঁছালাম তা বোঝার জন্য আমাদেরকে রাজনীতির অভিনবত্বের দ্বারা সৃষ্ট, অনুমানের মোহ থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। এটি বৈশ্বিক প্রধান ধারার যোগাযোগ মাধ্যমের অন্যতম বিশেষীকরণে পরিণত হয়েছে–যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে একটি বড় ধরনের জাকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীতে পরিণত করেছে এবং পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী ঘটছে তা লুকিয়ে যাচ্ছে। এখানে, যে বৃহৎ কাঠামোগত ও ঐতিহাসিক দৃশ্যপট আমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসলো তাকে আমাদের পুনরায় নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরি।

> একটি বৈশ্বিক কর্মহীন শ্রেণির উদ্ভব

১৯৭০ সাল থেকে পুঁজিবাদ একটি 'বৃহৎ পরিবর্তনের' মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এখানে কার্ল পোলানির বিখ্যাত অভিব্যক্তির হালনাগাদ করা হচ্ছে। আমেরিকা ও ইউরোপে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ৩০ বছরের জয়জয়কার পার হওয়ার পর তার পতন; যাকে উলরিক বেক তর্কাতীতভাবে 'কাজের সাহসী নতুন পৃথিবী' হিসেবে অভিহিত করেছেন তা বোঝার অন্যতম শুরুর দিক।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সুবর্ণ বছরগুলোতে দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পুঁজিবাদের সামাজিক ন্যায় উদ্বুদ্ধ করার সামর্থ্য যে আছে তা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কল্যাণের ব্যর্থতা, জার্মানি, ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেনসহ কেন্দ্রিয় দেশসমূহে অনিরাপদ কাজের প্রাদুর্ভাব এর নির্দেশের সাথে সাথে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, ধনতন্ত্র ভবিষ্যতে কখনও কোনো ধরনের ন্যায় উদ্বুদ্ধ করার একটি ব্যবস্থা হতে পারে না।

তারপর থেকে, নতুন ধরনের পুঁজিবাদ একটি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে উদ্ভব হতে শুরু করেছে; যাকে আমি 'অসম্মানজনক পুঁজিবাদ' নামে ডাকি। এর মূল লক্ষণ হচ্ছে, প্রান্তিক ও কেন্দ্রিয় উভয় রাষ্ট্রসমূহে একটি বৈশ্বিক কর্মহীন শ্রেণি তৈরি করা। একটি কর্মহীন শ্রেণির অস্তিত্ব হচ্ছে সবসময় প্রান্তিক রাষ্ট্রসমূহের এমন-কি, সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের; যেমন আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মূল নির্দেশক। এখন প্রচুর পরিমাণে অভিবাসী আসার সাথে কেন্দ্রিয় রাষ্ট্রসমূহ ও মহাবিশ্বের; যেমন আমেরিকা ও ইউরোপের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় শ্রেণির অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের সাথে একটি বৈশ্বিক কর্মহীন শ্রেণি তৈরি করা 'অসম্মানজনক পুঁজিবাদের' মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

এর সাথে সাথে, মানব জীবনের মূল্যহীনতাকে তৈরি করতে ও স্বাভাবিকীকরণে এই নতুন ধনতন্ত্র পারদর্শী। সম্মানের ধারণাটি উদাহরণস্বরূপ যা ব্রাজিলের সংবিধানে আছে যা ব্যক্তির বস্তুগত অস্তিত্ব ও নৈতিক অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য যে নূন্যতম পরিমাণ প্রয়োজন তা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন একটি চাকুরি বা রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে এই নূন্যতমটি সুরক্ষিত না হয়, তখন আমাদের কাছে আর কিছু থাকে না; একটি অসম্মানিত অবস্থায় পতিত হওয়া ছাড়া যা বৈশ্বিক কর্মহীন শ্রেণির জীবনকে চিহ্নিত করে। ব্রাজিলে, কর্মক্ষম জনসংখ্যার শতকরা ত্রিশ ভাগ যাদের কোনো কাজ নেই; এই নিচু শ্রেণিতে এসে পৌঁছেছে, তারা যে সে সৌজার সংজ্ঞায়িত উপ-নাগরিকত্বের একটি ধরনে বসবাস করে। অন্য শতকরা ত্রিশ ভাগ একটি অসম্মানজনক কর্ম শ্রেণি অনিরাপদ ধরনের কাজ করে বেঁচে থাকে; যাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করি।

> অনিশ্চয়তা অথবা অসম্মাজনক?

এখানে, অনিশ্চয়তা ও অনিশ্চিত কাজ প্রত্যয়ের উপর আলোকপাত করা দরকার। এই প্রত্যয়গুলো শুধু পরিস্থিতি ও কাজের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে যা অবশ্যই খারাপ। আমি অসম্মানজনক কাজ প্রত্যয়টি প্রস্তাব করছি। সুনির্দিস্টভাবে এই কারণে যে, বর্তমান বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের বস্তুগত দুঃখ এবং অবমাননাকর নৈতিক ও বিদ্যমান অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরতে এ প্রত্যয় আমাদেরকে সহায়তা করে। ব্রাজিলের ক্ষেত্রে, শতকরা ত্রিশ ভাগ মানুষ মর্যাদার কিনারায় বসবাস করে। কারণ, কমপক্ষে তাদের এখনও কোনো না কোনো ধরনের কাজ আছে, যদিও তা অসম্মাজনক।,অন্যদিকে অন্য শতকরা ত্রিশ ভাগ মানুষ কোনো ধরনের কাজ না পাওয়ায় মর্যাদা রেখার নিচে বসবাস করে।

ইউরোপের ক্ষেত্রে বিশেষকরে; ফ্রান্সের ক্ষেত্রে অসম্মাজনক পুঁজিবাদকে বোঝার সুবিধার্থে রবার্ট ক্যাসেল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ তুলে ধরেছেন। তার কাছে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিপর্যয় মানে হচ্ছে মজুরি সমাজের ভাঙ্গন। এর প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা প্রক্রিয়া যা একটি ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীকে শ্রম বাজারে প্রবেশ করার জন্য নতুন পরিবেশ তৈরি না করে বরং তাদেরকে ঐ বাজার থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করে। এর ফলে, লেখক যাকে 'শেষ ভাগ' বলেছেন তার সামজিক উৎপাদন হচ্ছে। তার মানে ইউরোপের কর্মহীন শ্রেণি; যারা এখন বৈশ্বিক কর্মহীন শ্রেণির পরিসংখ্যানের অংশ হবে।

> অসম্মানিত পুঁজিবাদ ও চরম ডান

এই প্রেক্ষিতে, বৈশ্বিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অসম্মানিত পুঁজিবাদ ও চরম ডান বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক অনুসন্ধান করা দরকার। এখানে এই তথাকথিত

>>

“অতি-মেধাতান্ত্রিক বাজার মানসিকতার উপর ভিত্তি করে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বেশিরভাগ ব্রাজিলিয়ান নির্বাহীগণ কর্তৃত্ববাদী মনোভাব লালন করেছিল”

ধারণা যে, বাম এবং এর দলের ভুল একটি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নতুন-কর্তৃত্ববাদ উদ্ভবকে অনুমোদন বা সহায়তা করেছে তা ভেঙ্গে ফেলা দরকার। আরও একবার, আমাদের অনুমানের ভ্রান্তিকেও ভেঙ্গে ফেলা এবং গভীর কাঠামো যা আমদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে তার ব্যাখ্যা পুনরায় তৈরি করা দরকার।

জার্মানির ক্ষেত্রে ক্লাউস দোররই কাজের অনিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং চরম ডানের মানসিকতা ও আবেগকে মেনে নেওয়ার মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক দেখিয়েছেন। এর সাথে আমরা বুঝতে পারি যে, কর্তৃত্ববাদ হচ্ছে অসম্মানিত ধনতন্ত্রের একটি ফলাফল এবং একটি কারণ নয়। যদিও এটা পারিপার্শিক পরিস্থিতিতে অসম্মানকে আরও গভীর করতে পারে; যেমনটি ব্রাজিল ও বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য কিছু দেশে দেখা গিয়েছে।

এর ফলে, বাধ্যহয়ে অসম্মানিত একটি পরিস্থিতিতে পড়ার ভয় থেকে যখন জনপ্রিয় শ্রেণিসমূহ কর্তৃত্বপরায়ণ আবেগকে মেনে নেয়; ক্ষমতাবান শ্রেণিসমূহ সামাজিকভাবে স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে কর্তৃত্ববাদকে মিছামিছি মেনে নেয়। এই ধারণাটি ব্রাজিলের নির্বাহী শ্রেণির ওপর কিছু বছর ধরে পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা থেকে পাওয়া যায়। একটি সুবিধাভোগী শ্রেণির উদ্ভব, উচ্চ বেতন এবং একটি জৌলুস জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে ব্রাজিলের অধিকাংশ নির্বাহী কর্মকর্তারা ২০১৮ সালের নির্বাচনে একটি অতি-বুদ্ধিবৃত্তিক বাজার মানসিকতা, সুস্পষ্টভাবে জায়ের বোলসোনারো বিমূর্ত ধারণার রূপায়ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বপরায়ণ আবেগকে মেনে নেয় ।

এখন, সরকারের অতি-উদারীকরন নীতির মাধ্যমে অসম্মানের জায়গা গভীর হওয়ার সঙ্গে মহামারী মোকাবেলায় এ নীতির ব্যর্থতার সংযোগ পাওয়ায় যা ব্রাজিলের জনগণ একটি শক্ত বার্তা পাঠাচ্ছে। লোলা ডা সিলভা ২০১৮ সালে গ্রেপ্তার হন এবং ব্রাজিলের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ও আইনগত দুর্নীতির জন্য। ২০২২ সালে প্রথম দেখা যায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে দাঁড়ানোর পর। যদি নিকট ভবিষ্যৎ এই অসম্মানিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাকে অনুমোদন করে; তাহলে আমরা কী দেখব এবং পৃথিবী এটা থেকে কী শিখতে পারে? ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
ফেব্রিসিও মেসিএল : <macielfabricio@gmail.com>

> নব্য উদারীকরণ, বাজারীকরণ এবং উচ্চশিক্ষায় উচ্চশিক্ষায় ঝুঁকি সৃষ্টিকরন

জোহানা গ্রুবনার, *জোহান্স কেপলার বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রিয়া এবং গ্লোবাল ডায়লগের সহকারী সম্পাদক।*

১৯৮০–এর দশক থেকে চলমান মৌলিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলো যেগুলো নব্যউদারতাবাদী পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াগুলোকে নির্দেশ করে সেগুলো অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজকে পুনর্গঠন করে আসছে। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে উচ্চশিক্ষা খাত এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারী খাতের এই সাধারণ পুনর্গঠনের অংশ হয়েছে এবং তখন থেকেই অর্থনৈতিকীকরণ ও নব্য উদারীকরণ দ্বারা আরও বেশি প্রভাবিত হয়েছে। রাষ্ট্রভিত্তিক আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে বাজার এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দিকে বর্ধিত ঝোঁক এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অনেক দেশে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্তরে এর মারাত্মক পরিণতি রয়েছে।

তিনটি প্রাসঙ্গিক পুনর্বিন্যাস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত; অনেক দেশে অধ্যয়ন কর্মসূচি নির্ধারিতকরন এবং পছন্দ অনুযায়ী কোর্স নেওয়ার স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের পদ্ধতিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সর্বজনীনকরন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে, যেটা গ্রাজুয়েশনের পর চাকরির সুযোগের ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং একাডেমিক ডিগ্রির গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত; অনেক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় কল্যাণভিত্তিক থেকে কর্মভিত্তিক রাষ্ট্র–নব্যউদারপন্থী পরিবর্তনের সঙ্গে রয়েছে একটি সুরক্ষাহীন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা যার ফলে তৈরি হয়েছে অনিবার্য ঝুঁকিসৃষ্টিকরন প্রক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাবিদদের র‍্যাঙ্কিং করার বাজারজাতকৃত ধরনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সাধারণত বৃদ্ধি পেয়েছে এক ধরনের কাজের ক্ষেত্র তৈরি করেছে যা অত্যন্ত দক্ষ পদ্ধতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শিথিল এবং নিয়ন্ত্রণমুক্ত শ্রমবাজার ও কর্মক্ষেত্রব্যবস্থার চাহিদাগুলো (আপাতদৃষ্টিতে) পূরণ করে। তৃতীয়ত; এই নতুন প্রয়োজনগুলো উচ্চশিক্ষায় জেন্ডার ব্যবস্থাপনার ওপর একটি নতুন প্রভাব ফেলেছে এবং এটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে; যেহেতু প্রত্যেককে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়। কাঠামোগতভাবে, যাদের নিজের সময়কে কাজে লাগানোর অধিকতর ক্ষমতা রয়েছে এবং যাদের যত্ন নেওয়ার দায়-দায়িত্ব নেই তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

এই সিম্পোজিয়ামের নিবন্ধগুলো উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় এই পরিবর্তন ও প্রবণতাগুলোকে তুলে ধরেছে এবং এই প্রবণতাগুলোর বিভিন্ন পরিণতির ওপর আলোকপাত করেছে। প্রথম অবদানে, স্টেফানি রস এবং ল্যারি স্যাভেজ উচ্চশিক্ষার পণ্যীকরন এবং কর্মব্যবস্থার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কানাডিয়ান উচ্চশিক্ষা খাতের চলমান নব্যউদারীকরণের প্রভাবগুলোকে পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন অভিযোজনগুলোর সুযোগসমূহ এর মাধ্যমে দৃশ্যমান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আলোকপাত করেছেন। কা হো মোক পূর্ব এশীয় উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বজনীনকরণের আলোকে উচ্চ শিক্ষার স্নাতকদের জন্য চাকরির সুযোগের বিষয়টি তুলে ধরেন।

চিত্রাংকনে আরবু

তিনি এই উন্নয়ন দ্বারা তৈরিকৃত প্রবল প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারের পরিণতিকে বিশ্লষণ করেন। এলিজাবেথ বালবাচেভস্কি, তাঁর অবদান হিসেবে, আলোচনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে চ্যালেঞ্জসমূহের মুখোমুখি হচ্ছে নব্য-জনতাবাদী সরকারের কারণে, যেটি উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু পরিবর্তন নয়; পরাজিত করতেও সচেষ্ট। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ব্রাজিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে আধা-স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্ত প্রণয়ন-কারী প্রক্রিয়াগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থিতিশীলতাকে নিশ্চিত করতে পারে তখন; যখন সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে প্রশাসনের পতন ঘটে। দূরবর্তী শিক্ষার ধারাটিকে সমালোচনামূলকভাবে আলোচনা করে ইউসেফ ওয়াঘিদ বিশ্লেষণ করেছেন সেই ধারণাটিকে যেটি কোভিড-১৯ মহামারী কালীন নজরে আসে, যেটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞান বিতরণের একমাত্র দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করে। তিনি (দক্ষিণ) আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আফ্রিকান সেই ' 'উবুন্টু' নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠনের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন যেটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এমন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যেগুলো একই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর মধ্যে অবস্থিত। ■

> অতিমারী-পরবর্তী উচ্চশিক্ষায় নব্য-উদারনীতিকরন

স্টিফেন রোজ, ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা ও সদস্য, আইএসএ রিসার্স কমিটি অন লেবার মুভমেন্ট (আরসি৪৪),এবং **লেরি সেভেজ,** ব্রোক বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা।

"একটি উবুন্টু কাঠামো একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দিতে পারে যা প্রতিষ্ঠানের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনাকে পুনর্বিবেচনা করে"

আজ উচ্চ শিক্ষায় কাজ করা খুব কম লোকই তিনটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হতে পারে। প্রথমত; উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাজারের চাহিদার দিকে জোরালোভাবে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত; উচ্চ শিক্ষায় কাজের বিষয়বস্তু, সংগঠন, বিতরণ এবং পুরস্কারগুলো নাটকীয় এবং গভীরভাবে অনুভূত উপায়ে পরিবর্তিত হয়েছে। তৃতীয়ত; এই দু'টি আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব উচ্চ শিক্ষায় সমষ্টিগত সংগঠন এবং সংগ্রামের তরঙ্গকে চালিত করে চলেছে এমনকি, যখন এই ধরনের প্রতিরোধ অসম এবং মোকাবেলা, সম্মতি বা প্রস্থানের পৃথক কৌশলগুলোর সঙ্গে জড়িত। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব এই প্রবণতাকে আরও তীব্র করে তুলেছে–যা মহামারী-পরবর্তী উচ্চশিক্ষা কেমন হবে এবং এটি কার সেবা দিবে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

> উচ্চশিক্ষার পণ্য হিসেবে নব্য-উদারতাবাদ

গত তিন দশক ধরে উচ্চশিক্ষার একটি নব্যউদারবাদী রূপান্তর চিহ্নিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্যের দিক থেকে, উচ্চ শিক্ষা এখন বাজারের চাহিদার দিকে মনোনিবেশ করে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই গবেষণা ও শ্রম সরবরাহের জন্য বেসরকারী নিয়োগকারীদের চাহিদাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে পূরণ করতে হবে যা তাদের প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সফল হওয়ার অনুমতি দেবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই বাজারের শৃঙ্খলা সাপেক্ষে; শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতা করে, তাদের টিউশন ডলার এবং যেকোনো সরকারী তহবিল সেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রয়েছে; পাশাপাশি বেসরকারী দাতাদের বিনিয়োগ বা দানশীলতা তো রয়েছেই যারা তাদের আর্থিক ছোঁয়া দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে রূপ দেয়। 'উচ্চশিক্ষার

>>

কর্পোরেটাইজেশন'–এর বেশিরভাগ পর্যবেক্ষকরা মনে করেন যে, অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম এবং পদ্ধতিগুলোতে রূপান্তরগুলো সংঘটিত হয়েছে, কর্পোরেট শৈলী কাঠামোগুলো সিনিয়র প্রশাসনে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে এবং কলেজ কলেজিয়াল গভর্নেন্সকে স্থানচ্যুত করে; যেখানে অনুষদ এবং অন্যান্য নির্বাচনী এলাকাগুলো বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে। বাজার অভিযোজন উভয় বাজেটের সীমাবদ্ধতা এবং সম্পদের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রতিযোগিতার কাঠামোর জন্য কর্মক্ষমতা সূচকের ব্যবহার উভয়ই রূপ নেয়। এই রূপান্তরগুলো শিক্ষামূলক প্রোগ্রামের সামগ্রীতেও স্পষ্ট–যা এখন শ্রম বাজারে একটি মূল্যবান প্রশংসাপত্রের সন্ধানকারী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে হবে এবং তাই সমালোচনামূলক দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশের পরিবর্তে তাদের কাজের প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করতে হবে।

> কাজের পুনর্গঠন : নব্য-উদারবাদী কাজের শাসনব্যবস্থার বাস্তবায়ন

কাজের পুনর্গঠন উচ্চ শিক্ষার নব্য-উদারপন্থীকরণের একটি অপরিহার্য উপাদান। কারণ, বাজার-ভিত্তিক শিক্ষার এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য নতুন একাডেমিক শ্রম প্রক্রিয়া এবং শক্তি সম্পর্ক প্রয়োজন। দৃঢ়ভাবে উচ্চ শিক্ষার শ্রম প্রক্রিয়াগুলো তার শিক্ষাদান, গবেষণা এবং পরিষেবা উপাদানগুলোর মধ্যে একাডেমিক শ্রমের ফ্র্যাগমেন্টেশন–এই বিভিন্ন উপাদানগুলোর জন্য নির্ধারিতদেও ডেস্কলিং এবং তাদের ক্রমবর্ধমান প্রতিস্থাপনযোগ্য শ্রমের সস্তাকরণের সাপেক্ষে। শিক্ষাদান এবং গবেষণা উভয় ক্ষেত্রেই অস্থায়ী চুক্তির উত্থান উচ্চ শিক্ষা জুড়ে স্পষ্ট; এমন একটি পরিবর্তন যা উভয়ই অর্থ সাশ্রয় করে এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকে বাড়িয়ে তোলে। কারণ, অনিশ্চিতভাবে নিযুক্ত চুক্তিধারীরা খুব কমই কলেজিয়েট গভর্নেন্সে অংশগ্রহণ করে। কাজের তীব্রতা ফ্র্যাগমেন্টেশন ও দুর্লভ 'ভালো কাজ' এবং অফারের অনিশ্চিত চুক্তি উভয়ের জন্য প্রতিযোগিতার উচ্চতর জলবায়ুর সঙ্গে থাকে। এই তীব্র কাজটি মানসিক শ্রমের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানকেও জড়িত করে। শিক্ষার্থীদের বিকশিত প্রত্যাশাগুলো তাদের শিক্ষার অর্থ কী তা সরবরাহ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্য-উদারবাদী ধারণাগুলো দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এর জন্য অনুষদের নতুন উপায়ে সেই প্রত্যাশাগুলো পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়। পরিশেষে, আমরা উর্ধ্বমুখী জবাবদিহিতা এবং নিম্নগামী নজরদারির ফর্মগুলোর বিস্তৃতি দেখতে পাই। কারণ, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিচের সারিতে কেন্দ্রীয় হয়ে ওঠে। পাঠ্যক্রমের ভিটে একাডেমিক স্টপওয়াচ হয়ে ওঠে যা তারা নব্য-উদারবাদী শ্রম প্রক্রিয়াতে নিজেদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করে।

> মহামারী-পরবর্তী উচ্চশিক্ষা : একই রকম আরও বেশি বা বিকল্পগুলোর জন্য স্থান?

কোভিড-১৯ মহামারী এই তিনটি প্রবণতাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। যথা: পণ্যতে রূপান্তর ও কেন্দ্রীকরণ; কাজ পুনর্গঠন ও তীব্রতা; এবং দ্বন্দ্বত্ব ও প্রতিরোধ। জরুরি অবস্থার কারণে উচ্চশিক্ষা প্রশাসকরা মহামারীর সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণকে আরও কেন্দ্রীভূত করতে নীতি ও অনুশীলনগুলো বিকাশের জন্য কলেজিয়েল সংস্থাগুলোর পেছনে দৌঁড়ানো শেষ করার অনুমতি দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানে ফিরে যেতে হবে কিনা এবং কখন ও কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ সুরক্ষাগুলো কী হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলো দ্বন্দ্বের শুরু হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসার কারণগুলো সম্পর্কে অনুষদের উদ্বেগগুলো যেমন সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের পরিবর্তে বাজারের ভাগ এবং বাজেটগুলো রক্ষা করার জন্য প্রশাসকদের আকাঙ্ক্ষা–এই সিদ্ধান্তগুলোর ওপর অর্থপূর্ণ প্রভাবের অভাব, অবিশ্বাস, ক্রোধ, বিরক্তি এবং বিচ্ছিন্নতার ক্রমবর্ধমান অনুভূতির দিকে পরিচালিত করেছে।

মহামারীর ফলে কাজের একটি উল্লেখযোগ্য তীব্রতাও দেখা দিয়েছে। অনুষদকে দ্রুত জরুরি অনলাইন শিক্ষাদান ও অপারেশন, নতুন প্রযুক্তি ও দক্ষতা শেখার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়েছে। অনুষদগুলো এছাড়াও মানসিক শ্রম সম্পাদন এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলোর একটি পরিসীমা সাড়া দেওয়ার জন্য উচ্চতর প্রত্যাশার মুখোমুখি হয়েছিল। কারণ, তারা অসুস্থতা, মৃত্যু, চাকরি হারানো এবং ভবিষ্যতের সাধারণ উদ্বেগের সঙ্গে মোকাবিলা করার সময় শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা করেছিল। অনুষদকে তাদের নিজস্ব ব্যয় পরিচালনা করার সময় শিক্ষার্থীদের অনুভূতিগুলো শোষণ এবং পরিচালনা করতে হয়েছিল প্রায়শই এমন একটি প্রসঙ্গে; যেখানে বাড়ি থেকে কাজ করার অর্থ এমন বাচ্চাদের মনে রাখার প্রয়োজন ছিল; যারা বাড়ি থেকে অনলাইন স্কুলেও জড়িত ছিল। এই সব একটি প্রসঙ্গে সঞ্চালিত হচ্ছে; যেখানে গবেষণা উৎপাদনশীলতা প্রত্যাশা হ্রাস করা হয়নি; যা নিজেই অনুষদ যারা এই ইতিমধ্যে অত্যন্ত স্তরিত খাতে কাঠামোগতভাবে আরো বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত হয় অনুষদ আরও সুবিধা।

কোভিড ক্লান্তি, প্রশাসনের প্রতি অনুষদের ক্ষোভ বৃদ্ধি, এবং এই খাতের আর্থিক পুনরুদ্ধারের জন্য যে কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সমষ্টিগত প্রতিরোধের দিকে পরিচালিত করছে। মহামারীর প্রথম দিকে উচ্চশিক্ষায় ধর্মঘটের ঘটনা যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তখন আমরা এখন ক্যাম্পাসে জঙ্গিবাদ ও শ্রম বিঘ্নের উত্থান দেখতে পাচ্ছি। ২০২২ সালের প্রথম দিকে কানাডা ও যুক্তরাজ্যে ছড়িয়ে পড়া মাধ্যমিক-পরবর্তী ধর্মঘট এর তরঙ্গে এটি সবচেয়ে স্পষ্ট।

ধর্মঘটের মাধ্যমে প্রতিরোধ মহামারী পরবর্তী নব্য-উদারপন্থী বিশ্ববিদ্যালয়কে রূপান্তরিত করবে কিনা তা এখনও একটি খোলা প্রশ্ন। যাই হোক, যা স্পষ্ট তা হলো বাহ্যিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপগুলো প্রায় নিশ্চিতভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়য়ের প্রশাসকদের কাছ থেকে কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোকে এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য চাহিদাগুলো আকার এবং চালিত করবে যা একাডেমিক কর্মীদের মধ্যে ক্রোধ, বিরক্তি ও সম্ভাব্য আরও বেশি জঙ্গিবাদের জন্ম দেবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
স্টিফেন রোজ <rosss10@mcmaster.ca>
লেরি সেভেজ <lsavage@brocku.ca>

> উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থান : পূর্ব এশিয়ার প্রবণতা[১]

কা হো মোক, লিংনান বিশ্ববিদ্যালয়, হংকং।

উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ স্নাতকদের কর্মসংস্থানের উপর চাপের পাশাপাশি শ্রমবাজারে প্রতিযোগীতা বৃদ্ধি করেছে।
কৃতজ্ঞতাঃ লিংনান বিশ্ববিদ্যালয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পূর্ব এশিয়ার শ্রমবাজারে কলেজ শিক্ষিত কর্মীদের একটা ব্যাপক সমারোহ ঘটেছে। এর পেছনে সূক্ষ্ম কারণ হচ্ছে, উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা যে ব্যাপক সংখ্যক স্নাতক তৈরি করছে তারা শ্রম বাজারে চাকুরির সন্ধানে ঢুকে পড়ছে। পূর্ব এশিয়ার উচ্চশিক্ষার যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছে তা স্নাতকদের উপযোগী কর্মসংস্থানের ওপর প্রশ্নাতীতভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে, শ্রম বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। সারণী-১ এ শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে ২০২০ সালে পূর্ব এশিয়ার কিছু নির্বাচিত দেশ বা অঞ্চলসমূহের বেকারত্বের হার তুলে ধরা হলো। যদিও বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে কম থাকার কারণে উপস্থাপিত পরিসংখ্যান উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের হারের মধ্যাকার কার্যকারণ সম্পর্ক পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। যাই হোক, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষা যে হারে ব্যাপককরণ হয়েছে; স্নাতকরা সে অনুপাতে শ্রমবাজারে (আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক) শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক অবস্হা তৈরিতে ব্যর্থ হচ্ছে যা কিনা স্নাতকদের চাকুরির গুণগতমানের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসছে।

> উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং স্নাতকদের কর্মহীনতার চ্যালেঞ্জসমূহ

বিশ্বায়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অনেক উদীয়মান দেশ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরির প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। যদিও প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদের স্নাতকরা শ্রমবাজারে এখনও শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। এটা ঠিক যে, বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার কমেছে; তথাপি, ১৭০ মিলিয়নের বেশি মানুষ বেকার রয়ে গেছে (আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস, ২০১৯)। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী একুশ শতকের সূচালগ্ন থেকেই তরুণ কর্মরত জনসংখ্যার নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং আফ্রিকার সাথে তুলনা করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এশিয়ার দেশগুলোতে বিশেষ করে, পূর্ব-এশিয়ায় যুবকদের কর্মসংস্থানের হ্রাসের হার স্পষ্ট (ফিগার দেখুন)। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যুব বেকারত্বের হারে উঠা-নামার চিত্রটি স্পষ্ট; যা বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারী মন্দায় আরও তীব্রতর হয়েছে।

সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে এটা ধারাবাহিকভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পশ্চিম এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে নতুন প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষিত স্নাতকদের চাকুরি খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে এবং তারা নিম্ন কর্মসংস্থান বা বেকারত্বের মুখোমুখি হচ্ছে (চিত্র ২ এ পূর্ব এশিয়ায় যুব বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা উপস্থাপন করা হলো)। অধিকন্তু, উচ্চশিক্ষিত স্নাতকরা অপেক্ষাকৃত কম বেতনের নিম্নযোগ্যতা সম্পন্ন চাকরিতে প্রবেশ করে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে যা শ্রমবাজারে তথাকথিত 'অতি যোগ্যতা' সমস্যা তৈরি করছে। অতি যোগ্যতা এবং শিক্ষার ব্যাপক বৃদ্বির ফলে উচ্চ বেকারত্বের হার, নিম্ন মাসিক বেতন এবং কাজের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। শ্রমবাজারে উচ্চ শিক্ষিত স্নাতকদের আধিক্যতা শুধু মানব পুঁজি তত্ত্বের; যেটির মূল বক্তব্য হচ্চে, উচ্চ শিক্ষায় বিনিয়োগ সামাজিক গতিশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতিকেই প্রকাশ করছে না বরং একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ

>>

Unemployment Rates in East Asia in 2020 by Educational Attainment (Selected Countries/Regions)

Country/Region	Education Level	Unemployment Rate (%)
Hong Kong	Post-secondary education	5.10
Japan	College & university	2.90
South Korea	University & higher	3.50
Taiwan	University & graduate school	4.92

টেবিল ১: তথ্যসূত্র: হংকং এসএআর https://www.statistics.gov.hk/pub/B10100062020AN20B0100.pdf; *জাপান*, https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20210325-00228342/; *কোরিয়ান পরিসংখ্যান তথ্য পরিষেবা*,https://kosis.kr/eng/search/searchList.do; *আদমশুমারি এবং পরিসংখ্যান বিভাগ, জাতীয় পরিসংখ্যান, চীন প্রজাতন্ত্র (তাইওয়ান)*, https://eng.stat.gov.tw/ct.asp?xItem=42761&ctNode=1609&mp=5.

Youth Employment-to-Population Ratio

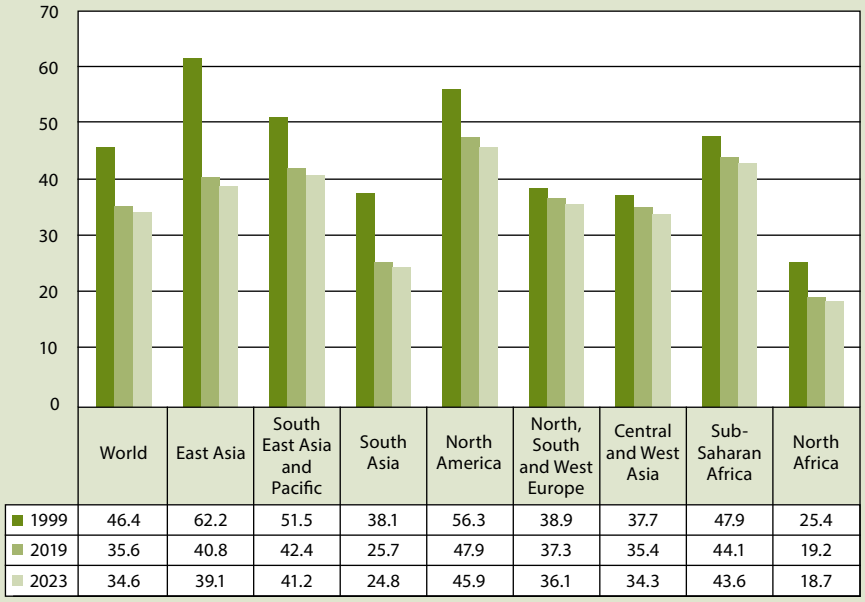

	World	East Asia	South East Asia and Pacific	South Asia	North America	North, South and West Europe	Central and West Asia	Sub-Saharan Africa	North Africa
1999	46.4	62.2	51.5	38.1	56.3	38.9	37.7	47.9	25.4
2019	35.6	40.8	42.4	25.7	47.9	37.3	35.4	44.1	19.2
2023	34.6	39.1	41.2	24.8	45.9	36.1	34.3	43.6	18.7

চিত্র ১: তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাংক, http://datacatalog.worldbank.org.

Youth Unemployment Rates in East Asia

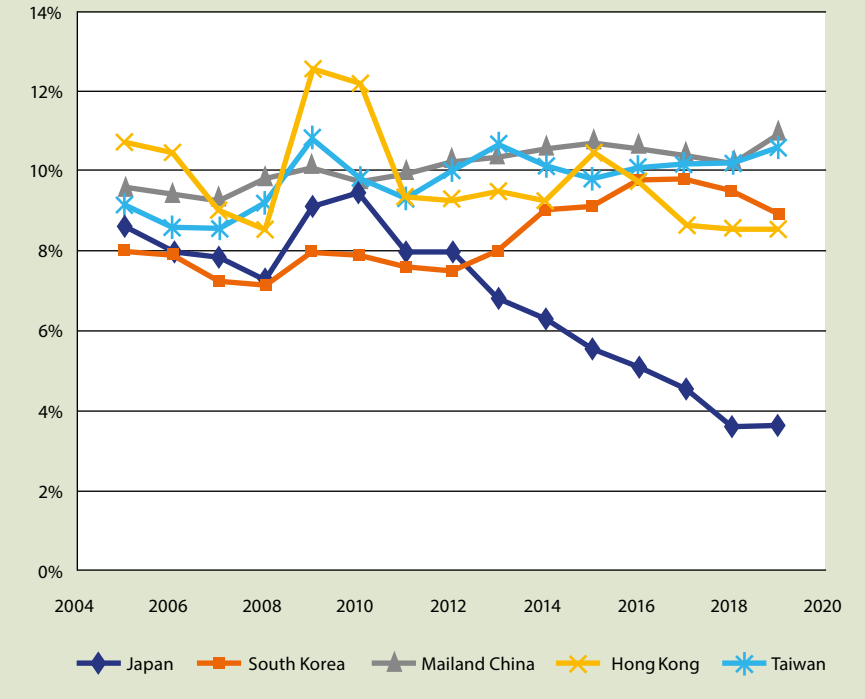

চিত্র ২: তথ্য সূত্র: চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো, http://www.stats.gov.cn; *হংকং এসএআর আদমশুমারি ও পরিসংখ্যান বিভাগ* , http://www.censtatd.gov.hk/sc; *জাতীয় পরিসংখ্যান, আরওসি (তাইওয়ান)*, http://www.stat.gov.tw; *দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস*, http://kostat.go.kr; *জাপানের পরিসংখ্যান ব্যুরো*, http://www.stat.go.jp.

>>

স্নাতকগণ তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপযোগী চাকুরির অপ্রাপ্ততায় যে নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে তাও তুলে ধরেছে। ক্রমবর্ধমানভাবে অসুখী যুবকের সংখ্যা বাড়ছে; যা কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তার দিকটিকেই তুলে ধরেছে।

উদাহরণ হিসেবে যদি জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান এবং চীনের মূলভূখণ্ডকে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, এদেশগুলোতে ২০০৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কলেজ স্নাতকদের বেকারত্বের হার উঠানামা করছে (চিত্র-২)। এটা স্পষ্ট যে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক প্রবণতা পূর্ব এশীয় অঞ্চলে যুব বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে এবং বেকারত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ স্নাতকরা উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেও চাকুরি পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা জাপানী তরুণ স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বে হার কমাতে ভালো ভূমিকা রাখলেও ২০১৮ সালের পর এ প্রবণতার মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই উচ্চ শিক্ষিত স্নাতকরা কিভাবে উপযুক্ত চাকুরি পেতে পারে তা পূর্ব এশিয়া জুড়ে একটা সাধারণ উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

> কর্মপন্থাগত তাৎপর্যসমূহ

এই নিবন্ধটিতে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপকতা কিভাবে স্নাতক কর্মসংস্থানকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে, স্নাতক দক্ষতা সেট এবং পরিবর্তনশীল শ্রম বাজারের চাহিদা যে অমিল তা দেখানো হয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের জ্ঞান এবং দক্ষতার সেটকে উপযোগী করে গুরুত্ব দেখানো হয়েছে। তরুণ গ্রাজুয়েটরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে দক্ষতা অর্জন করে তা শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানে রূপান্তরিত হচ্ছে না। অধিকন্ত, কিছু যোগান কেন্দ্রিক পন্থা স্নাতকদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়ভার চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। যাই হোক, উন্নত এবং সু-সম্পাদিত কর্মসংস্থানের বিধানগুলো স্নাতকদের প্রকৃত কর্মসংস্থান ফলাফলের সঙ্গে সমানভাবে নাও যেতে পারে। তাই দ্রুত আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই তাদের পাঠ্যক্রমের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করতে হবে।

মানব পুঁজি তত্ত্বের ভঙ্গুর প্রতিশ্রুতির সঙ্গে স্নাতক বেকারত্ব এবং স্বল্প বেকারত্বের তীব্রতা তরুণদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। সাম্প্রপ্রতিক গবেষণাগুলোতে প্রায়শই পূর্ব এশিয়া জুড়ে তরুণদের মধ্যে স্ব-প্রতিবেদিত অসুখী বিষয়টি ফুটে উঠছে। একইভাবে, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের অসুখী যুবকরা পশ্চিমের সরকারগুলোকে 'তরুণদের সংকট' স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর উচিত আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যে যে তীব্র দ্বন্দ্বগুলো পরিলক্ষত হচ্ছে; সেগুলোকে মোকাবেলা করা; বিশেষ করে, যখন ক্রমবর্ধমান বিশাল সংখ্যক অসুখী তরুণ সমস্যাটির মূল শিক্ষা, কাজ, আবাসন এবং কল্যাণের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : কা হো মোক : <kahomok@ln.edu.hk>

১. প্রবন্ধটি লেখকের সাম্প্রতিককালে লেখা নিম্নোক্ত প্রবন্ধের পরিমার্জিত রূপ: Mok, KH, Ke, GG and Tian, Z (2022) "Massification and privatisation of higher education in East Asia: Critical reflections on graduate employment from sociological and political economic perspectives," In: Brown, P et al (eds) International Handbook for Graduate Employment. Cheltenham: Edward Elgar. **(ছাপাখানায়–ছাপার জন্য অপেক্ষমান)**

> জনতুষ্টিবাদের অধীনে ব্রাজিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকে থাকার লড়াই

এলিজাবেথ বাল্বাচেভস্কি, সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়,ব্রাজিল।

একটি দেওয়ালে "পপুলিজম" লেখা সহ স্ট্রিট আর্ট।
কৃতজ্ঞতাঃ ফ্লিকার

এই প্রবন্ধটি একটি নব্য-জনতুষ্টিবাদী সরকারের অধীনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সমস্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তাই উপস্থাপন করে। এটি রাষ্ট্রপতি বোলসোনারোর সরকারের মুখে ব্রাজিলের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমসাময়িক অভিজ্ঞতা অন্বেষণ করে এই লক্ষ্য অর্জন করে।

গত কয়েক দশকে, বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা সরকারী উদ্যোগ থেকে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। নব্য-উদারতাবাদ, বিপণন, ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য পদগুলো পরিবর্তিত গতিশীলতার অনেকগুলো দিক বর্ণনা করে যা উচ্চশিক্ষা, সরকার এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলে। যাই হোক, একটি নব্য-জনতুষ্টিবাদী সরকারের অভিজ্ঞতা আরও এক ধাপ গভীরে যায় যে এই ধরনের সরকারের অধীনে বিশ্ববিদ্যায়গুলো কেবল চাপের মুখে পরিবর্তনের জন্য একটি প্রতিকূল নীতি পরিবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করে না। তা সত্ত্বেও তারা একটি প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়, যেখানে সরকার রূপান্তরিত করতে নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরাজিত করতে আগ্রহী।

জনতুষ্টিবাদ একটি পুরানো শব্দ যা রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়–এ-মন নেতাদের বর্ণনা করার জন্য যা জনসংখ্যার বড় অংশের সরাসরি সমর্থন একত্রিত করে ক্ষমতায় আরোহণ করে এবং ক্ষমতায় থাকে। তারা সমাজের বিভিন্ন খাতের অভিযোগ এবং বিরক্তির সমাধান করে বিভিন্ন বক্তৃতা সাবধানে তৈরি করে এই সংহতি অর্জন করে। বর্তমানে, জ্ঞান সমাজের গতিশীলতার দ্বারা প্রান্তিক খাতগুলোতে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে যা রাজনৈতিক উদ্যোক্তাদের এই অসন্তোষকে কণ্ঠস্বর দেওয়ার এবং সংগঠিত করার জন্য সময় ও সংস্থানগুলো বিনিয়োগ থেকে লাভের জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রতিনিধিত্ব করে। তারা পুরানো জনতুষ্টিবাদী টুলকিট ব্যবহার করে এটি করে যে, নেতা এবং অনুসারীদের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে লালন করা এবং 'দীর্ঘ-অবহেলিত লোকদের' অন্তর্ভুক্ত এবং রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

> বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর নব্য-জনতুষ্টিবাদী আক্রমণ

এই বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্যান্য সত্তাগুলোর মধ্যে শত্রুর প্রতিনিধিত্ব করে। এবং তারা পোস্ট-বস্তুবাদী সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের জন্মস্থান যা 'জনগণের' মূল বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মূর্ত করে যা পুরানো ঐতিহ্যের জন্য প্রধান হুমকিগুলোর মধ্যে একটি। প্রতিষ্ঠিত সত্যকে সম্বোধন করার সময় বিজ্ঞান যে সন্দেহজনক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে তা সন্দেহের আরেকটি উৎস। এই উপলব্ধিগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে তলানিতে আনতে একটি শত্রু করে তোলে। নব্য-জনতুষ্টিবাদের আরো সর্বগ্রাসী সংস্করণে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিগুলোর একটি গভীর অর্থ রয়েছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে নব্য-জনতুষ্টিবাদী শাসন দ্বারা টেকসই প্রভাবশালী মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি হাতিয়ারে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য রাখে।

ব্রাজিলের আজকের গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া নব্য-জনতুষ্টিবাদের শিকড়ও বিশ্বায়নের দ্বারা সৃষ্ট দরিদ্রতা এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এটি আরও গভীরে যায়। এটি মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগের অনিশ্চয়তা এবং আধুনিক দক্ষতা ও দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণে ব্যাপক ঘাটতি দ্বারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগ করে। ২০১৮ সালে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তার বিজয়ী প্রচারণায় প্রার্থী জাইর মিয়াস বোলসোনারো এই ক্ষোভটি অন্বেষণ করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলকে একত্রিত করে এবং তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন আখ্যান ডিজাইন করে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। প্রতিটি আখ্যান ঘৃণা এবং বিরক্তির উৎসগুলো অন্বেষণ করে ও প্রার্থীকে সমস্ত অভিযোগের ধার্মিক প্রকাশ হিসাবে উপস্থাপন করে এবং পুরানো, ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের জন্য যোদ্ধা।

একবার ক্ষমতায় আসার পরে বোলসোনারো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একত্রিত হওয়া অনুসারীদের একটি বৃহৎ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ও বিভিন্ন

>>

নেটওয়ার্কের সমর্থন এবং বিভিন্ন দল থেকে কংগ্রেসের সদস্যদের একটি বিশাল সংগ্রহের উৎসাহী সমর্থন একত্রিত করে শাসন করেছেন। একটি রক্ষণশীল এজেন্ডা বোলসোনারোর রাজনৈতিক সমর্থনকে একত্রিত করে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো এবং জনকল্যাণসহ সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অবসান ঘটানো।

বোলসোনারোর সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও শত্রু হিসেবে গণ্য করেছে। বিভিন্ন সময়ে সরকারী সদস্যরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কমি-উনিস্ট এবং নাস্তিকদের নীড় হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের ক্যাম্পাসে গাঁজা চাষ সহ্য করার অভিযোগ করেছে। তদনুসারে, তার সরকার ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেটে কঠোর কাটছাঁট আরোপ করে। যখনই তারা জনসাধারণের আলোচনায় সরকারের সমালোচনা করার সাহস দেখায়; তখনই শিক্ষাবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর প্রশাসনের কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বিচ-ার মন্ত্রণালয় ১৯৬০-এর দশকের কর্তৃত্ববাদী বছরগুলোর একটি পুরানো আইনকে একত্রিত করেছিল। মহামারীকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে সরকার নতুন শিক্ষাবিদ ও কর্মচারীদের নিয়োগও বন্ধ করে দিয়েছে। বিভি-ন্ন সময়ে একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপকরার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিকতা, লিঙ্গ ও জাতিগত বৈষম্যেরওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্নাতক প্রোগ্রামগুলোর ধারাবাহিকতা বিপন্ন করার দিকে পরিচালিত কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য সংস্থানগুলোতে কাটছাঁট করা। পরিশেষে, সরকার অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ শাসনকে অগোছালো করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলো উপেক্ষা করে এবং ছোট রক্ষণশীল আন্দোলনের নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছিল।

> বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিরোধ

এই প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও ব্রাজিলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টিকে ছিল। তারা মহামারীর কারণে উত্থাপিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিল। দূরবর্তী শিক্ষার জন্য উপলব্ধ সরঞ্জামগুলো ব্যবহার করে শিক্ষাদান এবং শেখার পুনর্নবীকরণের জন্য সম্পদ খুঁজে পেয়েছিল এবং দরিদ্র ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে সক্ষম করে এমন প্রোগ্রামগুলো চালু করেছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গবেষণা এবং স্নাতক প্রোগ্রামগুলো নিজেদেরকে পুনরায় উদ্ভাবন করেছে; মহামারীর একাধিক পরিণতি বোঝার দিকে মনোনিবেশ করেছে– যা ব্রাজিলিয়ান সমাজের চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতিকে ন্যায়সঙ্গত করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিরোধ বিভিন্ন কিন্তু পরিপূরক উৎস থেকে আসে। প্রথমত; ব্রাজিলের সমাজে, বিশেষ করে, গণমাধ্যম ও বিচার ব্যবস্থায় শক্তিশালী মিত্রদের উপস্থিতি। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে দেশের গণতন্ত্রীকরণের লড়াইয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, এটি তার একটি ঐতিহ্য। দ্বিতীয়ত; বিজ্ঞান ও স্নাতক শিক্ষা নীতিতে পিয়ার-রিভিউ পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত ভূমিকা। নিপীড়নের হুমকির মুখোমুখি হওয়ার সময় সমস্ত এলাকার শিক্ষাবিদরা একাডেমিক স্বাধীনতার সমর্থনে র‍্যাঙ্কগুলো বন্ধ করে দেয়। পরিশেষে, কলেজিয়েট নিয়ম রয়েছে যা এখনও ব্রাজিলের বিশ্ববিদ্যালয় শাসনের ভিত্তি গঠন করে। কলেজিয়েলিটি মানে হলো যে অনেক আধা-স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্ত কেন্দ্র ওভারল্যাপিংসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিভাগ, অনুষদ, ল্যাবরেটরিজ, ইনস্টিটিউট, প্রোগ্রাম–সব অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বায়ত্তশাসনের কিছু ডিগ্রী ভাগ করে নেয়। সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে যখন কেন্দ্রীয় প্রশাসন ভেঙে পড়ে, তখন এই কেন্দ্রগুলো আরও বেড়ে ওঠে এবং অ্যাডহক সংযোগ তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থির জল থেকে বের করে করে দেয়। সুতরাং,ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে নব্য-জনতুষ্টিবাদী কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোর দ্বারা সৃষ্ট ঝড়ের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার জন্য পুরানো গভর্নেন্স মডেলগুলো এখনও প্রাসঙ্গিক।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : এলিজাবেথ বাল্বাচেভস্কি : <balbasky@usp.br>

> একটি উবুন্টু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনার বিষয়ে

ইউসেফ ওয়াগিদ, স্টেলেনবোশ বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা।

এই নিবন্ধটিতে আমি আফ্রিকান 'উবুন্টু'–এর আক্ষরিক অর্থে মানব মর্যাদা এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতির আলোকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার পুনর্বিবেচনার পক্ষে যুক্তি প্রদান করেছি। বিশ্বব্যাপী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সরকারী দায়বদ্ধতা, অর্থনীতি ও বাজারের স্বার্থসিদ্ধি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান (পুনরায়) উৎপাদনের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়েছে। যাই হোক, আমার প্রধান উদ্বেগ হলো যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবসময় জনগণের কাছে দায়বদ্ধ বা দায়িত্বশীল হওয়ার লক্ষ্যগুলোতে সাড়া দেয় না।

> সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঝুঁকির সম্মুখীন

যদিও দাবি করা হয় যে, (দক্ষিণ) আফ্রিকার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, ক্রমবর্ধমান টিউশন খরচের বিরুদ্ধে চলমান শিক্ষার্থী আন্দোলন; প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং সম্পদের অব্যবস্থাপনা; লিঙ্গ অসমতা ও বর্জন; যৌন হয়রানি; মার্কের জন্য ঘুষ, একাডেমিক চৌর্যবৃত্তি এবং অনিয়মের মতো অপকর্মগুলো; শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত মদ্যপান এবং অপরাধ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে এবং সাহসের সাথে মোকাবেলা করার প্রতি অনীহা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সংকটকে তীব্রতর করে। তবুও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি উচ্চপর্যায়ের শিক্ষাদান এবং শেখার শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত। শিক্ষাদান এবং শেখার বিষয়টি জ্ঞান বিতরণ এবং অর্জনের সাথে প্রবলভাবে সম্পর্কিত বলে মনে হয়; যেখানে সমালোচনামূলক শিক্ষাগত চর্চার সীমিত সুযোগ রয়েছে। করোনা ভাইরাস মহামারী চলাকালীন জরুরি অনলাইন দূরবর্তী শিক্ষাদান প্রবর্তন করা হলো দেখে মনে হয়েছিলো যেন অনলাইন দূরবর্তী এবং মিশ্র শিক্ষার জন্য সমালোচনামূলক শিক্ষাকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, যেন উচ্চশিক্ষাবিদ্যার এই পদ্ধতিগুলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি আস্থা তৈরি করতে পারে। এভাবেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনগণের প্রতি দায়িত্বশীলতা ঝুঁকির মুখে পড়েছে এবং খুব বেশি আতঙ্কিত না হয়েও; দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান।

যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে (দক্ষিণ) আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় পতিত হয়েছে বলে মনে হয় সেটির মোকাবেলায় আমি প্রস্তাব হলো আফ্রিকার 'উবুন্টু' নীতির আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটিকে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। আমার মতে, 'উবুন্টু' হলো উভয়ই একটি দার্শনিক এবং রাজনৈতিক-নীতিগত ধারণা; যেটি অবদান রাখতে পারে। প্রথমত; সমস্যাপূর্ণ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে। দ্বিতীয়ত; এমন বিষয়গুলোকে কার্যকর করতে যেগুলো প্রতিষ্ঠানিক এবং রূপান্তরমূলক উদ্দেশ্যগুলোকে পুনর্গঠন করতে পারে এমন একটি কমিউনিটির ধারণার সঙ্গে যেটিতে শিক্ষাবিদগণ এবং শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি স্বাধীনতা, সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণ এবং সহ-অধিকারের সম্পর্কগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। একটি 'উবুন্টু' সংগঠন এমন একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে যেটি প্রতিষ্ঠানটির নিজের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনাকে পুনর্বিবেচনা করে।

মানবকর্মের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সংযোগ মানুষ, প্রক্রিয়া ও কম্পিউটার এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত যন্ত্রের মতো মানুষ নয় এমন বস্তুগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের বাহ্যিক প্রতিষ্ঠার মধ্যে 'উবুন্টু'র স্বাতন্ত্র্য নিহিত। 'আমি আছি কারণ আমরা আছি' এই নীতিসর্বস্ব 'উবুন্টু' ব্যক্তির নিজের এবং অন্যদের এমনকি, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে; এজন্য 'উবুন্টু' ভিত্তিক কার্যক্রমগুলো সবসময় অন্যের প্রতি এবং অন্যের জন্য কাজ করাকে নয় বরং অন্যের সঙ্গে কাজ করার বিষয়টিকেও নির্দেশ করে। আমি মত প্রদান করি যে, একটি 'উবুন্টু' অনুপ্রাণিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্তশাসিত থাকার এবং একই সঙ্গে এর কার্যক্রমের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকার সুযোগ প্রদান করে। মূলত; এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের এজেন্ডাকে সুসংগঠিত করে প্রথমত, এটিকে জনগণের উদ্বেগের বিষয়গুলো পর্যন্ত প্রসারিতও করে। এখানে আমি উল্লেখ করেছি জ্ঞান ও যুক্তির দাবি এবং অনুসন্ধানের ধারাসমূহ যা এর আগে চিন্তা করা হয়নি–এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত রূপান্তরের সমস্যাগুলো। দ্বিতীয়ত; এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় বৃহত্তর কমিউনিটির সঙ্গে এর সম্পৃক্ততাকে বিবেচনা করবে, সেবা প্রদান অথ বা ফলভিত্তিক কার্য হিসেবে নয় বরং প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী উভয়েরই কল্যাণে একটি প্রকৃত সহযোগিতার কার্য হিসেবে। তৃতীয়ত; বিশ্ববিদ্যালয়টি মানব মর্যাদা, সামাজিক, পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচারএবং শান্তিপূর্ণ মানব সহাবস্থানকে বৃদ্ধি করবে এমন বিষয়গুলো সম্পর্কে স্থানীয় এবং পার্থিব উদ্বেগগুলোর প্রতি নৈতিক সতর্কতা প্রতিষ্ঠার দাবি করবে।

> উপনিবেশমুক্তিকরণ বা উপনিবেশমুক্তি এবং একটি উবুন্টু বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষার পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি যেটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও জরুরিভাবে বিবেচনা করা উচিত সেটি হলো উপনিবেশ মুক্তিকরণের ধারণা। যখন আমরা উচ্চশিক্ষার উপনিবেশ মুক্তিকরণের কথা বলি আমরা সেই প্রতিরোধের কার্যাবলিকে নির্দেশ করি' যেগুলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমে বিদ্যমান ক্ষমতা ভাগাভাগির কুটিল বোঝাপোড়াকে ব্যাহত করতে। উপনিবেশ মুক্তিকরনের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশমুক্তির ধারণাটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে পূর্ববর্তী উপনিবেশিত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং জ্ঞানের স্বার্থের পুনরুদ্ধার হিসেবে। অন্তর্নিহিতভাবে, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপনিবেশমুক্তিকরন হলো সাম্রাজ্যবাদী ধারা, প্রন্তিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জ্ঞানের স্বার্থের অবমূল্যায়নকে প্রতিহত করা এবং ব্যাহত করার একটি প্রচেষ্টা। এভাবে, উচ্চশিক্ষার উপনিবেশ মুক্তিকরনকে বিবেচনা করা যেতে পারে বহিষ্কৃত সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ ব্যবস্থার পুনঃপ্রকাশ হিসেবে। এখানেই উপনিবেশ মুক্তিকরন কার্যক্রমটি 'উবুন্টু'র সাথে সম্পর্কিত–এই অর্থে যে পরবর্তীটি একইভাবে জোর দেয় যে অন্যের মূল্যবোধের প্রতি তাদের অন্যত্ব হিসেবেই মনযোগ দেওয়া উচিত। সুতরাং, উচ্চশিক্ষার উপনিবেশ মুক্তিকর হলো 'উবুন্টু'র নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী এটিকে পুনর্গঠনের সমার্থক।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, একটি 'উবুন্টু' বিশ্ববিদ্যালয় কি উদ্যোক্তাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, চিন্তানির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়,এবং পরিবেশবান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা? যেহেতু এই বিভিন্ন উপলব্ধিগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং নৈতিক প্রয়োজনগুলো উভয়ই প্রকাশ করে, যেগুলো এটির নিজের এবং সমাজের (যেখানে এগুলো প্রকাশিত হয়) সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি যুক্তি প্রদান করেছি যে, 'উবুন্টু' বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই মর্যাদা এবং মানবিকতার রূপে 'ইমোটিভিজম' বা আবেগবাদ একটি

>>

"একটি উবুন্টু কাঠামো একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে পারে যা প্রতিষ্ঠানের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনাকে পুনর্বিবেচনা করে"

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, দায়িত্বশীলতা এবং সমালোচনা করার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে।

কোনো বিষয়টি একটি 'উবুন্টু' বিশ্ববিদ্যালয়কে এটি করে তোলে? প্রথমত; 'আমি আছি সুতরাং আমরা আছি'–এই নীতিবাক্যটির ব্যবহার, বিশেষকরে 'আমি আছি' এই বাক্যাংশটি বিশ্ববিদ্যালয়টির স্বাধীন কর্মকান্ডকে প্রকাশ করে। যেটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথমত একটি বিশ্ববিদ্যালয় করে তোলে সেটি হলো স্বায়ত্তশাসিত ব্যক্তিগত কার্যকলাপ চর্চা করা এবং সুরক্ষা প্রদান করার প্রতি এটির আনুগত্য–এটি এমন একটি ধারণা যেটি 'আমি আছি' বাক্যাংশের সঙ্গে অনুরণিত হয়।

দ্বিতীয়ত; 'উবুন্টু'তে "আমরা আছি" এই বাক্যাংশটি সম্মিলিত মানবক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য প্রাসঙ্গিক। যাই হোক, 'উবুন্টু' দ্বারা অনুমোদিত এই ঐক্য স্বেচ্ছাকৃত অংশগ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মোটকথা, একটি 'উবুন্টু' বিশ্ববিদ্যালয় এর সদস্যদের–বুদ্ধিজীবি অনুসন্ধিৎসুদের পক্ষ থেকে স্বপ্রণোদিত কার্যকে উৎসাহিত করে। এই ধরনের স্বেচ্ছাকৃত কার্যক্রম শিক্ষাগত এবং রাজনৈতিক উভয়ই। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত কার্যক্রম নির্ভর করে স্বাধীন অনুসন্ধানকারীদের ওপর; যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ত্তের ভেতরে এবং বাইরে ন্যায়বিচারের দাবি পেশ করতে পারে।

উচ্চশিক্ষার শর্ত হলো মানুষ স্বচ্ছতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং যৌথতার চেতনায় এক সঙ্গে কাজ করে;যেখানে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্বার্থে বিভিন্ন বিষয় একসাথে অনুসন্ধান করে। মূল বিষয় হলো উচ্চশিক্ষার শুধু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের মধ্যে 'উবুন্টু'কে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। কারণ, সেটি হলে জনগণ, সমাজ, এবং বিশ্বের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করা হয়।

তৃতীয়ত; একটি 'উবুন্টু' বিশ্ববিদ্যালয়কে দূরদর্শী হতে হবে এবং স্থানীয় এবং বৈশ্বিক জরুরি প্রয়োজনকে বিবেচনা করতে হবে। আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের বোঝাপড়ার জন্য যুক্তি প্রদান করা বোধগম্য। কারণ, একটি 'উবুন্টু' দ্বারা অনুপ্রাণিত বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের প্রক্রিয়ার মধ্যেই থাকে। সহাবস্থান, মতানৈক্যের স্বীকৃতি, শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা এবং অগ্রগতির জন্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতা–এই বিষয়গুলো অনুসন্ধান করার জন্য এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত স্থানীয় এবং সামাজিক বিষয়গুলোর পাণ্ডিত্যের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকার পাশাপাশি বৈশ্বিক সমস্যাগুলোকে বিবেচনা করা। এটি এমন একটি 'উবুন্টু' বিশ্ববিদ্যালয় যেটি বৈশ্বিক উদ্বেগ এবং 'ডিস্টোপিয়া'কে মোকাবেলা করতে সচেষ্ট থাকে।

পরিশেষে, 'আমি আছি তাই আমরা আছি'– এই নীতিবাক্যটিকে 'আমি আছি তাই আমরা আছি এবং আমরা হতে পারি' –এটিতে পরিবর্তন করা বিচক্ষণ কাজ হতে পারে। এটি বোঝায় যে, একটি 'উবুন্টু' বিশ্ববিদ্যালয়কে সবসময় বিবেচনা করা উচিত সম্ভাবনার চূড়ান্ত ক্ষেত্র হিসেবে নয় বরং প্রগতিশীল এবং উন্মুক্ত হিসেবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : ইউসেফ ওয়াগিদ : <yw@sun.ac.za>

> প্রকৃত ইউটোপিয়ার প্রয়োজনীয়তা

মাইকেল বুরাভয়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র।

এরিক অলিন রাইট মার্ক্সবাদের পুনর্গঠনে একজন অগ্রণী ছিলেন। পরস্পর বিরোধী শ্রেণি অবস্থান (মার্ক্সের মৌলিক শ্রেণিসমূহের মধ্যবর্তী সম্পর্ক) নিয়ে তার গবেষণাকর্ম একটি বৈশ্বিক প্রকল্পে রূপ নিয়েছিল। এই গবেষণাকর্মটি সারাবিশ্বে শ্রেণিসম্পর্ক বিশ্লেষণে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তিনি তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সামাজিক শ্রেণির যৌক্তিক ভিত্তি এবং অভিজ্ঞতামূলক সম্পর্কগুলোর সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর মধ্যে রয়েছে: ক্লাসেস (১৯৮৫); ক্লাস কাউন্টস (১৯৯৭)। তবে, তাঁর চিন্তার চূড়ান্ত প্রতিফলন পাওয়া যায় আন্ডারস্টান্ডিং ক্লাস (২০১৫) গ্রন্থে। বেশিরভাগ মানুষই এরকম বৈশ্বিক প্রকল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। তবে, রাইটের বেলায় তা প্রযোজ্য ছিল না। রাইট নব্বইয়ের দশকের গোড়াতেই তাঁর দ্বিতীয় বৈশ্বিক প্রকল্প– 'দ্যা রিয়েল ইউটোপিয়াস' বা প্রকৃত ইউটোপিয়া নিয়ে কাজ শুরু করেন। এটি একদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার উপগ্রহ রাষ্ট্রগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনকাল; অন্যদিকে চীনের পুঁজিবাদী রূপান্তর এবং সেই সঙ্গে নব্যউদারতাবাদের একীভূতকরনের সময়।

অনেকেই মনে করেন এই ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু রাইট তা মানতে নারাজ; বরং তিনি একটি বিপরীত অবস্থান নিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পার্টি রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করে তিনি এই ঘটনাসমূহকে একটি বাস্তব সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের ভিত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিসহ মার্ক্সবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ হিসেবে দেখেছিলেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মূলত; পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত বা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকেই বিকশিত। তিনি তাঁর ম্যাগনাম অপাস এনভিশনিং রিয়েল ইউটোপিয়াস (২০১০) গ্রন্থে প্রকৃত ইউটোপিয়ার জন্য একটি বিস্তৃত তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর ধারণাগুলো ইস্তেহার আকারে 'হাউ টু বি অ্যান রিয়েল অ্যান্টিক্যাপিটালিস্ট ইন দ্যা টুয়েন্টিফার্স্ট সেঞ্চুরি' (২০১৯) বা 'কিভাবে একবিংশ শতাব্দীতে একজন খাঁটি পুঁজিবাদবিরোধী হওয়া যায়' শিরোনামে প্রকাশ করেন যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৩টি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

কিন্তু রাইট কেবল প্রকৃত ইউটোপিয়ার একজন তাত্ত্বিকই ছিলেন না; তিনি এর একজন অনুশীলনকারীও ছিলেন। বিশ্বের যেখানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হতে পারে তার সন্ধানে তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন এবং এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণকারী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি শুধু শিক্ষাবিদদের জন্যই নয়; বরং যারা সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্যে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের জন্য অনেক বড় অনুপ্রেরণা ছিলেন। এভাবে রাইট প্রকৃত ইউটোপিয়ার নায়কদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁদের অন্তর্নিহিত নীতি, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং তাদের অস্তিত্ব ও প্রচারের পিছনের শর্তগুলো বের করে আনতেন। রাইটের পরিকল্পনা ছিলো প্রকৃত ইউটোপিয়ার সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নিজের বিভাগের পাশাপাশি বিশ্বের যেকোনো দূরবর্তী স্থানে সেমিনার করবেন যার সফল পরিসমাপ্তি ঘটবে ভার্সো প্রকাশনীর দ্বারা এ সংক্রান্ত তার বইয়ের সিরিজ প্রকাশের মাধ্যমে।

রাইট তাঁর কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। তবে, তিনি যতোটা এগিয়েছিলেন তার মাধ্যমে আমাদের সামনে পুঁজিবাদ বিরোধী প্রকল্প হিসেবে প্রকৃত ইউটোপিয়াকে দাঁড় করিয়ে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই এনভিশনিং রিয়েল ইউটোপিয়াস–এ রাইট পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলো তালিকাভুক্ত করেছেন; যেগুলো প্রকৃত ইউটোপিয়া বিলীন করে দিতে চেয়েছিল। দাবি করা হয় যে, এর শিকড়গুলো সুশীল সমাজে প্রোথিত আছে। তিনি সমাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ' হাউ টু বি অ্যান্টি-ক্যাপিটালিস্ট ইন দ্যা টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ' বইয়ে তিনি সমতা, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সঙ্গতি প্রভৃতি মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে প্রকৃত ইউটোপিয়ার ধারণা দিয়েছেন। এই মূল্যবোধগুলো বৈধ পুঁজিবাদের সঙ্গে সংযুক্ত হলেও পুঁজিবাদী সমাজে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবুও প্রকৃত ইউটোপিয়ার চালিকাশক্তি এবং কী অর্থে তারা পুঁজিবাদবিরোধী তা নিয়ে একটি অস্পষ্টতা রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমি সুপারিশ করবো যে, এই প্রশ্নের একটি উত্তর পাওয়া যাবে কার্ল পোলানি'র দ্য গ্রেট ট্রান্সফরমেশন (১৯৪৪) বইয়ে। এক্ষেত্রে আমার দাবি হলো পোলানি'র ধারণা সীমিত এবং এই ধারণাগুলোর সম্পূর্ণতা আনয়নের জন্য এর সঙ্গে পুঁজিবাদের গতিশীলতা সংশ্লিষ্ট মার্কসীয় তত্ত্বের মিলন ঘটাতে হবে। কাজটি তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন আমরা স্বীকার করে নেব যে মার্ক্সীয় তত্ত্বের জন্য রাইটের কাল্পনিক থেকে প্রকৃত ইউটোপিয়াসের ধারণাটি প্রয়োজন।

> প্রকৃত ইউটোপিয়ায় ঐক্যের অনুসন্ধান

রাইটের 'এনভিশনিং রিয়েল ইউটোপিয়াসের' স্থাপত্যটি মার্জিতভাবে সরল; যার মূল উপাদান হলো: পুঁজিবাদের সমালোচনা (নির্ণয়); পুঁজিবাদের বিকল্প (সমাধান); রূপান্তর সমস্যা (চিকিৎসা)। রাইট পুঁজিবাদের ১১টি সমালোচনা করেছেন। সংক্ষেপে, পুঁজিবাদ অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের কষ্টকে স্থায়ী করে; মানুষের উন্নতির পথকে অবরুদ্ধ করে; ব্যক্তি স্বাধীনতা সীমিত করে; সমতাবাদী নীতি লঙ্ঘন করে; এটি গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে অদক্ষ; ভোগবাদের প্রতি এর পক্ষপাতিত্ব আছে; পরিবেশ ধ্বংস করে; এটি মূল্যবোধের জন্য চরম হুমকি; সামরিকবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদকে ইন্ধন দেয়; সাম্প্রদায়িক বন্ধনকে দূর্বল করে ; এবং গণতন্ত্রকে সীমিত করে। বেশ গুরুতর অভিযোগ! এই বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত কিন্তু এগুলো কোনো ঐক্যবদ্ধ থিম বা মূল সমালোচনা প্রদান করে না।

যদি ঐক্য থাকে তবে তা পুঁজিবাদের সমালোচনায় নয়; সমাধানের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের বিপরীতে সুশীল সমাজের ক্ষমতায়ন, সমাজতন্ত্রে সামাজিক পুনরুদ্ধারের মধ্যেই এই সমাধান নিহিত। কাল্পনিক ইউটোপিয়া যা সমাজতন্ত্রের ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরেছিল তার ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে রাইট 'প্রকৃত ইউটোপিয়া' আবিষ্কারের সূচনা করেন যা মূলত পুঁজিবাদবিরোধী চরিত্রের প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যেই বিদ্যমান ছিল অথবা যা পুঁজিবাদের সাথে সাথে গড়ে ওঠেছে। এক্ষেত্রে রাইট রূপান্তর কৌশলের একটি সেট তৈরি করেছিলেন। এই সেটের উপাদানগুলো হলো মিথোজীবীতামূলক সম্পর্ক, কৌশল, প্রস্থান ও ভাঙ্গন। তবে, রূপান্তরের এই কর্মকসমূহের বিষয়ে তিনি বেশি কথা বলেননি। এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, তিনি প্রকৃত ইউটোপিয়াসমূহকে পুঁজিবাদের গতিশীলতার একটি তত্ত্বের (এমন একটি তত্ত্ব যা তাদের ধরন ও পুঁজিবাদের প্রতি তাদের চ্যালেঞ্জকে ব্যাখ্যা করতে পারে) সঙ্গে বেঁধে রাখতে ব্যর্থ হন। রাইটের প্রকল্প উদ্ধার করতে

>>

"পুঁজিবাদের হাত থেকে মানবতাকে বাঁচাতে কে যৌথ-কর্মক গঠন করবে? এই সমস্যাটি মার্ক্স, পোলানি এবং রাইট আমাদের সমাধান করার জন্য রেখে গেছেন"

আমি কার্ল পোলানি এবং মার্ক্সের দ্বারস্থ হয়েছি।

>রাইট থেকে পোলানি

পোলানি নিজেও প্রকৃত ইউটোপিয়া'র ধারণা যেমন রবার্ট ওয়েনের সাম্প্রদায়িকতা, সমবায়ের প্রবৃদ্ধি এবং গিল্ডের সমাজতন্ত্রের ভ্রূণে মোহিত ছিলেন। তারা সকলে শ্রমের অনিয়ন্ত্রিয়ত পণ্যায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের সামাজিক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। আমরা দেখতে পাই যে, রাইটের প্রকৃত ইউটোপিয়ার ধারণাগুলো পন্যায়নের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন ছিল। এক্ষেত্রে অস্পষ্টতার বিষয়টি হলো পুঁজিবাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক।

পোলানি ফ্যাসিবাদ, স্তালিনবাদ, সামাজিক গণতন্ত্রকে অনিয়ন্ত্রিত বাজারীকরণের রাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন কিন্তু বাজারের মৌলবাদ এবং পুঁজিবাদের পর্যায়ক্রমিক দাবিগুলোর মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ কী? এই প্রশ্নের উত্তরের একটি আকর্ষণীয় সূত্র বিখ্যাত পোলানি প্যারাডক্সে রয়েছে। এটি মূলত; ১৯৭০-এর দশকে শুরু হওয়া বাজারীকরণের তৃতীয় তরঙ্গ; যাকে আমরা নব্যউদারতাবাদ বলি সেটি বুঝতে ব্যর্থ হয়।

আমি একে তৃতীয় তরঙ্গের বাজারীকরণ বলি। কারণ পোলানির নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবরণে একটি নয় বরং দু'টি বাজারীকরণের তরঙ্গ রয়েছে–একটি উনবিংশ শতাব্দীতে মূলত শ্রমের পণ্যীকরণের প্রতিক্রিয়ার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিংশ শতাব্দীতে অর্থের পণ্যায়ন (অর্থায়ন) দ্বারা চালিত হয়েছিল। প্রথমটি সামাজিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার দিকে পরিচালিত করে আর দ্বিতী-য়টি রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া যা ছিল মূলত প্রগতিশীল এবং কিছু সমস্যা-নির্ণয়মূলক। পোলানি ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন।

পোলানি ভেবেছিলেন যে, মানবতা আর কখনও বাজারের মৌলবাদ নিয়ে পরীক্ষা করার সাহস করবে না। মানবতা কখনই অনিয়ন্ত্রিত বাজারের ধ্বংসাত্মকতার ঝুঁকি নেবে না, যাকে তিনি 'কাল্পনিক পণ্য' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন, শ্রম, অর্থ এবং প্রকৃতি। এগুলো এমন পণ্য যার ব্যবহার মূল্য অনিয়ন্ত্রিত বিনিময়ের সাপেক্ষে ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি ভুল করেছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে বাজারজাতকরণের আরেকটি দফা শুরু হয়েছিল। কেন তিনি এই সম্ভাবনা দেখতে পেলেন না? উত্তর, আমি বিশ্বাস করি, তার বাজার মৌলবাদের ধারণাটি ছিল আদর্শবাদী এবং এটি একটি বিপজ্জনক ইউটোপিয়া যা বিপথগামী উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদদের মাথা থেকে তৈরি হয়েছিল।

পোলানির আদর্শবাদ পুঁজিবাদের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণের প্রতি তাঁর বিরূপ অবস্থানের মধ্যেও দেখা যায়। তাঁর এই বিরূপ অবস্থান হচ্ছে পুঁজিবাদ বিকাশের আইনের প্রতি শত্রুতা এবং ফলস্বরূপ শ্রেণি সংগ্রাম। পোলানির দৃষ্টিতে মার্ক্স শোষণ দ্বারা চালিত শ্রেণি সংগ্রামের সম্ভাবনাকে অতিমূল্যায়ন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মার্ক্সের বিবরণে একটি আপাত বিরোধিতা রয়েছে: কিভাবে শ্রেণি সংগ্রাম হতে পারে যখন শোষণ স্পষ্ট নয়, বরং রহস্যময় এবং যখন শ্রমিকদের পুঁজিবাদের সর্বাধিক সম্প্রসারণে বস্তুগত স্বার্থ থাকে?

এই মার্ক্সীয় প্যারাডক্সগুলোর সঙ্গে লড়াই করার পরিবতে পোলানি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন যে, পুঁজিবাদের অধীনে বিচ্ছিন্নতা উৎপাদনের লেন্সের পরিবর্তে পণ্যের লেন্সের মাধ্যমে ভালোভাবে বোঝা যায়। যেখানে মার্ক্সের দৃষ্টিতে পণ্যায়ন উৎপাদনে শোষণকে রহস্যময় করতে কাজ করে, সেখানে পোলানির দৃষ্টিতে পণ্যায়নের ধ্বংসাত্মকতা, বিশেষ করে 'কাল্পনিক পণ্য' অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কিন্তু মার্ক্সীয় তত্ত্বকে ছুড়েফেলার ক্ষেত্রে এবং পণ্যায়নের মাধ্যমে শোষণের ওপর মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে পোলানি পুঁজিবাদের কোনো তত্ত্ব প্রদান করেননি। অতএব, তিনি পুঁজিবাদের স্ববিরোধী বিস্তারের মধ্যে বাজারীকরণের শিকড় দেখতে পাননি। এর জন্য আমাদের মার্ক্সে ফিরে যেতে হবে।

> পোলানি থেকে মার্ক্সে প্রত্যাবর্তন

পণ্যায়ন অবাস্তব উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সৃষ্ট কোনো আনুষঙ্গিক বিষয় নয় বরং এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পুঁজিবাদ তার অতিরিক্ত উৎপাদন এবং মুনাফার পদ্ধতিগত সংকটের সমাধান করে। নতুন বাজার অনুসন্ধানের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অতিরিক্ত উৎপাদনকে ভারসাম্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এ প্রক্রিয়া কেবল পুঁজিবাদের সূচনাতেই নয় বরং পুঁজিবাদের জুড়ে চলতে থাকে। এর সঙ্গে সহিংসতার মাত্রা জড়িত। আমরা সাম্রাজ্যবাদকে বিভিন্ন উপনিবেশগুলোতে সস্তা শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত কাঁচামালের নিষ্কাশন ব্যবস্থা হিসেবে ভাবতে পারি যার ফলে নতুন ভোক্তা বাজার তৈরি হয়। অন্যকথায়, বাজারীকরণের সেই ঢেউ যেখানে পণ্যায়নের প্রসারের মাধ্যমে পুঁজিবাদের সংকটকে মোকাবেলা করা হয়। এক্ষেত্রে পণ্যায়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন পুঁজিবাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে। পণ্যায়ন বিরোধী অবস্থান পুঁজিবাদ বিরোধী হতে পারে। এভাবে আমরা যদি পণ্যায়নের বিভিন্ন তরঙ্গের মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিধ্বংসী রূপটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠি তাহলে পণ্যায়ন পুঁজিবাদ বিরোধী ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে।

মার্ক্স আমাদেরকে পুঁজিবাদের গতিশীলতার একটি তত্ত্ব প্রদান করেন যা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের টিকে থাকার কৌশল হিসেবে পণ্যায়নকে গভীর-তর করার কথা বলে। এক্ষেত্রে মার্ক্সের বক্তব্য হলো, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুধু উৎপাদনের সংগ্রাম থেকে তৈরি হয়েছে। তিনি বাজারীকরণ ও পণ্যায়নকে সম্মিলিত প্রতিরোধের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেননি। মার্ক্স যদি আমাদেরকে পুঁজিবাদের অধীনে বাজারীকরণ তরঙ্গের প্রয়োজনীয়তার একটি বস্তবাদী তত্ত্ব প্রদান করেন, তাহলে পোলানি আমাদেরকে বাজারীকরণ থেকে উদ্ভূত পুঁজিবাদ প্রতিরোধের একটি তত্ত্ব প্রদান করেছেন।

পোলানি এবং মার্ক্সের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আমরা এখন রাইটে ফিরে যেতে পারি। আমরা তাঁর প্রকৃত ইউটোপিয়াকে পণ্য-বিরোধী প্রকল্প হিসেবেদেখতে পারি। মৌলিক আয় অনুদান শ্রমের পণ্যায়নকে চ্যালেঞ্জ করে অংশগ্রহণমূলক বাজেট এবং পাবলিক ব্যাংকিং মূলধন পণ্যায়নকে চ্যালেঞ্জ করে উইকি-পিডিয়া জ্ঞানের পণ্যায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং গ্রামীণ সমবায়গুলো জমির পাশাপাশি শ্রমের পণ্যায়নকে হুমকি দেয়। তাই আমার পরামর্শ হলো প্রকৃত ইউটোপিয়াসমূহের জন্য পণ্যায়নবিরোধী অবস্থান একটি ঐক্যবদ্ধ কাঠামো। পোলোনি যাকে প্রতিবিপ্লব বলেছেন, তারা তারই অংশ হয়ে উঠেছে।

> এজেন্সির প্রশ্ন

মার্ক্স প্রাতিষ্ঠানীকরণের বিরোধী ছিলেন। তাই যেকোনো ধরনের আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। রাইট তাঁর প্রকৃত ইউটোপিয়ার মাধ্যমে একটি সমাধান প্রস্তাব করেছেন। তবে, এক্ষেত্রে ধারণাগুলোর ঐক্য আবশ্যক। পোলানি'র পণ্যায়ন সম্পর্কিত সমালোচনা হচ্ছে এই ঐক্য। কিন্তু পোলানিও পুঁজিবাদের গতিশীলতা ও বাজারীকরণের ক্রমাগত তরঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন। যদিও মার্ক্স পণ্যায়নের ধ্বংসত্মকতাকে ছোট করে দেখেছেন। তবে, সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ ও বাজারীকরণের মধ্যে চূড়ান্ত সংযোগ ঘটিয়েছেন। কিন্তু এই তত্ত্বীয় সংশ্লেষণ আরো সমস্যা তৈরি করেছে।

>>

প্রথমত; পোলানির পণ্যায়নের বিরোধতা ও তথাকথিত প্রতিবিপ্লব কর্তৃত্ববাদ ও ফ্যাসিবাদের জন্মদানের মাধ্যমে রাইটের প্রকৃত ইউটোপিয়ার গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উৎসর্গ করবে। কর্তৃত্ববাদের স্থলে বাজারীকরণের গণতান্ত্রিক সমাধানের নিশ্চয়তা কী হতে পারে?

দ্বিতীয়ত; পোলানি ধরে নিয়েছেন যে, পণ্যায়ন যখন সমাজের জন্য হুমকি হবে; তখন সমাজই এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাবে। আমরা এখন সবকিছুকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিতে পারি না। অন্যকথায়, প্রতিবিপ্লবের ধরন–তা কর্তৃত্ববাদী হোক আর গণতান্ত্রিক হোক না কেন; সেটি নিয়ে দুশ্চিন্তর পাশাপাশি প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবতা নিয়েও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে।

তৃতীয়ত; যখন পণ্যায়নের বিরোধীতা অ-পণ্যায়নের একটি ধরনে পরিণত হয়; তখন এটি শোষণের একটি কার্যকরী কৌশল হয়ে যায়। এভাবে একটি কল্যাণমুলক রাষ্ট্র পুঁজিবাদের সম্মতিতেই তৈরি হতে পারে; এর শোষণ থেকে নয়। এক্ষেত্রে কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে পণ্যায়ন বিরোধিতা পুঁজিবাদ বিরোধিতায় পরিণত হয়?

চুতুর্থত; বাজারীকরণ পণ্যায়নকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। এটি কাল্পনিক পণ্য ও উৎপাদনের উপকরণকে বাজার থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারে। এটি হচ্ছে উৎপাদনের সেই আবর্জনা–যাকে আমি প্রাক্তন-পণ্যায়ন বলেছি। পণ্যায়ন শ্রম, ভূমি, অর্থ, জ্ঞান ও পরিবেশকে ধ্বংস করতে পারে। এ কথা গত পঞ্চাশ বছরের বাজারীকরণের তৃতীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে খুবই সত্য।

পঞ্চমত; আজকের দিনে প্রধান চ্যালেঞ্চ হলো প্রতিবিপ্লবকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া। প্রতিবিপ্লব এখনো জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্যায়ণকে রুখতে পারছে না। আমরা এখনো দ্বিতীয় তরঙ্গের বাজারীকরণ নিয়েই পড়ে আছি; যেখানে আমরা ইতোমধ্যে তৃতীয় তরঙ্গের মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করছি।

এই প্রশ্নগুলো এজেন্সির বিভিন্ন উদ্বেগজনক প্রশ্নে ঘুরপাক খাচ্ছে। যেমন, পুঁজিবাদের হাত থেকে মানবতাকে বাঁচাতে কে যৌথ-কর্মক গঠন করবে? এই সমস্যাটি মার্ক্স, পোলানি এবং রাইট আমাদের সমাধান করার জন্য রেখে গেছেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : মাইকেল বুরাভয় : <burawoy@berkeley.edu>

> তুর্কি সমাজবিজ্ঞান : প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাবনা

এন. বেরিল ওজার টেকিন, ডোগুস বিশ্ববিদ্যালয়, তুরস্ক এবং ইএসএ রিসার্চ নেটওয়ার্ক অন সোসিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিসিনের সদস্য (আরএন ১৬)।

তুরস্কের সমাজবিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গতিশীল চরিত্র, কিছু নির্দিষ্ট বিষয় এবং আলোচনার ক্ষেত্র রয়েছে। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজ, রাজনীতি, নীতি, পরিবেশগত সমস্যা, দৈনন্দিন জীবন ও ভোগ্যপণ্য সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় তুরস্কের অনন্য সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক গতিশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা অর্জিত পার্থক্যের পাশাপাশি, মহামারীটি সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলনকেও প্রভাবিত করেছে। মহামারীর সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশের দ্বারা অনুভূত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধা ও ব্যবসা করার এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিবর্তিত ধারাগুলো বর্তমানে অধীত বিষয়গুলোতে একটি মহামারী কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈষম্যের ওপর অধিক মনোযোগ এনেছে।

এই বিভাগের নিবন্ধনগুলো তুরস্কের সামাজিক বাস্তবতা এবং সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন গুলো সম্পর্কে অধিকতর ভালো ধারনা প্রদান করে

আসলি টেলসেরেন 'তুরস্কে লিঙ্গ অসমতা এবং নারীবাদ' শিরোনামে তাঁর নিবন্ধে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি, তিনি বর্তমান প্রতিবন্ধকতার দিকে ইঙ্গিত করেন এবং দেখান যে কিভাবে মহামারী-সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলো লিঙ্গ ব্যবধানকে আরও গভীর করেছে এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং নারীহত্যা বাড়িয়েছে। নিবন্ধটি আরও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহামারীটি মহিলাদের শ্রমের গুরুত্ব প্রকাশ করেছে– অর্থপ্রদান এবং অবৈতনিক উভয় শ্রমের ক্ষেত্রেই।

ডিকলে কয়লান 'তুরস্কে কোভিড-১৯ এবং মধ্যবিত্তের ভোগ মানসিকতা' রচনায় মহামারীর পরে ভদ্রবেশী কর্মীদের নতুন কাজের ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিবন্ধটি কাজের পরিবেশ এবং অভ্যাসের প্রেক্ষিতে বাড়ি থেকে কাজ করার মাধ্যমে আনা পরিবর্তনগুলোর ওপর, দীর্ঘ সময়ের কাজের প্রেক্ষিতে পরিচালকদের কাছ থেকে প্রত্যাশা বৃদ্ধি, কর্মীদের ওপর বর্ধিত চাপ এবং ভোগ মানসিকতার পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে।

'তুরস্কের পরিবেশবাদের সমাজবিজ্ঞান'-এ ওজকান ওজতুর্ক এই দেশের পরিবেশগত সমস্যার সামাজিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, তুরস্কের বর্তমান নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দল একেপি(জাস্টিস অ্যান্ডডেভেলপমেন্ট পার্টি) প্রশাসনের রাজনীতি পরিবেশগত সমস্যা বাড়িয়েছে; যার ফলে তারা জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশকে প্রভাবিত করছে, যেমনটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো জ্বালানি প্রকল্পগুলোতে দেখা যায়। এটি ইন্টারনেটের প্রভাবের কারণে পরিবেশবাদী আলোচনাকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে অনুরণিত করতে সক্ষম করেছে।

ইকনুর হাসিসফতাগলু তাঁর 'তুরস্কের মতাদর্শগত সংঘর্ষে বন্দী নারী' শিরোনামের নিবন্ধে লিঙ্গ বৈষম্যের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি খেলাধুলার অঙ্গনে লিঙ্গ এবং শরীরের গঠনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে, নিবন্ধটি জোর দেয় যে, যখন নারীর দেহ রাজনৈতিক বিতর্কের ক্রীড়ানক হতে থাকে; তখন নারীরা তাদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য সংগ্রাম করে।

'তুরস্কে মহামারী এবং ডিজিটাল অভিবাসী' শীর্ষক রচনায় এন. বেরিল ওজার টেকিন মহামারী চলাকালীন ক্রমবর্ধমান বয়সবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বয়স্কদের (তথাকথিত 'ডিজিটাল অভিবাসী') জন্য ইন্টারনেট এবং স্মার্ট ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি দেখান যে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুরস্কে বর্জন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং বৈষম্য হ্রাস করা যেতে পারে এবং এই বিষয়ে পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

আশা করি, আপনি অধ্যায়টি উপভোগ করবেন। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
এন. বেরিল ওজার টেকিন : <btekin@dogus.edu.tr>

> তুরস্কে লিঙ্গগত বৈষম্য বা সমতা এবং নারীবাদ

আসলি টেলসেরেন, ডগাস বিশ্ববিদ্যালয়, তুরস্ক এবং ল্যাবরেটরি ফর সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল চেঞ্জ টিচিং, ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ফর ফেমিনিস্ট স্টাডিজ (LCSP-CEDREF), প্যারিস-সিটি ইউনিভার্সিটি, ফ্রান্স।

৮ মার্চ তুরস্কে একটি বিক্ষোভ। মহামারীর প্রেক্ষাপটে নারীবাদী প্রতিবাদকে রাস্তায় আনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সামাজিক গঠন হিসেবে, লিঙ্গ বলতে সামাজিক ভূমিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পার্থক্যকে বোঝায়; যা সময় এবং স্থান এর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। সমাজের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চাহিদা অনুসারে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্মিত হয় এবং লিঙ্গ শাসনগুলো আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য এবং শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ করে। অতএব, বৈষম্য প্রাকৃতিক বা জৈবিকভাবে না বরং সামাজিকভাবে নির্মিত হয় ।

লিঙ্গ সমতা বলতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদগুলোতে প্রবেশের সমান সুযোগ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সুযোগগুলোকে বোঝায় যা মৌলিক মানবাধিকারগুলোর মধ্যে একটি। সমাজবিজ্ঞানী নিলয় চাবুক কায়া এটাকে সামাজিক জীবনের প্রতিটি মাত্রায় নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন । সেই প্রেক্ষাপটে, লিঙ্গ সমতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে, সে সিআইএস হোক বা ট্রান্স নারী এবং পুরুষ; প্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু; কর্মরত বা বেকার এবং অন্যান্য। অতএব, এটি রাজনৈতিক জীবনে সমান প্রতিনিধিত্বের চেয়ে বেশি এবং নারীবাদী আন্দোলন ও LGBTIQ+ আন্দোলনের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। তুরস্কের প্রদত্ত পরিস্থিতি এবং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক যৌন সহিংসতা, নারীহত্যা, মজুরি ব্যবধান এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্যসহ নারী ও খএইঞওছ+ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সমস্ত ক্ষতিকারক অভ্যাস নির্মূল করা প্রয়োজন। এই নিবন্ধটি ২০২১ সালের শেষ পর্যন্ত তুরস্কের লিঙ্গগত বৈষম্য বা সমতার বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবে।

> তুরস্কে লিঙ্গগত বৈষম্য বা সমতার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

লিঙ্গগত বৈষম্য বা সমতা (প্রধানত লিঙ্গগত সমতার প্রেক্ষিতে) নিয়ে যুক্তিতর্ক এবং আলোচনা করতে হলে অটোমান সাম্রাজ্যের আধুনিকীকরণের সময়কাল এবং তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তির সময়কালে ফিরে যেতে হবে। সের-পিল সানকার এবং আয়সা বুলুট তাঁদের আলোচনায় ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকের প্রজাতন্ত্রী সংস্কারগুলোতে নারীদেরকে আধুনিকীকরণের প্রতীক এবং তুর্কি সমাজের আধুনিক মুখ হিসেবে চিত্রিত করেছেন । এইভাবে, লিঙ্গভিত্তিক সমতা নীতিগুলো অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য না হয়ে আধুনিকীকরণ বা সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। যদিও এই সময়ে একটি কাঠামো হিসাবে পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল; তবে, ভোটের অধিকার এবং নাগরিক বিধিসহ নারী ও পুরুষের সমতা সম্পর্কিত একাধিক আইন পাস করা হয়েছিল। এই সংস্কার সত্ত্বেও, সামাজিক স্তরে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়নি,এবং লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান ছিল।

১৯৮০-এর দশকের শেষ থেকে লিঙ্গভিত্তিক সমতা জোরদার করার জন্য নারী সংগঠনগুলো এবং নারীবাদী আন্দোলন একটি অপরিহার্য ভূমিকা অর্জন করেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ল্যান্ডস্কেপ গঠনে তাদের বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠে। ১৯৯০-এর দশকে, নারীবাদী প্রচেষ্টার ফলে নারীরা আইনি ও সামাজিক-উভয় সুবিধাই পেতে শুরু করে।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পদে সমান প্রবেশাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণ এবং সমাবেশে নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির মতো নারীর মানবাধিকার পূরণের জন্য নারীবাদী সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। এই সময়ের মধ্যে নারীবাদীরা পরিবারে নারীর স্থান এবং বিদ্যমান পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। তারা যৌনতা, পুরুষের আধিপত্য, গার্হস্থ্য সহিংসতা এবং অবৈতনিক গৃহকর্মের মতো বিষয়গুলোতেও মনোনিবেশ করেছিল। এই বিষয়ে তারা পিতৃতন্ত্রের ভূমিকা এবং পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। তাদের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ। কেননা, তাদের প্রচেষ্টায় লিঙ্গ বৈষম্যের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমাধানের জন্য সম্পদ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।

> সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ

১৯৮০-এবং ১৯৯০-এর দশকে নারীবাদীদের প্রচেষ্টার কারণে নারীবাদী আন্দোলন সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে। ২০০০-এর দশকে এবং তার পরের সময়গুলোতে যে সমস্ত নারীরা, তাদের ধর্ম,

>>

জাতি, শ্রেণি, যৌন অভিমুখীতা ও বয়স নির্বিশেষে এবং যারা পিতৃতন্ত্র ও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোকে একটি সমস্যা হিসাবে দেখে মূলত তারাই নারীবাদী আন্দোলনের প্রধান চরিত্র হিসেবে প্রতীয়মান হয়। হিল-কলিন্স (১৯৯০) যেমন যুক্তি দিয়েছেন যে, আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে অস্পষ্ট এবং রাজনৈতিক সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে লিঙ্গ, শ্রেণি এবং জাতিগততা অন্যতম। শ্রেণি, যৌন অভিমুখীতা, বয়স, ধর্ম, স্বাস্থ্যের অবস্থা, নাগরিকত্বের বন্ধন ইত্যাদি নারীর অভিজ্ঞতাকে আলাদা করে দেখে। নারীবাদীরা পরস্পর বিজড়িত ক্ষমতা সম্পর্ক এবং নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে যোগসূত্র নিয়ে নিয়মিত প্রশ্ন করে চলেছেন। তুরস্কের নারীবাদী আন্দোলনের ছেদযুক্ত চরিত্রকে আন্দোলনের শক্তির মূল কারণ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

আমরা যখন ২০০০-এর দশকে নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ার দিকে তাকাই; তখন এটা স্পষ্ট যে, লিঙ্গ রাজনীতি ১৯৯৯–সালে হেলসিঙ্কি শীর্ষ সম্মেলনের পর শুরু হওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তুরস্ক তাঁদের তুর্কি দণ্ডবিধি এবং সিভিল কোডের সংশোধন এবং ইস্তাম্বুল কনভেনশনের আয়োজনসহ নারীদের অধিকারে অগ্রগতির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রথম ইউরোপীয় কনভেনশন যার লক্ষ্য ছিল যৌন অভিমুখ নির্বিশেষে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং গার্হস্থ্য সহিংসতা ছাড়া একটি অঞ্চলকে সুরক্ষিত করা এবং তুরস্ক ছিল ইস্তাম্বুল কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ। নথিটিকে LGBTIQ+ ব্যক্তিদের জন্য একটি নিশ্চয়তা হিসাবে দেখা যেতে পারে। কনভেনশন অনুমোদন করার পরপরই, তুরস্ক ২০১২ সালে তার নিজস্ব সংশ্লিষ্ট আইন নং ৬২৮৪ পাস করেছে।

যাই হোক, ২০১২ সালের পর ডি-ইউরোপিয়ানাইজেশন নীতিগুলোর সঙ্গে এই সংস্কারগুলোও মন্থর হয়ে গেছে। এই সময়কালে একটি সমতাবাদী আলাপ থেকে একটি রক্ষণশীল আলাপে রূপান্তরের সঙ্গে মিলে যায়। সেই সময়ের নব্য উদারনীতির সঙ্গে পরিবারের গুরুত্ব এবং পরিবারের মধ্যে নারীর ভূমিকা নিয়ে ছিল বাগ্মিতা যা পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো পুনঃসংহত করার জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। ২০২১ সালে তুরস্ক, ইস্তাম্বুল কনভেনশন ত্যাগকারী প্রথম দেশ হয়ে উঠে এবং এটি তুর্কি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অনুমোদন ছাড়াই করা হয়েছিল।

গত কয়েক দশকের অগ্রগতি সত্ত্বেও, রাজনীতিতে ও কর্মক্ষেত্রে নারীর নিম্ন প্রতিনিধিত্ব, নারীর উচ্চ বেকারত্বের হার, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং নারীহত্যাসহ অনেক হুমকি রয়ে গেছে। অধিকন্তু, কোভিড-১৯ মহামারী লিঙ্গ সমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে জানা যায় যে, মহামারীটি নারীদের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে। লকডাউন ব্যবস্থার কারণে অনেক নারীকে অনিরাপদ অবস্থায় থাকতে হয়েছিল এবং তাদের জন্য পরিষেবাগুলো গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

তুরস্কের মতো দেশগুলোতে, যেখানে শ্রমের বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রচলিত এবং গোঁড়া নিয়মকে সাধারণ মনে করা হয় এবং যেখানে পরিচর্যার কাজ প্রধানত নারীদের ওপর বর্তায় যখন পুরুষরা পরিবারের জন্য জোগান দেয়। বাস্তবে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং উন্নয়ন সত্ত্বেও কোভিড-১৯ মহামারী লিঙ্গ ব্যবধানকে আরও গভীর করেছে এবং নারীদেরকে অসম বোঝা বহন করতে বাধ্য করেছে। যদিও সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মহামারীর সময়ে পুরুষরাও গৃহকর্মে বেশি সময় ব্যয় করেছে। একই গবেষণায় দেখা গেছে যে, গৃহকর্মে পুরুষের অংশগ্রহণ নারীদের বোঝা কমাতে পারেনি। আসলে, মহামারীটি নারীদের শ্রমের গুরুত্ব প্রকাশ করেছিল। যদিও ঘরের বাইরে জীবন স্থবির হয়ে পড়েছে; যেমন মেলদা ইয়ামান উল্লেখ করেছেন, নারীরা বেতন ও অবৈতনিক ক্ষমতায়, শ্রম শক্তির পুনরুৎপাদন এবং বাড়িতে শিশু ও প্রবীণদের যত্ন নেওয়ার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । কোভিড-১৯–এর অর্থনৈতিক প্রভাবে তারা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; যেহেতু তারা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অনিরাপদ শ্রমবাজারে কাজ করে। এই সমস্ত কারণগুলো সরকারী এবং ব্যক্তিগত উভয় জায়গায় নারীদের দূর্বল করে তোলে এবং লিঙ্গ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বাধা তৈরি করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
আসলি টেলসেরেন : <telserena@dogus.edu.tr>

১. BBC News Türkçe, Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, Türkiye'de neden tartışma yaratıyor? https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-49679143 **(সাক্ষাৎকারটি তুর্কি ভাষায়। ১৭ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশকৃত)**

২. Sancar, S. and Bulut, A. (2006) Turkey: Country Gender Profile, Final Report, https://www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/gender/background/pdf/e06tur.pdf **(৯ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশকৃত)**.

৩. See İlkkaracan, İ. and Memiş, E. (2021) "Transformations in the gender gaps in paid and unpaid work during the COVID-19 pandemic: findings from Turkey." Feminist Economics. 27 (1-2), 288-309, https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1849764, **এবং** Hızıroğlu-Aygün, A., Köksal, S. and Uysal, G. (2021) "Covid-19 pandemisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği: ev işlerini kim yaptı? Çocuklara kim baktı?". İstanbul Politikalar Merkezi. Sabancı Üniversitesi. https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20210401-19040880.pdf **(প্রবন্ধটি তুর্কি ভাষায়).**

৪. Yaman, M. (March 7, 2021) "Pandeminin içinden: kadınların yeniden üretim emeği." Birgün, https://www.birgun.net/haber/pandeminin-icinden-kadinlarin-yeniden-uretim-emegi-336621 **(প্রবন্ধটি তুর্কি ভাষায়).**

> কোভিড-১৯ এবং তুরস্কের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভোগকৃত দ্রব্যের ব্যবহার

ডিক্লে কওইলান, ডোগাস বিশ্ববিদ্যালয়, তুরস্ক।

কৃতজ্ঞতাঃ ট্রান মাউ ত্রি ট্যাম, ক্রিয়েটিভ কমন্স

কোভিড-১৯ অতিমারী আমাদের সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও দৈনন্দিন জীবনকে আকস্মিক ও দ্রুতগতিতে পরিবর্তন করেছে। একের পর এক সামাজিক জীবনের ওপর সরকারের পক্ষ থেকে বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে সামাজিক দূরত্ব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ধারণাগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে। ব্যবসা থেকে অবসর যাপন পর্যন্ত যেখানে আমরা সামাজিকভাবে একত্রিত হই; সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জীবন পদ্ধতির পুনবিন্যাস হয়েছে এবং এর ফলে, আমাদের রুটিন, জীবনযাপন ধারা এবং ভোগের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে।

হঠাৎ এই পরিবর্তন বিশেষ করে, মধ্যবিত্ত হোয়াট কলার কর্মজীবিদের মধ্যে লক্ষণীয় অতিমারীর পূর্বে যারা রুটিন মেনে কাজ করতো, ট্রাফিক জামের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতো, সরাসরি মিটিং করতো, অফিসে নির্দিষ্ট সময় মেনে কাজ করতো এবং নিয়মিত পাব্লিক স্পেসে যেতো। নিঃসন্দেহে, কোভিড-১৯ অতিমারী সমাজের সকল স্তরের মানুষের দৈনন্দিনের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলছে। তবে, পরিবর্তনটি অধিকতর স্পষ্ট হয় সমাজের হোয়াট কলার কর্মজীবীদেরওপর যারা বাড়িতে বসে কাজ করে। এই পরিবর্তনটি অবশ্যই সম্ভব হয়েছে বড় বড় সংস্থা ও সংগঠনের ডিজিটাইলেজেশন প্রচেষ্টার মাধ্যমে, অতিমারীর সময়ে যা বিলাসিতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই বিকল্পটি কেবল মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হোয়াট কলার কর্মজীবীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল, নিম্নবিত্তরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি ।

কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় তুরস্কের ব্লু-কলার শ্রমিক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা সবচেয়ে ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে অদক্ষ শ্রমিক ছিল যাদের বেতন কম ও কর্ম পরিবেশ ভালো ছিল না। যেমন, ডেলিভারি ড্রাইভার, মাংস শিল্পের শ্রমিক ও সুপার মার্কেটের ক্যাশিয়ার এবং নির্মাণ শ্রমিক; যাদের উচ্চ সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে। তাদের কাজের ধরন সাধারণত ডিজিটালেজেশন বা বাড়ি থেকে কাজ বা নমনীয় ছিল না; ফলে কোভিড-১৯ তাদের কর্মজীবনকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে নাই। অন্যদিকে, তাদের সামাজিক রুটিন, জীবনযাপনের ধারা, ভোগের অভ্যাস এবং যেখানে মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া হয়; যেমন একটি ক্যাফেতে জমায়েত হওয়া বা বিয়ে বাড়িতে অংশগ্রহণ করা অবশ্যই অতিমারী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের ভুলে যাওয় চলবে না যে, পুঁজিবাদী সমাজের মূল ফোকাস হচ্ছে, কাজের টেকসহিতা। তাই যতটা সম্ভব পূর্বের মতোই নিম্নবিত্তের কর্মজীবন চলতে থাকে।

> হোয়াইট কলার শ্রমিকদের ওপর প্রভাব

উচ্চশ্রেণি ও ধনী অভিজাত শ্রেণিরা এই অতিমারীর সময়ে তাদের অভ্যাসগত বিলাসিতার জন্য অতিমারী থেকে বেঁচে গেছে; বিপরীতে নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে এর নেতিবাচক প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছে। আমি মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে, হোয়াইট কলার শ্রমিকদের ওপর গুরুত্ব দেই; মহামারী চলাকালীন তারা বেকার ছিল না। তবুও,তারা অন্যদের মতোই সমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কিন্তু তাদের কষ্টকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি বরং উপেক্ষা করা হয়েছে। তাদের চাকুরিকে ডিজিটাইজেশন করার সময় তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাদের কাজের পদ্ধতির পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে তাদের পুরো জীবনকে প্রভাবিত করেছে।

হোয়াট কলার শ্রমিকেরা সাধারণত অফিসে যায় ও মুখোমুখি মিটিংয়ে অংশ-

>>

গ্রহণ করার ফলে মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া হয়। যাই হোক, অতিমারী এই প্রয়োজনীয়তাগুলোকে খুব দ্রুত উপায়ে পরিবর্তন করেছে। কর্মজীবনসহ জীবনের সকলক্ষেত্রে; যেখানে মানুষের (মুখোমুখি) মিথস্ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তা নিষিদ্ধ বা সীমিত ছিল। অতএব, হোয়াইট-কলার কর্মীরা হঠাৎ করে বাড়িতে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বাড়ি থেকে কাজ করার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। তাদের একটি নতুন দৈনন্দিন জীবন প্রণালী গড়ে উঠেছিল। ফলে, তাদের ব্যাপক মাত্রায় ভোগের অভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে।

এটা আশ্চর্যের নয় যে, অতিমারীর ফলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার জন্য মানুষেরা মূলত বাড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং কম ভোগের দিকে ঝুঁকেছে। সীমাবদ্ধতা, বিধি-নিষেধ এবং লকডাউন মানুষের জনসমাবেশে প্রবেশ হ্রাস করেছে। মানুষেরা খুব কমই খাবার খেতে বা জমায়েতের জন্য বাইরে যায় বা বিয়েতে অংশ নেয়, বন্ধুকে দেখতে বা বড় শপিং মলে কেনাকাটা করতে বের হয়। এর অর্থ হলো যে, বিলাসিতা এবং দৃষ্টি আকর্ষক ব্যবহার (বিলাসী পণ্য ও পরিষেবার জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং বিশেষভাবে, অর্থনৈতিক শক্তির প্রকাশ্য প্রদর্শন হিসাবে ব্যবহার) হ্রাস পেয়েছে। মানুষেরা সাধারণত দামী জামাকাপড়, হাইহিল জুতা, একটি বিলাসবহুল পারফিউম বা প্রসাধনী কিনতেই বাইরে যায়। যদি তারা অন্যদের জনসমাবেশে না দেখে, যেমন শপিং স্ট্রিট বা প্লাজার অফিস; তাহলে তারা দৃষ্টি আকর্ষক ব্যবহারের প্রতি ঝুঁকবে না। যদি সর্বজনীন প্রদর্শনের জন্য কোনো সুযোগ না থাকে, তাহলে কোনো দৃষ্টি আকর্ষক ব্যবহরের জন্য খরচ হবে না।

দৈনন্দিন জীবন ও ভোগের রূপান্তরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধানের বিষয় কর্মস্থল ও বাড়ির মধ্যে পার্থক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহামারীর জন্য কর্মস্থল বাসার একটি রুমে পরিণত হয়েছে। কাজের সময় এবং অবসর সময় আগের চেয়ে কাছাকাছি এসেছে, অফিসের জায়গা ও অফিসের সময়গুলো থেকে বাড়ি ও অবসর সময়গুলোর পার্থক্য ঝাপসা হয়ে এসেছে। বাড়ি এমন একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যা একটি সম্পূর্ণ জীবনকে ধারণ করে। কর্ম এবং গৃহ জীবনের ক্রমবর্ধমান মিলনের ফলে মধ্যবিত্ত হোয়াইট কলার শ্রমিকদের পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। অফিসে কাজ করা থেকে বাড়িতে কাজ করার অর্থ হলো যেকোনো ব্যক্তিকে যেকোনো সময় কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হোয়াট-কলার কর্মীরা বলেছেন যে, মহামারীর সময় থেকে তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং পরিচালকরা তাদেরকে রাতেও ই-মেইল পাঠান, এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আশা করেন। ম্যানেজারদের প্রত্যাশা পরিবর্তিত হয়েছে। তারা চায় যে সমস্ত হোয়াইট-কলার কর্মীরা যেকোনো কাজের জন্য যেকোনো সময়ে প্রস্তুত থাকবে। যেমন, মিটিং, বিপণন পরিকল্পনা তৈরি করা, ই-মেইল লেখা, প্রতিবেদন তৈরি করা ইত্যাদি। এই অস্পষ্ট কর্মঘন্টাগুলো ব্যক্তিগত জীবনকে সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। কর্মীরা তাদের পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে পরিকল্পনা করতে পারে না। এমনকি, সরাসরি সম্প্রচার দেখার পরিকল্পনাও করতে পারে না। এটি অনুপ্রেরণার অভাব, মানসিক চাপ এবং বিষণ্নতা বৃদ্ধি করছে।

সংক্ষেপে, কোভিড-১৯ অতিমারী ইস্তাম্বুলের মধ্যবিত্ত হোয়াইট-কলার কর্মীদের দৈনন্দিন জীবন এবং ভোগের অভ্যাসকে সরাসরি প্রভাবিত এবং পরিবর্তন করেছে । ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : ডিক্লে কওইলান : <dkoylan@dogus.edu.tr>

> তুরস্কের পরিবেশবাদের সমাজবিজ্ঞান

ওজকান ওজতুর্ক, কারাবুক বিশ্ববিদ্যালয়, তুরস্ক।

পরিবেশবাদ কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে পরিবেশগত কার্যক্রম ও সুশীল সমাজকে একত্র করতে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে।
কৃতজ্ঞতাঃ কনজারডিজাইন/পিক্সাবে, ক্রিয়েটিভ কমন্স

তুরস্কের কার্যধারা এবং রূপগুলো দেশের সামাজিক রূপান্তরের পাশাপাশি রাজনীতির সঙ্গে সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে। পরিবেশবাদের রূপান্তরের মাধ্যমে, রাজনৈতিক বিতর্ক ছাড়াও সুশীল সমাজের বিকাশ, নব্য উদারনীতিবাদের আদর্শিক রূপ এবং শ্রেণি বিভেদ দ্বারা সৃষ্ট সামাজিক বিভাজনের সংগ্রাম অনুসরণ করা সম্ভব।

যদিও তুরস্কের পরিবেশগত সমস্যার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস ১৯৭০-এর শেষের দিকে খুঁজে পাওয়া যায়; তবে, একটি সুসংগঠিত পরিবেশবাদের উত্থান শুধু ১৯৮০-এর শেষের দিকে সম্ভব হয়েছিল। সংগঠিত পরিবেশবাদের এই প্রথম সময়টি ১৯৮০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা উৎপাদিত সামাজিক সংগঠনের মনস্তাত্ত্বিক বাধাগুলো ধ্বংস করতে এবং ৭০-এর দশকে প্রতিবাদের ভাষা পুনরুদ্ধার করে একটি নতুন রাজনৈতিক মাঠ গঠনে উভয়ই অবদান রেখেছিল; যা রাজনীতি এবং অর্থনীতির সঙ্গে পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে যুক্ত করেছিল। সেই সময়ের রাজনৈতিক ভাষার বাইরে অখণ্ডতার ওপর জোর দিয়ে পরিবেশবাদী বক্তৃতা, গ্রীণ পার্টি দ্বারা সরাসরি রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাই হোক, এই প্রচেষ্টা নব্য পরিবেশবাদের কারণে নাতিদীর্ঘ ছিল; যদিও এটি একটি উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, একটি সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত অনুশীলনে আটকে ছিল এবং জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছায়নি। এই ব্যর্থ রাজনৈতিক প্রচেষ্টার পরে, পরিবেশগত বেসরকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পরিবেশগত আলোচনা বিভিন্ন প্রকারে উৎপাদিত হতে থাকে।

> ১৯৯০-এর দশক : পরিবেশবাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

১৯৯০-এর দশক, যখন পরিবেশবাদ সুশীল সমাজের একটি উপাদানে পরিণত হয়েছিল; সেই বছরগুলোও ছিল যখন পরিবেশগত মূল্যবোধগুলো মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সঙ্গে একীভূত হয়েছিল এবং যখন পরিবেশবাদ জনসাধারণের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে পরিবেশগত সংস্থাগুলো পরিবেশগত সমস্যাগুলোর বিষয়ে রাজনৈতিক দাবিগুলো তৈরি করে এমন সামাজিক সংগঠনগুলোর বাইরে চলে গেছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে গতিশীল একটি বিস্তৃত নাগরিক সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পরিবেশবাদ নাগরিক সমাজের একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে উঠেছে। সুশীল সমাজে পরিবেশবাদের একটি শক্তিশালী প্রভাবের দু'টি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত; অরাজনৈতিকভাবে পরিবেশবাদের সামাজিক ভাবমূর্তি অভ্যুত্থান প্রক্রিয়ার সময় বিরাজনীতিকরণ করা ব্যক্তিদের সামাজিক সংগঠনে পুনঃঅন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম করে। দ্বিতীয়ত; সারাদেশে শিল্প ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণের সঙ্গে পরিকল্পিত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে তৈরি করা বক্তৃতা এটাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পরিবেশগত সমস্যাগুলো আঞ্চলিক নয়-জাতীয়, এবং এর সামাজিক প্রচলনকে ত্বরান্বিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সময়ের সবচেয়ে সুপরিচিত পরিবেশগত প্রতিরোধ হিসাবে বারগামা সোনার খনির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মধ্যবিত্তের মধ্যে পরিবেশবাদী আলোচনার প্রসারে অবদান রেখেছিল। পরিবেশবাদ এই সময়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের ওপর ভিত্তি করে একটি মেরুদণ্ড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

সুশীল সমাজের ওপর জোর দেওয়া বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠন এবং পরিবেশবাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সক্ষম করে। এই সময়কাল, যাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সময় বলা যেতে পারে; পরিবেশগত সংস্থাগুলোর জন্য বিশেষ আগ্রহের বিকাশ এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ায় জড়িত

>>

তুরস্কে পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন। কৃতজ্ঞতাঃ ওজকান ওজতুর্ক।

হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিল। কৃষি সমস্যা, প্রাকৃতিক জীবন রক্ষা এবং ক্ষয় মোকাবেলা করার মতো বিভিন্ন এবং নির্দিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিবেশগত বেসরকারী সংস্থাগুলো শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রগুলোতে জড়িত থাকার জন্য সামাজিক সচেতনতা এবং পরিবেশের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে কাজ করে। সচেতনতা বাড়ানোর কার্যক্রমে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল শিশু, তরুণ, এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পরিবেশগত শিক্ষা কার্যক্রম পরবর্তী বছরগুলোতে উচ্চ সচেতনতাসহ একটি সামাজিক গোষ্ঠী তৈরি করার প্রচেষ্টার অংশ ছিল।

এছাড়াও একই সময়ে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করে এমন পরিবেশগত বেসরকারী সংস্থাগুলোই নয়, রাজনীতিকে সরাসরি লক্ষ্যবস্তু করে এমন পরিবেশ আন্দোলনগুলোও শক্তিশালী হয়েছিল। পরিবেশগত আন্দোলন যেগুলোর আর্থিক সংস্থানগুলোর অভাব রয়েছে এবং তাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশবাদের জন্য উপলব্ধ প্রচারের উপায়গুলো পরিবেশগত সমস্যাগুলোর রাজনৈতিক মাত্রার ওপর জোর দেওয়া অব্যাহত রেখেছে; বিশেষ করে, স্থানীয় সমস্যাগুলোর প্রকাশের জন্য যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি এবং স্থানীয় প্রতিবাদ বিক্ষোভের মাধ্যমে। পরিবেশগত আন্দোলন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশবাদের রাজনৈতিক-বিক্ষোভ মনোভাবের মধ্যে সাধারণ ধারক; যেটি তার রাজনৈতিক বিষয়বস্তু থেকে পরিবেশবাদকে আলাদা করতে আগ্রহী ছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশগত সমস্যার প্রতি বৃহত্তর দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

> ২০০০-এর দশক : পরিবেশবাদের পেশাদারিকরণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়া যা ১৯৯০-এর দশকে গতি অর্জন করেছিল; ২০০০-এর দশকে পরিবেশবাদের জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছিল। পরিবেশবাদী সংস্থাগুলোর এজেন্ডাগুলোতে ১৯৯০-এর তুলনায় আরও বিশদ লক্ষ্য রয়েছে, সেই সঙ্গে এই লক্ষ্যগুলোতে পৌঁছানোর জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলো চিহ্নিত করা। এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ যা পেশাদারিকরণ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি তাদের আদর্শিক অবস্থানের বৌদ্ধিক কাঠামোকে স্পষ্ট করেছে। যাই হোক, অনেক নতুন 'পরিবেশবাদী' সংস্থাগুলো যেগুলো বড় কোম্পানিগুলোর ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা পুঁজির বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি গৃহপালিত পরিবেশবাদের প্রচার তৈরি করেছিল। পরিবেশবাদের প্রতি এই আগ্রহ বড় কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিশেষ করে, ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি যখন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একেপি) তার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে একত্রিত করে, রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় সংগঠন যারা তাদের সামাজিক প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল; তারা ধর্মীয়-পরিবেশগত বক্তৃতা দিয়ে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটি ধর্মীয় বক্তৃতার উল্লেখটি একটি সাধারণ কল্যাণের কাঠামোর মধ্যে পরিবেশগত সমস্যাগুলো সমাধান করার পরিবর্তে বর্তমান সংযোগের মধ্যে পুনর্মিলনের পরামর্শ দিয়েছে।

২০০০-এর দশকও সেই বছরগুলোর মধ্যে ছিল যখন পরিবেশবাদ এবং পরিবেশগত সমস্যার সামাজিক আগ্রহ মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্টারনেটের মতো যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিবেশবাদী বক্তৃতাকে একটি বিস্তৃত সামাজিক ভিত্তিতে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যাই হোক, আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃহত্তর সামাজিক গোষ্ঠী পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়েছে এই কারণে যে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী একেপি-এর পরিবেশ নীতিগুলো যা সমন্বয় থেকে দূরে, ক্রমাগত এই সমস্যাগুলোকে গভীরভাবে তৈরি করে। উদাহরণ হিসাবে, যেমন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো যে অঞ্চলে স্রোতের ওপর তৈরি করা হয়েছে এবং এই অঞ্চলের শত শত গ্রামের ক্ষতি, বা খনিজ অনুসন্ধান কাজের মাধ্যমে জাতীয় উদ্যান লুণ্ঠন, স্থানীয় জনগণকে রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের সঙ্গে পরিবেশগত সমস্যার মত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করেছে।

এটি সত্য যে, পরিবেশগত সমস্যাগুলো আজ অনেক বেশি লোকের দ্বারা অনুভব করা হয়েছে; যেটা পরিবেশবাদী বক্তৃতাগুলোকে সুশীল সমাজ এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই সামনে নিয়ে আসে। সেই অর্থে, পরিবেশবাদ কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি পরিবেশগত সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভূমিকা নিয়েছে। এই ভূমিকাটিকে রাজনৈতিক প্রকৃতিতে হ্রাস করার অর্থ হবে তুরস্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে পরিবেশবাদের দিকের পথকে উপেক্ষা করা। সরাসরি রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর জোর দিয়ে নাগরিক উদ্যোগের বিকাশ এবং পরিবেশগত শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম শুরু করাও পরিবেশবাদের সামাজিক মানকে শক্তিশালী করেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
ওজকান ওজতুক : <ozkanozturk@karabuk.edu.tr>

> তুরস্কের মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের ফাঁদে নারীর শরীর

ইলকনুর হ্যাসিসফটওগলু, ইস্তাম্বুল বিগলি বিশ্ববিদ্যালয়, তুরস্ক।

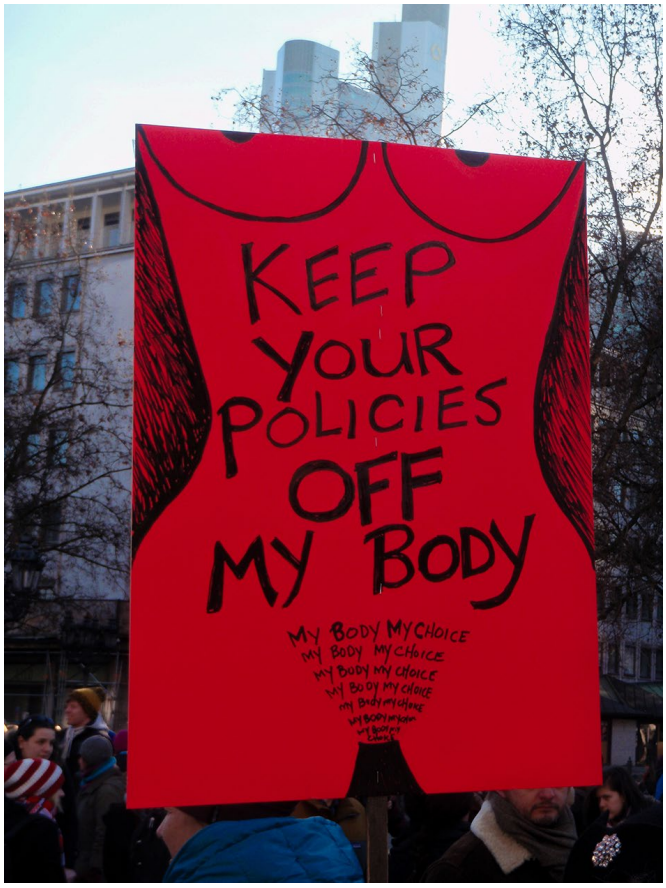

২০১৭ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট এ নারীদের পদ-যাত্রায় নারীর শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করার নীতির প্রতিবাদে পোস্টার। কৃতজ্ঞতাঃ উইকিমিডিয়া কমন্স।

বিশ্বের নানা দেশের মতো তুরস্কের ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরেই নারীর শরীর নানা রাজনৈতিক বিতর্কের মূলে রয়েছে । এই নিবন্ধে আমি নানা উদাহরণের মাধ্যমে নারীর শরীর কিভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পটভূমি হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্ক গঠনের শুরুতে ঐ শাসনামল নারীকে 'নতুন নারী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল । নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং তাদের শারীরিক অনুষঙ্গ; যেমন, পোশাক নির্বাচন, খেলাধুলায় অংশ-গ্রহণ, শরীরচর্চা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট ফর্মুলার বা ছকের মধ্যে আনা হয়েছিল। জাতির প্রতি নারী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য তার শারীরিক পরিচয় এবং সে সংক্রান্ত বিবিধ চর্চার মাধ্যমে পূরণ করতো ।

এ সময়ে নব্য প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের মূল্যবোধ বিষয়ক আলোচনার একটি মুখ্য বিষয় ছিল সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিভাজন বা বিযুক্ততা। নতুন শাসনামলের প্রতিষ্ঠাতা এবং বুদ্ধিজীবীগণ এভাবে যুক্তি দিতেন যে, পাশ্চাত্যের সভ্যতার বিবিধ অনুষঙ্গ আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতেই পারে কিন্তু নিজেদের সংস্কৃতির ভিন্নতা ও বিশেষত্ব রক্ষার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দ্বৈত মতাদর্শিক অবস্থানে নারী একইসঙ্গে প্রতিনিয়ত পাশ্চাত্য থেকে ভিন্ন এবং পাশ্চাত্যের অনুরূপ ভাবে উপস্থাপিত হতো। প্রবীণ নারীরা যাদের কঠিন নিয়ম-কানুনের মধ্যে থেকেও পাবলিক প্লেসে অভিগম্যতা ছিল; তাদের স্থানটি নতুন নারীরা যারা পুরুষের ন্যায় আইনি সমতা অর্জন করেছিল, তাদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলেও তাদেরকেও গৃহস্থালী কর্মে সকল প্রথাগত দায়িত্ব পালন করতে হতো।

কোলাক তার 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং ইসলামীবাদের দ্বন্দ্বে নাগরিকত্ব' প্রবন্ধে এ মর্মে বিবৃত করেন যে, নতুন নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক তুর্কী নারীরা নানা আদর্শিক এবং সভ্যতার শারীরিক প্রতীক, ভাবমূর্তি এবং প্রথা মানতে বাধ্য হতেন । যদিও ক্রীড়াঙ্গনকে নবীন নারীগণ নিজেদের উপস্থাপনের একটি স্থান হিসেবে তৈরি করেছিল। প্রথম র‍্যালি প্লেয়ার Samiye Cahid–সহ হ্যালেট ক্যাম্বেল এবং স্নাট ফেটজেনদের নাম উল্লেখযোগ্য যারা বার্লিন অলিম্পিকে তুরস্কের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিল ।

> ইসলামীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং নারীর শরীর নিয়ে যুদ্ধ

১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সমাজে নারীর অবস্থান তুরস্কে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয় ছিল না। কিন্তু ১৯৮০ সালের পরে সামরিক শাসনামলে তুরস্কের সমাজে আমূল পরিবর্তন শুরু হয় এবং নারী আন্দোলনের উত্থান ঘটে। নাসিড বারবার এর মতে, 'স্বাধীন নারী আন্দোলনের' যে অভ্যুত্থান যা সেভগি কিউবুকে–এর ভাষায় 'দ্রোহ' যা নারীর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং কেমালিজম সৃষ্ট নারী পুরুষ সমতার ধারণা অনেকটা বিভ্রম তা বুঝতে পেরেছিল।

ফলে, আমূল এবং মৌলিক চাহিদা নিয়ে ১৯৮০ সালের পরে অন্য একটি ইসলামিক আন্দোলনের উত্থান ঘটে। এই আন্দোলন সামরিক শাসনামল দ্বারা অনুপ্রাণিত ও সূচিত হয় এবং ১৯৯০ সাল থেকে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯৯০ সালের পর থেকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এজেন্ডাসহ এটি একটি স্বীকৃত বিরোধীদলীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। আবারো হিজাব প্রসঙ্গে নারীর শরীর পাবলিক প্লেসের দ্বন্দ্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম নিরপেক্ষতার বিপরীতে 'হি-জাব' ইসলামের প্রতীক হিসাবে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। এরই ফলে, সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব পরিহিত অবস্থায় নারীদের কর্মস্থলে আসার অনুমোদন ছিল না।

ক্রমবর্ধমান নারী আন্দোলন ইসলামিক আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিল। নারী আন্দোলন এবং পাবলিক প্লেসে হিজাব পরিহিত নারীর অংশগ্রহণের দাবী ও বিতর্কে নারী ইসলামিক আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকায় অবতীর্ণ হতে থাকে; বিশেষত; স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে। পরবর্তীতে ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন একেপি, ২০০২ সালে তুরস্কের ক্ষমতায় আসে। নারীর সংগ্রামকে পাবলিক প্লেসে আনার ক্ষেত্রে 'হিজাব' একটি অবিচ্ছেদ্য অলং-করণ হয়ে দাঁড়ায়। 'নারী স্বাধীনতা' বিষয়ে তাদের নিজস্ব ডিসকোর্স হিসাবে হিজাবকে ব্যবহার করতে থাকে যার মাধ্যমে তারা বলতে চায় এটি নারীর

>>

নিজের ইচ্ছামত পোশাক নির্বাচনের অধিকার। যেখানে প্রজাতান্ত্রিক সময়ের প্রথমার্ধে যা ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভাজন তা বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলামীকরণের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। আর এ দু'টো ক্ষেত্রেই নারীর শরীর ব্যবহৃত হয়েছে দ্বন্দ্বের প্রতীকী প্রকাশ হিসাবে।

ইসলামিক আন্দোলন বেগবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর শরীর কেন্দ্রিক আলোচনা নতুনমাত্রা পেতে থাকে। হিজাব পরিহিত নারী শুধু নারীর শরীর সংক্রান্ত বিতর্কের ইস্যু থাকে না। কতিপয় ইসলামিক মতাদর্শ অনুসারী নেতৃবৃন্দ নারী এবং নারীর শরীরকে ইসলামিক মূল্যবোধের মধ্যে থেকেই পরিচালিত হতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন। এর ফলে নারী আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত নারী অধিকার বিষয়টি আবারো বিতর্কিত হয়ে পড়ে। ২০১১ সালে ইস্তানবুল সনদের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল নারীকে সকল প্রকার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা, নির্যাতনের বিচার করা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের বিলোপ করা। সরকার সমর্থিত কয়েকটি সংবাদপত্রের কয়েক মাসের প্রচারণার পরে তুরস্ক এ সনদে আপত্তি ঘোষণা করে; যেখানে এ সনদের স্বাক্ষরের ব্যাপারে ২০১২ সালে তুরস্ক সরকারের কোনো দ্বিধা ছিল না এবং পরবর্তীতে ২০২১ সালে তা প্রত্যাহার করে নেয়। আদতে ইস্তানবুল সনদ বিতর্ক তুরস্কের নারী অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্র বা পরিমণ্ডলের টানাপোড়েনকেই প্রতিফলিত করে। যেখানে সমকামভীতি ছিল সবচেয়ে দৃশ্যমান আলোচনার বিষয়; এমনকি, সেখানে রাজনৈতিক ডিসকোর্সেও দেখা গেল মুক্ত নারীদের পুনরায় গৃহকেন্দ্রিক হবার প্রথাগত আহ্বান ।

> প্রতীকী নারী ক্রীড়াবিদ

যখন ইস্তানবুল সনদ প্রত্যাহারের ধাক্কার প্রতিঘাত তুরস্ক সমাজে চলছিল ঠিক তখনই টোকিওতে আয়োজিত গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে তুরস্ক থেকে সমসংখ্যক নারী ও পুরুষ ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে। তারা কোনো পুরস্কার জয় করতে না পারলেও তাদের মহিলা ভলিবল দল যা 'জালের সুলতান' নামে পরিচিত ছিল; তারা ঐ অলিম্পিকে সকলের নজর কাড়তে সমর্থ হয়। এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল, বৈশ্বিক ক্রীড়াঙ্গনে এই দলের অংশ-গ্রহণ বিষয়ক একজন ইসলামিক মতাদর্শিক নেতার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে একটি পোস্ট। টুইটটিতে বলা হয়, মুসলিম নারীরা ভলিবল খেলোয়াড়দের মতো হতে পারে না, সাংস্কৃতিক ভাবে তাদেরকে হতে হবে বিনয়ী ও সমৃদ্ধির সুলতানা। যদিও এই নারীরাই একসময় ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের প্রতীক হয়েছিল। ভলিবল দলকে এভাবেই দ্রুত কঠোর প্রতীকী অবস্থানে পরিবর্তিত হতে হয়। ফলে, আবারও নারীর শরীর, ইসলাম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বন্দ্বের প্রতীকে পরিণত হয়।

এ সকল আলোচনা ও পরিবর্তনের মধ্যেই দলের একজন সফল খেলোয়াড় তার নারী বন্ধুর সঙ্গে যুগল ছবি ইন্সটাগ্রামে পোস্ট করে। এ সময় যেহেতু সমকামিতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও আক্রমণ বাড়ছিল; ফলে, যারা তাকে সমর্থন করেছিল সকলেই নৈতিক অবক্ষয়ের দায়ে সমাজে বিভাজিত হয়ে পড়ে। যাই হোক, এই অলিম্পিকের পরেই ইউরোপিয়ান মহিলা ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হয় এবং তুরস্কের মহিলা দল সেখানেও সমাদৃত হয়। ফলে, তুরস্কের ভলিবল ফেডারেশন যা একটি সরকারী সংস্থা খেলোয়াড়দের সমর্থনে এ মর্মে একটি বিবৃতি দেয় যে, ব্যক্তির ব্যক্তি জীবন একান্ত নিজস্ব, তাদের সাফল্য এবং অবদানের সাথে একে মেলানোর কোনো সুযোগ নেই। তার পরপরই সেই খেলোয়াড় ইতালির একটি ভলিবল দলে যোগদান করে। ফলে, অন্য আরেকটি বিতর্ক শুরু হয় নারী খেলোয়াড়দের যৌন পরিচিতি নিয়ে এবং প্যাট গরিফিন তাঁর 'পরিবর্তনে ক্রীড়া : ক্রীড়াজগতে সমকামভীতি, যৌনতা এবং সমকামিতা' নিবন্ধে ব্যাখ্যা করেন এই ইস্যুটি কিভাবে নীরবতার অংশ হয়ে ওখানেই শেষ করা হলো ।

অ্যাশ তেলসারেন তাঁর সমসাময়িক প্রবন্ধে দাবী করছেন যে, নারীর শরীর যখন ক্রমাগত রাজনৈতিক বিতর্কে ব্যবহৃত হতে থাকে, তার মধ্যে থেকেই নারী তাঁর নিজস্ব পরিচয় বা গন্তব্য তৈরির যুদ্ধও অব্যাহত রাখে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
ইলকনুর হ্যাসিসফটওগলু : <ilknur.hacisoftaoglu@bilgi.edu.tr>

১. (তুর্কি ভাষায়) https://twitter.com/ihsansenocak/status/1419296320267997187

> তুরস্কে মহামারী এবং 'ডিজিটাল অভিবাসী'

এন. বেরিল ওজার টেকিন, ডোগুস ইউনিভার্সিটি, তুরস্ক এবং ইএসএ রিসার্চ নেটওয়ার্ক অন সোসিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিসিনের সদস্য (আরএন ১৬)।

মহামারী চলাকালীন আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রগুলির সাথে আধুনিক অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতাঃ ওলেগ ভলোভিক, ক্রিয়েটিভ কমন্স।

তুরস্ক বিশ্বের অন্যান্য অংশের মতোই কোভিড-১৯ মহামারী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যা সামাজের বিভিন্ন স্তরে মারাত্মক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব ফেলেছিল। বিশেষ করে, বয়স্করা (৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তি); যাদের একটি সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, তারা অন্যান্য সামাজিক বিভাগের তুলনায় ভিন্নভাবে এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মহামারীর প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কার আবহের পাশাপাশি 'বয়সবাদ'ও বৃদ্ধি পেয়েছে; যেমনটি বাটলার (১৯৬৯) উল্লেখ করেছেন। বয়সের ওপর ভিত্তি করে মানুষের প্রতি বৈষম্যকে 'বয়সবাদ' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যদিও এই শব্দটির সঙ্গে বর্ণবাদের মিল রয়েছে; তবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো আমাদের প্রত্যেককেই বৃদ্ধ হতে হবে। এ নিবন্ধটি মহামারী-সংক্রান্ত বিধিনিষেধের সময় বয়স্কদের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষত; তাদের ডিজিটালাইজেশনের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার অভিজ্ঞতার বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

জাতিসংঘের ২০১৯ সালের তথ্য অনুসারে বিশ্ব জনসংখ্যায় ৭০৩ মিলিয়ন বয়স্ক ব্যক্তি (৬৫ বছর বা তার বেশি) রয়েছে; অনুমান করা হয় যে, এই জনসংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৫ বিলিয়ন হবে। কর্মসংস্থান এবং সামাজিক পরিষেবার তুলনায় তুরস্কে ইউরোপীয় দেশগুলোর মতোই দ্রুত দ্বিগুণ বার্ধক্য বাড়ছে। জনসংখ্যার এই 'ধূসর' দিক বিবেচনা করে, বিশ্বব্যাপী এবং তুরস্কে বার্ধক্য নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

> 'ডিজিটাল অভিবাসী' হিসাবে প্রবীণরা

একবিংশ শতাব্দীতে ডিজিটালাইজেশনের গতি বেড়েছে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে এবং অনেক পাবলিক পরিষেবা অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সকল ব্যক্তির ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সমান অ্যাক্সেস নেই। অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত চলকের পাশাপাশি বয়সও এই ক্ষেত্রে অসুবিধার কারণ। 'ডিজিটাল অভিবাসী' (প্রেন্সকি, ২০০১) শব্দটি বয়স্কদের ডিজিটাল অঙ্গনে প্রবেশের অসুবিধার দিকগুলো নির্দেশ করে। এটি সেই প্রজন্মকে বোঝায় যারা কম্পিউটার প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ার আগে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যারা বেশি বয়সে এই প্রযুক্তিগুলোর সংস্পর্শে এসেছে। অন্যদিকে এটি 'ডিজিটাল নেটিভস' –এর বিপরীত ধারণা; যেখানে ডিজিটাল অভিবাসীদের অল্পবয়সী শিশু বা তাদের নাতি-নাতনিরা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ডিজিটাল অভিবাসীরা নেটিভসদের সহায়তায় এই প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের দক্ষতার উন্নয়ন করতে শুরু করেছে।

TURKSTAT (Turkish Statistical Institute, ২০২০)–এর তথ্য মতে, ২০১৫ থেকে ২০২০ –এর মধ্যে তুরস্কে ৬৫-৭৪ বছর বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বয়স্ক ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ৬% থেকে ২৭% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বাধিক ব্যবহৃত ডিভাইস হলো স্মার্ট মোবাইল ফোন; গবেষণা তথ্য অনুযায়ী (বিনার্ক এট.অল, ২০২০), তুরস্কের ৫৭% মহিলা এবং ৬০% পুরুষ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করার জন্য এই ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে।

বয়স্করা মিডিয়া এবং যোগাযোগে ব্যাপক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে যা সংবাদপত্র এবং রেডিও থেকে শুরু করে স্মার্ট মোবাইল ফোন, স্মার্ট টিভি এবং টাচ স্ক্রিন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রজন্ম, যারা আগে চিঠি পাঠাতো এবং ফোনের জন্য অপেক্ষা করতো, তারা নতুন যুগের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার

>>

চেষ্টা করছে; যেখানে তথ্য–প্রবাহ, যোগাযোগ এবং যোগাযোগের গতি সবই বেড়েছে। ডিজিটালাইজেশনকে ধন্যবাদ, যার মাধ্যমে মহামারীর কঠিন বিধি-নিষেধের সময় বয়স্করা স্বাধীনতা এবং আনন্দের জায়গা খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে; যেমন, তথ্য দূষণ, ভুল তথ্য, জালিয়াতি এবং ভুল ভাষার ব্যবহার।

> বয়স্কদের মহামারী চলাকালীন ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার

মহামারী চলাকালীন ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ায় বয়স্কদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তাদের ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল; যেমন, তাদের বাসার বাইরে না যাওয়ার ব্যাপারে জরুরি অবস্থা জারি (২২ মার্চ, ২০২০) এবং গণপরিবহন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা (নভেম্বর ২০২০)। বয়স্কদের জন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা তাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে, তাদের জন্য যারা ট্যাক্সি বা প্রাইভেট কারের ব্যয় বহন করতে অক্ষম । মহামারীর সঙ্গে তাদের বিদ্যমান মনস্তাত্ত্বিক এবং শারীরবৃত্তীয় ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনি সমস্যা এবং রক্ত সঞ্চালন ব্যধির মতো বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও, তারা চেক-আপের জন্য বা তাদের ডোজ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে পারেনি।

বয়স্করা দুর্ভাগ্যবশত সমাজে লেবেলিং, কালিমালেপন এবং বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। স্বাস্থ্য বা মনস্তাত্ত্বিক সংক্রান্ত বিদ্যমান সমস্যাগুলো ছাড়াও, মিডিয়াতে প্রতিফলিত বৈষম্যমূলক ভাষার ফলে বয়স্করা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বহিষ্কৃত বোধ করে। যদিও তারা এই কঠিন সময়ে তাদের পরিবার এবং সন্তানদের কাছ থেকে সামাজিক এবং মানসিকভাবে তাদের সবচেয়ে বড় সমর্থন খুঁজে পেয়েছে; তথাপি এই নেতিবাচক প্রভাব বয়স্ক প্রজন্মের ওপর বেশ কিছু বছর ধরে স্থায়ী হতে পারে। সরকার কর্তৃক প্রযোজ্য বিধি-নিষেধের পাশাপাশি, বয়স্করা তাদের দৈনন্দিন কাজে; যেমন, কেনাকাটা, প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের দ্বারা আরোপিত বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হয়েছিল। এই চাপ এবং নিয়ন্ত্রণ তাদের ভয় এবং উদ্বেগের যোগ হয়েছিল। তারা তাদের প্রতিবেশী বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা এবং কেনাকাটা করা বন্ধ করে দিয়েছিল। হয় তাদের সন্তানরা তাদের জন্য কেনাকাটা করেছিল অথবা তারা অনলাইনে কেনাকাটা শুরু করেছিল। অনলাইন শপিং ছাড়াও তারা অন্যান্য উদ্দেশ্যে প্রায়শই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে শুরু করে। যেমন, অনলাইন ভিডিও যোগাযোগ প্রোগ্রাম এবং তাদের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ; ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ইউটিউব এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলো মহামারী চলাকালীন বয়স্কদের মধ্যে সর্বাধিক পছন্দের ছিল।

সম্ভাবনা হিসাবে প্রবীণরা মহামারী চলাকালীন শারীরিক কার্যকলাপ, হাঁটা, ইন্টারনেট সার্ফিং, সিনেমা দেখা এবং বিভিন্ন শখ (পড়া, সেলাই, ধ্যান, অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণ)–এর মতো মোকাবেলার কৌশলগুলো রপ্ত করেছিলেন। এই ক্রিয়াকলাপগুলো তাদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সহায়তা করেছিল। যদিও বেশিরভাগ বয়স্কদের আগে হাঁটার অভ্যাস ছিল না, তারা বিধি-নিষেধের সময় হাঁটার অভ্যাস করেছিল এবং তা বজায় রেখেছিল।

অবশেষে, ইন্টারনেট এবং নতুন মিডিয়া প্রযুক্তি মহামারী চলাকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাফার মেকানিজম হয়েছে। ইন্টারনেট এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো বয়স্কদের তাদের সমস্যাগুলো মোকাবেলায় সহায়তা করার পাশাপাশি সামাজিকীকরণ এবং বিনোদনের সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে প্রবীণরা বেশ কার্যকরীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বলে দেখা গেছে। একটি সক্রিয় বার্ধক্য প্রক্রিয়ার জন্য, দৈনন্দিন কাজগুলো সহজ করতে এবং একটি সুস্থ ও স্বাধীন জীবনযাপনের জন্য নতুন প্রযুক্তিগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্ক, মহিলা এবং দরিদ্রদের মতো সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির জন্য মহামারী চলাকালীন বিদ্যমান বৈষম্যগুলো আরও গভীর হয়েছিল বিবেচনা করে বলা যায় যে, এই গোষ্ঠীগুলোকে ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন, স্মার্ট ডিভাইসগুলো পেতে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
এন. বেরিল ওজার টেকিন : <btekin@dogus.edu.tr>

> হাইপার-গ্লোবালাইজেশন থেকে টেকসই সহযোগিতায় রূপান্তর কোনো পথে?

হ্যান্স-ইয়ুর্গেন আরবান, আইজি মেটাল এবং ফ্রেডরিখ শিলার ইউনিভার্সিটি, জেনা, জার্মানি।

পুঁজিবাদী 'হাইপার-গোবালাইজেশন' (দানি রড্রিক)–এর সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিবর্তনগুলো বিশ্বব্যাপী সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, পুঁজিবাদী উৎপাদনের পদ্ধতির ওপর গবেষণা যা এর বৈশ্বিক সরবরাহ এবং মূল্য শৃঙ্খলে বিভিন্ন কাজের পরিস্থিতি তৈরি করে। এই শৃঙ্খলগুলো সাধারণত ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়; যেগুলোর সদর দপ্তর রয়েছে পুঁজিবাদী উত্তরে এবং তাদের সরবরাহকারী সংস্থাগুলো রয়েছে দক্ষিণ বিশ্বে।

> বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে সামঞ্জস্যহীনতা

বৈশ্বিক গবেষণায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মূল শ্রমমান এবং এই শৃঙ্খল বরাবর কাজের পরিস্থিতিতে মৌলিক মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন দেখানো হয়েছে। পুঁজিবাদী উত্তরে মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক (OEMs) থেকে শুরু করে দক্ষিণ বিশ্বের মধ্যবর্তী পণ্যের উৎপাদক (সরবরাহকারী) পর্যন্ত, কাজের দরিদ্র অবস্থা এবং উচ্চ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মতো একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভৌগোলিক বৈষম্য বিভিন্ন পরিবেশগত কারণ দ্বারা পরিপূরক যা স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

কাজের বাস্তবতা এবং প্রযোজ্য আইনি ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে এই স্পষ্ট বৈষম্য দূর না করে; হাইপার-গ্লোবালাইজেশন থেকে টেকসই সহযোগিতায় রূপান্তর সফল হতে পারে না। কাজের চাপ এবং স্বাস্থ্যের সুযোগের বণ্টনে অসামঞ্জস্য কাঠামোর ফলস্বরূপ শ্রমিকদের প্রতিরোধ এবং উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমিক সংঘ গঠনের উদ্যোগের জন্য এটি একটি পুনরাবৃত্ত সূচনা বিন্দু। যাই হোক, মুনাফা ও খরচের অসম বণ্টনের সঙ্গে কাজের চাপের অসম বণ্টন মিলে যাওয়ার কারণে পরিবর্তন কার্যকর করা কঠিন। নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ এবং উৎপাদন সম্পর্কের অর্থনৈতিক সুবিধা পুঁজিবাদী উত্তরের দেশগুলোতে OEMs -এর মালিকদের সাথে কেন্দ্রীভূত হয়; এইভাবে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা এবং বিশেষাধিকারের অধিকারীরা উপকৃত হয়। এখন পর্যন্ত এটি শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে সরবরাহ শৃঙ্খল এর সাথে শ্রমিক সংঘের শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তোলা বা মেট্রোপলিটন রাষ্ট্রগুলোর সরকারকে কার্যকর সামাজিক এবং পরিবেশগত বিধি প্রবর্তন করতে রাজি করানো।

> অপরিবর্তনীয় সময়ে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন?

যাই হোক, ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারী পুঁজিবাদী হাইপার- গ্লোবালাইজেশনের অন্ধকার দিকটিকে এই নক্ষত্রপুঞ্জের মুনাফাখোরদের কাছেও উপলব্ধিযোগ্য করে তুলেছে। একটি সমন্বয়হীন 'বন্য সুরক্ষাবাদ'–এর নবজাগরণ বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল এবং মূল্য তৈরির প্রক্রিয়াগুলোকে আলাদা করে ফেলেছে। বিক্রয় বাজার আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রাথমিক পণ্যের অভাব উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে নতুন সরবরাহকারী খুঁজে পাওয়া এবং বিকল্প বিক্রয় অঞ্চল খোলা সম্ভব হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান ক্রয়ব্যয় এবং অতিরিক্ত বাজার বিকাশের ব্যয় এখনও মুনাফার ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

এদিকে দ্বিতীয় উন্নয়নও হয়েছে। পুঁজিবাদী মহানগরগুলোতে নির্ভরশীল লাভজনক কর্মসংস্থানের বিভাজন এবং পূর্বনির্ধারিত সুবিধাবঞ্চিত শ্রম অঞ্চলের জন্ম দিয়েছে। তারা মজুরিশ্রমের সামাজিক আকারে বা নির্ভরশীল স্ব-কর্মসংস্থান হিসাবে বিদ্যমান কাজ, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত চাপের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার অসুবিধার সঙ্গে টিকে রয়েছে। করোনা অতিমারী চলাকালীন জার্মানিতে এটি মাংস শিল্পে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের শ্রমিকদের কলঙ্কজনক কাজের পরিস্থিতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে, এমনকি জার্মান আইনপ্রণেতাদের দ্বারা শ্রমিক সংঘগুলোর চাপের কারণে নয়; প্রণীত ন্যূনতম আইনগতভাবে নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি এবং সংক্রমণ সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোরও অভাব ছিল। সংবাদমাধ্যমে এই বে-আইনি এবং অমানবিক অবস্থার সম্প্রচার এর পেছনে দায়ী কর্পোরেট এবং রাজনৈতিক নেতাদের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে।

একটি তৃতীয় উন্নয়ন হলো ইউরোপে আইনী হস্তক্ষেপ যা কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়গুলোর ওপর নতুন এবং যথাযথ পরিশ্রমের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এটি দক্ষিণে সরবরাহকারীদের কাজের অবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাবের সুযোগ করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে একটি সামাজিক জোটের চাপের মধ্যে দিয়ে একটি তথাকথিত সাপ্লাই চেইন আইন ('Lieferkettensorgfaltspflicht-Gesetz') চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং ২০২১ সালে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট কর্পোরেট ডিউ ডিলিজেন্স এবং কর্পোরেট দায়বদ্ধতার খসড়া নির্দেশিকা অনুমোদন করেছে। এমনকি, যদি এই নিয়মগুলোর কার্যকারিতা কোনোভাবেই নিশ্চিত না হয়; তবে, তারা কোম্পানি এবং শ্রমিক সংঘ এর উদ্যোগের জন্য আদ্যস্থল হতে পারে।

বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের দুর্বলতা যা আবার অতিমারীর সময়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং একটি অত্যধিক প্রসারিত বিশ্বায়নের ঝুঁকি ও যৌক্তিকতার ওপর বিতর্ককে উৎসাহিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মান অর্থনীতিবিদ সেবাস্তিয়ান ডুলিয়েন প্রশ্ন করেছেন যে, উৎপাদন অর্থনীতির বিশ্বায়ন তার সর্বোত্তম বিন্দু অতিক্রম করেছে কিনা এবং অধিকতর বিশ্বায়নের প্রান্তিক উপযোগিতা আর ঝুঁকির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে কি না। আর্থিক বাজারের সংকট এবং করোনা অতিমারীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে, দক্ষিণ বিশ্বে শ্রমিক সংঘ এবং অন্যান্য নেতারা বিশ্বায়নের পথে সম্ভাব্য পরিবর্তন চিহ্নিত করার কাজটির মুখোমুখি হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান ভঙ্গুর বিশ্বায়নের খরচ, অভিবাসী কর্মীদের অতিরিক্ত শোষণের প্রতি উচ্চতর সংবেদনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলোর যথাযথ পরিশ্রমকে শক্তিশালী করার উদ্যোগগুলো বিশ্ব অর্থনীতির সামাজিক ও পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ক্রিয়াকলাপের জন্য নতুন পরিস্থিতি তৈরি করছে।

> বিশ্বব্যাপী গণ-সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি

>>

"এখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে মালামাল সরবারহ-শৃঙ্খল কাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি শ্রমিক সংঘ গড়ে তালা সম্ভব হয়েছে অথবা প্রদেশগুলোর সরকারকে কার্যকর সামাজিক ও পরিবেশগত বিধি প্রবর্তন করতে রাজি করানো সম্ভব হয়েছে"

বৈশ্বিক সমাজতাত্ত্বিক সংলাপের জন্য এর অর্থ কী হওয়া উচিত? কিভাবে সমালোচনামূলক সামাজিক বিজ্ঞান এই ঐতিহাসিক নক্ষত্রমণ্ডলে কাজের অবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে? প্রথমত; যেসব দেশে বিশ্বব্যাপী মূল্য শৃঙ্খল রয়েছে; সেসব দেশের গবেষকদের একটি সাধারণ সমাজতাত্ত্বিক বোধগম্যতা এবং গবেষণার সাধারণ পদ্ধতিতে একমত হতে হবে। বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের সমাজবিজ্ঞানের মাইকেল বুরাওয়ের বক্তব্য একটি উপযুক্ত ভিত্তি হবে যা ইতিমধ্যেই চিত্তাকর্ষক গবেষণা ফলাফল তৈরি করেছে। শ্রম সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে, কাজের বাস্তশাস্ত্র ভিত্তিক গবেষণার একটি পদ্ধতি কার্যকর হবে। বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল বরাবর সামাজিক-বাস্তসংস্থান সংক্রান্ত প্রবিধান এবং ন্যূনতম মান বাস্তবায়নের স্বার্থ, কৌশল এবং বাধাগুলোর বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং আইনি সমস্যাগুলোর আন্তঃসম্পর্কের জন্যও গবেষণার প্রয়োজন; যেখানে রাজনৈতিক অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক এবং মানবাধিকার পদ্ধতিগুলো একে অপরের সাথে জড়িত। শ্রম, সমাজ এবং প্রকৃতির টেকসই প্রজননের দিকগুলোকে অবশ্যই সাধারণ গবেষণা প্রশ্নের সঙ্গে একত্রিত করতে হবে। শ্রমিক ে শ্রেণির পরিবেশবাদ বা পরিবেশগত শ্রম অধ্যয়নের মাত্রার অধীনে এখানে গবেষণা শুরু করতে পারে।

একটি সাংগঠনিক সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিও প্রয়োজন হবে। এখন পর্যন্ত, আন্তঃজাতিক পৃষ্ঠপোষক সংগঠন গঠন করে জাতীয় শ্রমিক সংঘের শক্তি সংস্থানগুলোকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা অসন্তোষজনক থেকে গেছে। বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে শ্রমিক সংঘের কাঠামো শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও বড় বাধার সম্মুখীন হয়; যেমন অপর্যাপ্ত আর্থিক ও মানব সম্পদ। বিশেষ করে, দক্ষিণাঞ্চলীয় শ্রমিক সংঘ ও কোম্পানি-ভিত্তিক স্বার্থ গোষ্ঠীতে এবং জাতীয় ও ট্রেড ইউনিয়ন ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত সাংস্কৃতিক বিভাজনে। গবেষণার মাধ্যমে অবশ্যই অন্বেষণ করতে হবে, যে হাইপার-গ্লোবালাইজেশন ফলাফল দ্বারা যৌথভাবে প্রভাবিত হওয়ার অভিজ্ঞতা যৌথ কৌশল-নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলোকে উন্নত করতে পারে কিনা।

> দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, হাইপার-গ্লোবালাইজেশন থেকে টেকসই সহযোগিতার শাসনব্যবস্থায় রূপান্তর, আগ্রহ এবং ক্ষমতা কাঠামোর তুলনায় জ্ঞানের অভাবের কারণে কম বাধাগ্রস্ত হয়। শুধু নতুন গবেষণা প্রচেষ্টা দ্বারা এগুলো নির্মূল করা যাবে না। কিন্তু বৈশ্বিক পুঁজিবাদে উৎপাদনের যৌক্তিকতা এবং মূল্য সংযোজন সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান সংশয় হয়তো সুযোগের একটি জানালা খুলে দিয়েছে। যদি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান সমালোচনামূলক গবেষণার সঙ্গে এই নতুন সচেতনতার সঙ্গে থাকে; তাহলে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র এবং একটি বিশ্বজনীন সমাজবিজ্ঞানের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
হ্যান্স-ইয়ুর্গেন আরবান : <Hans-Juergen.Urban@igmetall.de>

> প্রকৃতি ফিরে আসে :

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ভলকলিংগার হুট

ভলকলিংগার হুট (Völklinger Hütte) https://voelklinger-huette.org/en/ হলো শিল্প যুগের একমাত্র সম্পূর্ণ অক্ষত লোহার কাজ এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান; যা প্রকৃতি কিভাবে ফিরে আসে সেই সঙ্গে উৎপাদনের জায়গাটিও দেখায়।

ম্যাক্স অলেনবাচারের তোলা ছবিগুলো যা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান ভলকলিংগার হুট (Völklinger Hütte)–এর মিডিয়া এবং প্রেস বিভাগের সৌজন্যে গ্লোবাল ডায়ালগে প্রকাশিত হয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : ম্যাক্স অলেনবাচার : <max.aulenbacher@t-online.de>

>>

> কেন উপরে দেখেন?

ডানপন্থী ‘জনতুষ্টিবাদ’ প্রসঙ্গে কার্ল পোলানি

স্যাং হুন লিম, কিউয়াং হে বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ কোরিয়া।

কৃতজ্ঞতাঃ ইভান রেডিক/ফ্লিকার

উগ্র ডানপন্থী রাজনীতির সাম্প্রতিক উত্থানকে নব্য উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিরা প্রায়শই জনগণের সামাজিক সুরক্ষা আন্দোলন হিসাবে হাজির করে। সমাজ-সমালোচকরা প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করেন। কেননা, তারা ‘তৃতীয় উপায়’ হিসাবে বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করেছেন। এমনকি, তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণি বৈষম্যকে উপেক্ষা করে লিঙ্গ এবং জাতিগততার মতো বিষয়গুলো টেনে এনে পরিচয়ের রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেছেন। যার ফলে, তারা বামপন্থী জনতাবাদকে জনপ্রিয় করার কথা বলেন সমাধান হিসেবে। এ ধারার বিকাশের ফলে নিম্ন-মধ্যম আয়ের মানুষ এবং শ্রমিকশ্রেণি উগ্রবাদী ডানপন্থা পরিহার করে উন্মুক্ত এবং সাম্যবাদী প্রগতিশীল জনতাবাদের দিকে ধাবিত হবেন বলে, তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আমার প্রবন্ধে (‘লুক আপ ডাউন’, কারেন্ট সোশিওলজি, ২০২১ অন-লাইন ফার্স্ট) ডানপন্থী রাজনীতির উত্থানের জন্য উন্মাদগ্রস্ত ‘মানুষ’ দায়ী–এ ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া দেখানো হয়েছে যে, অনেক উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণিও উগ্র ডানপন্থী দল এবং তার নীতিকে সমর্থন করে; যার কারণ অজানা। আরো দেখানো হয়েছে, বেশিরভাগ উগ্র ডানপন্থী দলগুলো নব্য উদারবাদী কাজের নীতিকে সমর্থন করে। এমনকি, তারা তাদের জাতীয়তার পরিবর্তে কল্যাণকামী গ্রাহকদের দোষারোপ করে। উগ্র ডানপন্থী ধারার রাজনীতির মারপ্যাচ বোঝার জন্য আন্তঃযুদ্ধের প্রেক্ষিতে ফ্যাসিবাদ নিয়ে লেখা কার্ল পোলানীর (১৮৮৬-১৯৬৪) লেখা পড়া যেতে পারে। জন-শ্রুতি আছে যে, পোলানী আধুনিক পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির সমালোচক ছিলেন। তিনি আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার বিকাশ (এবং তার দৃষ্টিতে পতন) ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ‘দ্বৈত আন্দোলন’-এর ধারণার মধ্য দিয়ে। একদিকে সব-নিয়ন্ত্রক বাজারের অগ্রগতি এবং অন্যদিকে সামাজিক সুরক্ষার জন্য প্রতি-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এ ধারণা বিকশিত হয়েছে। তদানুসারে, পোলানি-নয়ার পণ্ডিতরা প্রায়শই উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিকে পুঁজিবাদের ক্ষতির বিরুদ্ধে জনগণের এক ধরনের সামাজিক সুরক্ষা আন্দোলন হিসাবে হাজির করেন। যাইহোক, পোলানী নিজেই ফ্যাসিবাদকে স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতি রক্ষার জন্য পুঁজিপতি অভিজাতদের দ্বারা একটি চরম আন্দোলন হিসাবে দেখেছিলেন।

> কার্ল পোলানির দ্বৈত আন্দোলন এবং ফ্যাসিবাদ

উদারপন্থী অর্থনীতিবিদ এবং পুঁজিপতিরা ‘জনগণের’ হস্তক্ষেপ থেকে অর্থনীতিকে পৃথক রাখার চেষ্টা করেছেন বলে পোলানি যুক্তি দেন। স্বনিয়ন্ত্রিত বাজার শ্রম, জমি এবং অর্থের কমোডিফিকেশনের মাধ্যমে মানুষের মানবিক ও সামাজিক জীবনের ওপর দখলদারিত্ব করে। যারা এই ‘কাল্পনিক পণ্য’-এর কারণে তাদের জীবন ও জীবিকা এবং সামাজিক সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত তারা স্বনিয়ন্ত্রিত বাজারের এ দখলদারিত্ব থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে চাইবে। আর যারা এই স্বনিয়ন্ত্রিত বাজারকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক; তাদের জন্য, অর্থনীতিতে জনসাধারণের প্রতিরক্ষামূলক প্রভাব বাজারের ‘স্বাভাবিক’ কার্যক্রমকে ব্যহত করে–যা কম উৎপাদনশীলতার দিকে পরিচালিত করে এবং পরিণামে ঘটে ম্যালথুসিয়ান অ্যাপোক্যালিপ্স।

ঐতিহাসিকভাবে, পুঁজিপতিরা মুক্তবাজারের সুরক্ষা এবং গণতান্ত্রিক রাজ-নীতির মধ্যে একটি সমঝোতা দেখতে পেয়েছে। যাই হোক, মাত্রাতিরিক্ত অর্থনৈতিক মন্দার ফলে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে অচলাবস্থা দেখা দেয়। ১৯৩০ এর দশকে বৈশ্বিক মন্দায় এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এরকম পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদ একটি ‘সহজ উপায়’ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল যা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিকে সচল করে এবং পুঁজিবাদকে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত করে। এর ফলে, মানুষ সবার জন্য যা ভালো তাই উৎপাদন করে। পোলানি আমাদের আরো মনে করিয়ে দেন যে, আন্তঃযুদ্ধ চলাকালীন ফ্যাসিবাদী নেতাদের কেউই এমনকি, হিটলারও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজাতদের সমর্থন ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা

>>

অর্জন করেননি।

অবশ্য, ১৯৩০ সালের ফ্যাসিবাদের সঙ্গে বর্তমানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির তেমন মিল নেই। কিন্তু, পার্থক্য হিসেবে দেখা যায় যে, বর্তমান উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিকরা প্রায়শই প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলিঙ্গন করে। যাই হোক, লক্ষণীয় যে, নতুন গণতন্ত্রে উগ্র ডানপন্থী রাজনীতি প্রায়শই তাদের গণতন্ত্রকে 'উদারহীন গণতন্ত্র' বা এমনকি 'নির্বাচনী একনায়কত্ব' হিসেবে দেখেন। তদুপরি, সাম্প্রতিক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নির্বাচন, যা কিনা একটি মৌলিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সেটিও স্থিতিশীল গণতন্ত্রে এসে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

> পোলানির ফ্যাসিবাদ এবং সাম্প্রতিক ডানপন্থী রাজনীতি

আমার নিবন্ধের শিরোনাম অনুসারে, পোলানি আমাদেরকে উগ্র ডানপন্থী রাজনীতির ক্ষমতায়ন নির্ণয় করার জন্য নিচের দিকে নয় বরং দৃষ্টিসীমা প্রসারিত করতে বলেছেন। উগ্র ডানপন্থী রাজনীতির বিজয়গাঁথা ঠেকাতে হলে আমাদের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে হবে। একই সঙ্গে অন্তত পক্ষে; নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এইভাবে, আমরা সম্পদ এবং তথ্যের কেন্দ্রীকরণকে রোধ করতে পারি যা পুঁজিপতি অভিজাতরা প্রগতিশীল সরকারগুলোর দ্বারা প্রচারিত হতাশাজনক সামাজিক সুরক্ষা নীতিগুলোর জন্য একত্রিত করতে পারে। এর ফলে আমরা দেখি, আন্তঃযুদ্ধকালীন গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল- যা ফ্যাসিবাদী সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

কিভাবে আমরা উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির এলিটদের মধ্যে বিভাজনের রেখা টানতে পারি? এক অর্থে, সামাজিক শ্রেণি ও দলীয় মতাদর্শের যোগসূত্রকে ঝাপসা করে দিয়েছে পরিচয়ের রাজনীতির পুনর্বিন্যাস। এই পুনর্বিন্যাস উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সদস্যদেরকে বিভক্ত করে; তাদের মধ্যে অনেককেই প্রগতিশীলতার পথে আকৃষ্ট করে। অবশ্যই, ন্যান্সি ফ্রেজারের জটিল শব্দ হিসেবে 'প্রগতিশীল নব্য উদারপন্থী'–এর ব্যবহারে শ্রেণিদ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যকে উপক্ষো করা হয়েছে যা সমস্যাজনক। তবুও, এটি উপেক্ষা করা উচিত নয় যে, পরিচয়ের রাজনীতির সমস্যাগুলোর কারণে অনেক উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যদের প্রগতিশীল দলগুলো সংযুক্ত করেছে। সার্বজনীন সামাজিক নীতিতে অভিজাত শ্রেণিদের বিভক্ত করার আরেকটি সম্ভাব্য উপায় পাওয়া যেতে পারে। টমাস পিকেটি খুব ভালোভাবেই দেখিয়েছেন যে, গুরু সম্পদের বৈষম্য আয় বৈষম্যকে ছাড়িয়ে যায়। অনেক তরুণ পেশাদার যারা আয়ের দিক থেকে ধনী কিন্তু সম্পদের হিসেবে দরিদ্র ভবিষ্যতে তাদের আয়ের ক্ষতির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত এবং শিল্প পরিবর্তনের কারণে পেশাদারিত্বের মূল্য হ্রাস যেন না হয় সেকারণে বীমা করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় প্রগতিশীল দলগুলো সার্বজনীন কল্যাণমূলক নীতিগুলো প্রচার করতে পারে; যার ফলে শুধু নিম্নবিত্ত শ্রেণিই নয় বরঞ্চ উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশাদারেরাও উপকৃত হতে পারে। বিশেষ করে, আয় হিসেবে সামাজিক বীমা প্রকল্পের সঙ্গে ফ্ল্যাট রেট সাম্যবাদী ব্যবস্থা যুক্ত হলে সেটি উচ্চ-আয়ের এবং নিম্ন-সম্পদভুক্ত পেশাদারদের কাছে আকর্ষণীয় হবে।

> উপসংহার

ডানপন্থী রাজনীতিকে একটি 'জনতাবাদী' সামাজিক সুরক্ষা আন্দোলন হিসেবে হাজির করায় সেটি আমাদের 'নিচের দিকে তাকাতে' বাধ্য করে। এর ফলে, নব্য উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের ওপর এরকম রাজনীতির দায় চাপানো সম্ভব হয়। পোলানির ফ্যাসিবাদের সনাক্তকরণ আমাদেরকে পুঁজিবাদী অভিজাতদের দিকে দৃষ্টি ফেরায়–যাদের সম্পদ এবং তথ্যের সরবরাহ ছাড়া কখনোই উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারে না। পোলানি আমাদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের সমস্ত পপুলিস্ট বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তব্যের জন্য উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিবিদরা বাজার অর্থনীতিকে সমর্থন করেছে। এরকম পরিস্থিতিতে পোলানির বক্তব্য অনুসারে স্বনিয়ন্ত্রিত বাজারকে রক্ষা করার জন্য অভিজাত শ্রেণিদের প্রয়াস হিসেবে ফ্যাসিবাদের রাজনৈতিক উত্থানকে গ্রহণ করি; তবে, কিভাবে পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণিদের বিভক্ত করা যায় এবং নিম্ন-শ্রেণির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা যায় সে ব্যাপারেও আমাদের নজর রাখা উচিত। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
লিম সাং হূন : <limsanghun@khu.ac.kr>

> নরঘাতকদের গল্প থেকে শেখা

মার্টিন হারনান ডি মারকো, অসলো বিশ্ববিদ্যালয়, নরওয়ে; এবং আইএসএ–এর জীবনী ও সমাজ বিষয়ক পর্ষদের (আরসি৩৮) সদস্য।

বুয়েন্স আয়ার্স-এ সান মার্টিন পেনিটেনশিয়ারি (ছোট ছবি) ও ডেভোটো ফেডারেল পেনিটেনশিয়ারি (বড ছবি)।
কৃতজ্ঞতাঃ মার্টিন হার্নান ডিমার্কো।

সমাজবিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞান, আইন, সাহিত্য এবং সিনেমা–এরকম বহু ক্ষেত্রে নরহত্যা বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। নরহত্যা সংক্রান্ত আমাদের চিন্তা-ভাবনা অনেক একাডেমিক ও নন-একাডেমিক (অনানুষ্ঠানিক) তত্ত্বে ব্যাপকভাবে ব্যাখা করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত; যেমনটি ওরিয়ান বিনিক মনে করেন–সহিংসতার প্রতি মানুষের একধরনের মুগ্ধতা আছে। অনেকে নরহত্যাকে পৈশাচিক, পৌরাণিক কাহিনি, অসুস্থতা কিংবা অযৌক্তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন। এতে কাজের কাজ কিছুই হয় না; বরং এগুলো নরহত্যার পিছনের সামাজিক প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে বুঝতে সমস্যা তৈরি করে।

অপরাধীদের জীবনবৃত্তান্ত ও জীবনের গল্পকে ভালোভাবে অধ্যয়ন না করে তাদের (অপরাধীদের) নিজস্ব মত ও উপস্থাপিত যুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই এই সমস্যাটি তেরি হয়েছে। একাডেমিক গবেষণা সহিংস অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহকে মাইক্রো, মেসো ও ম্যাক্রো পর্যায়ে বুঝতে সাহায্য করেছে এবং জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে, এসকল গবেষণায় গুরুত্বারোপের ফলে গণহত্যার গতিধারা এবং এ সম্পর্কিত মূল চলকগুলো (যেমন, বয়স, লিঙ্গ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা) সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পেলেও গবেষণাসমূহ অপরাধীদের গল্প নির্মাণের প্রক্রিয়াসমূহের সামগ্রিক বিশ্লেষণের পথে বাধা হিসেবে কাজ করেছে।

> নরঘাতকদের বিশ্বদর্শন : একটি অভিজ্ঞতা-নির্ভর বোঝাপোড়ার জন্য আবেদন

ডেভিড রিচস সহিংসতা নৃবিজ্ঞানের একজন অগ্রণী পণ্ডিত । তাঁর মতে, 'সহিংসতা' এমন একটি শব্দ যা মূলত সাক্ষী এবং ভুক্তভোগীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যবহার করা হয়, যেখানে সাধারণত সহিংসতাকারীর ব্যক্তিগত মতামত ও ব্যাখ্যা অনুপস্থিত থাকে। যেহেতু গবেষণাসমূহতে পরিমাণগত তথ্যের ওপর অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তাই অপরাধীরা যে সুনির্দিষ্ট উপায়ে তাদের অপরাধের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে তা গবেষণাসমূহ থেকে খুব কমই জানা যায়।

>>

অপরাধীদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কী শিখতে পারি? পুরুষের দ্বারা সংঘটিত পুরুষের হত্যাকাণ্ড–কিভাবে তাদের গল্প ও জীবনকে বুঝতে সাহায্য করে? ন্যারেটিভ ক্রিমিনোলজির ওপর ভিত্তি করে আমার পিএইচ.ডি গবেষণার লক্ষ্য হলো অপরাধীদের গল্পগুলো বোঝা এবং তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করা। আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই গবেষণাটি করেছি তা গবেষণার নকশাগত কারণে একটি অপরিহার্য বিশ্লেষণ এড়িয়ে গেলেও এই গবেষণার মাধ্যমে আমি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীতে গড়ে ওঠা সহিংস অপরাধের সাথে জড়িয়ে থাকা অর্থসমূহকে বুঝতে চেয়েছি।

> একটি বর্ণনামূলক ও জীবনীনির্ভর গবেষণা পদ্ধতি

আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ার্সের মেট্রোপলিটন এরিয়া থেকে পুরুষ অপরাধীদের ৭২টি বর্ণনামূলক সাক্ষাৎকারের নমুনা থেকে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনায়নের কাঠামোর সাথে মানানসই করার লক্ষ্যে শুধু সেই নমুনাসমূহকে সংগ্রহ করা হয়েছে; যেখানে ঝগড়া ও আন্তঃব্যক্তিক বিবাদের পরিপেক্ষিতে একজন পুরুষ অন্য পুরুষকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারগুলো অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা নির্ধারিত ডিসকোর্স এবং সময়কাল অনুসরণ করে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসকে একপাশে রেখে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছি। এটি এই গবেষণার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। মাঠকর্ম মূলত ফেডারেল এবং প্রাদেশিক কারাগারে এবং সেই সঙ্গে যারা সাজার মেয়াদ পূর্ণ করেছিলো এমন পুরুষদের গৃহে পরিচালিত হয়েছিল।

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তাদের সাথে পরিচালিত সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছিল এবং অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে যৌথভাবে একটি সংক্ষিপ্ত পুনর্গঠিত জীবন কাহিনি লেখা হয়েছিল। এক্ষেত্রে একটি খোলা এবং অক্ষীয় কোডিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি দু'টি ডোমেনের ওপর দৃষ্টি রেখে সম্পাদন করা হয়েছে। যথা : জীবনীগত টার্নিং পয়েন্ট (একটি ক্রসরোড হিসাবে চিহ্নিত মুহূর্ত) এবং যৌক্তিকতা (অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া ঘটনার ব্যাখ্যা)।

> সহিংস গণহত্যা : অর্থ ও ঘটনা

অপরাধীরা যে উপায়ে গণহত্যাকে জায়েজ মনে করেছিলো তার অন্বেষণ একটি আকর্ষণীয় এবং ফলপ্রসূ প্রয়াসে পরিণত হয়েছে। পুরুষরা কিভাবে সহিংসতা এবং সহিংস হত্যাকে উপস্থাপন করে সেটি মূলত তিনটি মূল বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমত; শারীরিক সহিংসতা সম্পর্কে বলা হয়েছিলো এবং এটিকে বিভিন্ন উপায়ে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সহিংসতাকে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক, মানসিক অবস্থার যৌক্তিক ফলাফল বা পরিস্থিতিগত গতিশীল বিষয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল; এটিকে শাস্তির একটি ধরন, সম্মান, পুরুষত্ব ও পদমর্যাদা ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়েছিল। এছাড়াও এটিকে অনিচ্ছাকৃত কর্ম বা সামাজিক পরিস্থিতি দ্বারা বাধ্য করা দুঃখজনক ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। অভ্যাস ও উপায় হিসেবে সহিংসতা একটি বহুমুখী ক্রিয়া। সহিংসতাকে প্রশমন ও যৌক্তিক করার কৌশল হিসেবে পুরুষেরা এজেন্সিকে (ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি) ছোট করে দেখে, অনুশোচনার অনুভূতিকে বিভ্রান্ত করে তোলে এবং কিছু জনপ্রিয় বাণীর আশ্রয় নেয় (যেমন, 'আমার কোনো উপায় ছিল না', 'সেই দায়ী', 'আমার মধ্যে কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না' 'আমাকে এভাবেই লালনপালন করা হয়েছে')। একারণে সহিংসতা অর্থপূর্ণ নয় বলে যে দাবি করা হয়েছিল সেটি আসলে মিথ্যা; বরং সহিংসতা শেষ পর্যন্ত কর্মকের একটি বৈধ উপায় হিসেবে প্রযুক্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত; আধিপত্যবাদী তত্ত্বের বিপরীতে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমার প্রাথমিক অনুমান হচ্ছে এই তত্ত্বে নরহত্যাকে প্রধানত একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। পিতা-মাতার পরিত্যাগ, অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে চাকরি হারানো, রোমান্টিক বিচ্ছেদ, বন্ধুলাভ বা হারানো এবং উল্লেখযোগ্যভাবে, কারাবন্দির ঘটনা তাদের জীবনের গল্পে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়। এই ঘটনাগুলো নরঘাতকদের– নিজেদের এবং অন্যদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। যাইহোক, আধিপত্যবাদী তত্ত্বে নরহত্যাকে খুব কমই তাদের জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে; গণহত্যার চেয়ে কারাদণ্ডকে নরঘাতকদের জীবনের প্রধান ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এটিকে তাদের জীবনের 'নিম্নতম স্থান' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়; এবং তাদের জীবনের ধারাকে পরিবর্তনের একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

তৃতীয়ত; কারাগার, নরহত্যা, এবং আগের কঠোর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে প্রধানত 'শেখার অভিজ্ঞতা' হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের প্রচলিত ডিসকোর্সসমূহে ক্ষতিকারক অভিজ্ঞতাগলাকে গুলোকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করার প্রবণতা দেখা যায়। কারাবাস, মারামারি, আত্মীয় এবং বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হারানোকে পরিপক্কতা, ব্যক্তিগত বৃদ্ধি, বিষযগত রূপান্তর বা শক্তিশালীকরণের মুহূর্ত হিসাবে ডিকোড করা হয়েছিল। একটি সহিংস মৃত্যু একটি নতুন 'নিজস্ব সত্তার' উদ্বোধন করতে পারে। এই যৌক্তিকতা আধিপত্যবাদী পুরুষত্বের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তবে, কারাগারে প্রচারিত ডিসকোর্সসমূহও (যেমন, মনোবিজ্ঞান, কোচিং, ধর্ম, পুনর্বাসন এবং সামাজিক কাজের ডিভাইস) এই গল্পগুলো তৈরিতে ভূমিকা পালন করে।

>শেষ মন্তব্য

বিগত কয়েক দশক থেকে সামাজিক মিথস্ক্রিয়াবাদীরা সামাজিক বাস্তবতাকে বুঝতে সামাজিক কর্মকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে রক্ষা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন; এবং পূর্বের প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ক্যাটাগরির মাধ্যমে এর প্রতিস্থাপন এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। যদিও গণহত্যা বিষয়ক অনেক তত্ত্ব আছে যার অধিকাংশই মূলত ঘাতকের ওপর হত্যাকাণ্ডের ট্রমাগত প্রভাবের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। তবে, গণহত্যার বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে বাস্তবানির্ভর গবেষণা আবশ্যক। একাডেমিক এবং কমনসেন্স উভয় ক্ষেত্রেই হত্যাকাণ্ডকে অস্তিত্বগত মুহূর্তের সঙ্গে সম্পর্কিত অযৌক্তিক, মানসিক বিকারগ্রস্থ বা অনৈতিক কর্ম হিসেবে দেখানো হলেও এই গবেষণায় অন্য বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

প্রচলিত তথ্য-উপাত্ত, তত্ত্ব, কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপকরণ যেগুলো সহিংসতার বিশেষ অর্থ নির্দেশ করে অথচ কোনো বাস্তবিক ভিত্তি নাই–সেক্ষেত্রে এই বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। কারণ, এগুলো এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ :
মার্টিন হারনান ডি মারকো : <mh.dimarco@gmail.com>

> ব্রাজিলে

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডেলিভারি

ব্রুনা দ্যা পিনহা এবং **এ্যানা বেত্রিজ ব্যুনো,** রিও ডি জেনেরিও স্টেট ইউনিভার্সিটি (ইউ ই আর জে), ব্রাজিল।

কোভিড-১৯ মহামারীর শুরুতে ব্রাজিলে পণ্য বিলির কর্মীরা।
কৃতজ্ঞতাঃ মার্সেলো রেন্ডা/পেক্সেল।

প্রাথমিক গবেষণামূলক তথ্য এবং সামাজিক প্রতিফলনের ওপর ভিত্তি করে আমরা ব্রাজিলের ডেলিভারি কর্মীদের কাজের অবস্থার ওপর অতিমারীর প্রভাব তদন্ত করি। এছাড়াও আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই অতিমারীর এই প্রভাব অসমতা সম্পর্কে কর্মীদের বিষয়গত ধারণার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে কি না। হাইপোথিসিস দিয়ে শুরু করি; স্বাস্থ্য সংকট এমন বৈষম্য তৈরি করেনি (অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাদ) বরং আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অর্থাৎ কর্মঘণ্টা, বেতন-ভাতা এবং ঝুঁকির ওপর জোর দিয়ে এবং শ্রম-পুঁজির দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে আলোকপাত করে এটি কাজের অবস্থার অবনতির সম্ভাবনা তৈরি করেছে। আমাদের প্রাথমিক গবেষণায় আমরা ব্রাজিলের একশত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ডেলিভারের নমুনাসহ একটি মূল ডাটাবেস ব্যবহার করি। ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের ডেলিভারি কর্মীদের ওপর ফোকাস করে সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গুগল ফর্ম ব্যবহার করে এই উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল। উপাত্তগুলো ২০২১-এর মার্চ এবং মে মাসের মধ্যকার সময়ে গৃহীত হয়েছিল এবং এতে পরিমাণগত এবং গুণগত উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

> উবারাইজেশন এবং শ্রম-পুঁজির দ্বন্দ্ব

শ্রমের উবারাইজেশনকে ঐতিহাসিক নতুনত্ব হিসেবে ভিন্ন মতে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই এটিকে সামাজিক বস্তুবাচকতার মধ্যে স্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের ধরনের উৎপত্তিকাল থেকে যেভাবে বজায় রাখা হয়েছে তা থেকে এটি অসঙ্গতি বা বিচ্যুতি প্রকাশ করে না। সামাজিক সম্পর্ক উবারাইজড কাজকে শ্রমশক্তির একটি পণ্যীকরণ হিসেবে চিহ্নিত করে; যার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে জীবন ধারণের উপায়গুলোর পূর্ববর্তী বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতির দ্বারা। এটি পুঁজিবাদের অধিন্যস্ত শ্রমের সামাজিক অবস্থা এবং এটি আইনি অবস্থা থেকে স্বাধীন।

যদিও উবারাইজেশনকে ঐতিহাসিক নতুনত্ব হিসেবে বোঝার কথা নয়; তবুও সমসাময়িক পরিস্থিতিতে এই ঘটনার সীমারেখা বোঝা দরকার। ব্রাজিলে ডেলিভারি কর্মীদের ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং কাজের প্ল্যাটফর্মের মধ্যে

>>

সম্পর্কের অসমতার ধারণাটি মূলত দৈনন্দিন এবং শহুরে কাজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বলে মনে করা হয়। যদিও কাজ করার পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে, শহরে চলাচল করা এবং অন্যদের সাথে সাক্ষাতের উপায়গুলো এই সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের নিজস্ব ধারণা তৈরি করে।

অধিকন্তু, বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে ডেলিভারি কাজকর্ম মানব কাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে তোলে। এটি বাস্তবতার মধ্যস্থকারী একটি প্রক্রিয়া এবং আন্তঃবৈষয়িক সম্পর্কের বিকাশ। অসমতা সম্পর্কে ধারণা নির্মাণের পাশাপাশি প্রতিবাদ আন্দোলনের সম্মিলিত ও স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এভাবেই, আমরা আমাদের প্রাথমিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফলগুলোউপস্থাপন করি।

> গুগল ফর্মের প্রশ্নাবলি

অতিমারী চলাকালীন তারা প্রতিদিন কত ঘন্টা ডেলিভারি সরবরাহ করেছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৪২%) বলেছিলেন যে তারা নয় থেকে বারো ঘন্টা কাজ করেছেন। আট ঘন্টা কাজ করেছেন (২০%) এবং তেরো ঘন্টা বা তার বেশি (১৩%) কাজ করেছেন। অতিমারীর আগের সময়ে তাদের কর্মঘন্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, এবং আমরা নমুনা হিসেবে যে উত্তরদাতাদের নেই ইতোমধ্যে সেই সময়ে ডেলিভারি কাজ করছেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা (৬৬ জন), তাদের মধ্যে ৩৯.৩% নয় থেকে বারো ঘন্টা কাজ করেছেন, ২২.৭% আট ঘন্টা কাজ করেছেন, এবং তেরো ঘন্টা বা তার বেশি কাজ করেছেন ৯% উত্তরদাতা। কাজেই কর্মঘণ্টা বেড়েছে।

অতিমারী চলাকালীন ডেলিভারি থেকে তাদের মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে উত্তরদাতার একটি বড় অংশ (২৫%) বলেছিলেন যে, তারা ব্রাজিলিয়ান ন্যূনতম মজুরির চেয়ে গড়ে কম উপার্জন করেছেন (ডেটা সংগ্রহের সময় যা ১১০০ রেইসের সমতুল্য ছিল), তারপরে ২৩% উত্তরদাতা নির্দেশ করেছিলেন তাদের উপার্জন ১১০০ এবং ১৬৫০ রেইসের মধ্যে। তুলনামূলকভাবে, ১৫.৩% বলেছেন যে, তারা অতিমারীর আগের সময়ে বর্তমান ন্যূনতম মজুরির তুলনায় কম পারিশ্রমিক পেয়েছেন (ন্যূনতম মজুরির জন্য ১১০০ রেইসের একই মান বিবেচনা করে)। বেশিরভাগ উত্তরদাতা (প্রায় ৩৭%) বলেছেন যে অতিমারীর আগে তারা ২৭৫০ থেকে ৩৩০০ রেইসের মধ্যে উপার্জন করেছিল, যখন অতিমারী চলাকালীন মাত্র ১৫% উত্তরদাতা এই গড় পারিশ্রমিক অর্জন করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, মাসিক পারিশ্রমিকের একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস হয়েছে; যদিও এই পরিষেবাগুলোর চাহিদা এবং গড় কর্মঘন্টা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাহলে, যারা প্রতিদিন তেরো ঘন্টা বা তার বেশি কাজ করে, সেইসাথে যারা প্রতি মাসে ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম উপার্জন করে এমন উত্তরদাতাদের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, কাজের প্ল্যাটফর্মে বৈষম্যের বিষয়গত ধারণার একটি নির্দিষ্ট উপাদান হলো পারিশ্রমিক, বিশেষ করে এটি যখন প্রায় ৮৪% উত্তরদাতার আয়ের একমাত্র উৎস। অর্থাৎ, পরিপূরক পারিশ্রমিকের উৎস হিসেবে, এই কাজটি ব্রাজিলে শ্রমিকদের আয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

চাহিদার ক্ষেত্রে, বেতন-ভাতা বৃদ্ধির চাহিদা (৯১% উত্তর) সম্পূর্ণ প্রাধান্য পায়, তারপরে অযৌক্তিক অবরোধের অবসান, দুর্ঘটনা বীমা, খাদ্য ভাতা, বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন, শ্রম সুবিধা এবং একটি স্বাক্ষরিত কর্মসংস্থান চুক্তি। ২০% এরও কম উত্তরদাতা তাদের চাহিদা হিসাবে এই শেষ উপাদানটির (কর্মসংস্থান চুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ) ইঙ্গিত দিয়েছেন। একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল যে, একটি বিস্তৃত সামাজিক সংকটের চরম মুহূর্তে, বৈষম্যের সবচেয়ে দৃশ্যমান বিষয়গুলি লক্ষণীয় হয়েছে। সম্পর্কের এই আর্থিক মাত্রা শ্রমের গতিশীলতার সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে মূর্ত করার ক্ষমতা রাখে।

ডেলিভারি কাজ খোঁজার কারণ হিসেবে, আমাদের প্রায় সকল উত্তরদাতা আয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। সামাজিক জনসংখ্যাগত তথ্যের দিক থেকে, ৯৮% উত্তরদাতা পুরুষ, ৫৪% নিজেদের গায়ের রং শ্যামলা বা কালো বর্ণ বলেছেন এবং উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই তরুণ। বেশিরভাগ উত্তরদাতাদের (২৪%) বয়স ছিল ৩১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে; ২১ থেকে ২৫ এর মধ্যে (১৯%); ৩৫ থেকে ৪০ এর মধ্যে (১৮%) এবং ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে (১৭%)। তরুণরা যে বেকারত্ব সমস্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, এটি সেটিরই প্রতিফলন বলে মনে হচ্ছে । শিক্ষার ক্ষেত্রে, ৭৭% উত্তরদাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা কলেজে পড়াশুনা করেছেন। সবশেষে, ৩৩ জন উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, কিন্তু মাত্র একজন প্ল্যাটফর্ম থেকে সাহায্য পেয়েছেন। এই তথ্যগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোভিড-১৯ অতিমারী ব্রাজিলের শ্রম-পুঁজির দ্বন্দ্ব এবং অসমতাগুলোকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে এবং ডেলিভারি কর্মীদের কাজের অনিশ্চয়তাকে বাড়িয়ে তুলেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
ব্রুনা দ্যা পিনহা : <brunapmcoelho@gmail.com>
এ্যানা বেত্রিজ বুনো : <anabeatrizbuenoadv@gmail.com>